প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
প্রতিবেদন

বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জুন ২০২৩

সূচিপত্র

সূচিপত্র i
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ vi
শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms) viii
শব্দকোষ (Glossary) ix

প্রথম অধ্যায়ঃ প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১
১.১ প্রকল্পের পটভূমি: ১
১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য: ২
১.৩ প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্য: ২
১.৪ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম: ২
১.৫ অর্থায়নের ধরণ, উৎস, ও প্রকল্প ব্যয়: ৩
১.৬ অনুমোদন ও বাস্তবায়নকাল ৩
১.৭ প্রধান প্রধান অঙ্গের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি: ৩
১.৮ প্রভাব মূল্যায়নের নির্দেশকসমূহ: ৩
১.৯ লগ ফ্রেম ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের পরিচালন পদ্ধতি (Methodology) ৭
২.১ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ৭
২.২ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি: ৭
২.৩ সমীক্ষার ডিজাইন: ৮
২.৪ প্রকল্প এলাকা: ৯
২.৫ সেকেন্ডারি তথ্যাদি পর্যালোচনা: ১০
২.৬ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ: ১০
২.৬.১ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: ১০
২.৬.২ এলাকা নির্বাচন: ১০
২.৭ নমুনা পদ্ধতি ও নমুনার আকার নির্ধারণ: ১১
২.৮ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি: ১৩
২.৯ প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা: ১৮
২.১০ সমাপ্ত প্রকল্পের সময়কাল: ১৯

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ফলাফল পর্যালোচনা ২০
৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা: ২০
৩.১.১ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তি কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন: ২০
৩.১.২ প্রকল্পের সার্বিক ও অঙ্গ ভিত্তিক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি: বাস্তব ও আর্থিক: ২০
৩.২. ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ: ২০
৩.২.১ ক্রয় পরিকল্পনা: ২০
৩.৩ প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ: ২১
৩.৪ প্রকল্পের পরামর্শক সংক্রান্ত তথ্য: ২৪
৩.৫ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন: প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের তুলনামূলক আলোচনা: ২৪
৩.৫.১ উত্তরদাতার আর্থ-সামাজিক অবস্থা: ২৪
৩.৫.২ গবেষণা এলাকায় বসবাসের চিত্র: ২৫
৩.৫.৩ তথ্যদাতার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন কিংবা পরিচিতদের বিদেশ গমন: ২৬
৩.৫.৪ যেসব দেশে বিদেশ গমনের প্রবণতা বেশি: ২৬
৩.৫.৫ বিদেশগামী যুবকেরা যেসব সমস্যার মুখোমুখি হয়: ২৬
৩.৫.৬ প্রশিক্ষণের অভাব কি বিদেশে ভালো কাজের জন্য বাঁধা? : ২৭

৩.৫.৭ সরকারি উদ্যোগ সম্পর্কে ধারণা: ২৭
৩.৫.৮ টিটিসিতে প্রশিক্ষণের কোর্সসমূহ: ২৮
৩.৫.৯ প্রবাসে যাওয়ার প্রচেষ্টা: ২৮
৩.৫.১০ পছন্দের দেশসমূহ: ২৮
৩.৫.১০ বিদেশে গমনের মাধ্যম: ২৯
৩.৫.১১ বিদেশে যে ধরনের কাজ করতে আগ্রহী: ২৯
৩.৫.১২ আগ্রহী বিষয়ে প্রশিক্ষণের হার: ২৯
৩.৫.১২ প্রশিক্ষণ ছাড়া বিদেশে ভালো মানের কাজ পাওয়া সম্ভব: ৩০
৩.৫.১৩ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের বিদেশে সুবিধাসমূহ: ৩০
৩.৫.১৪ বিদেশগামীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা: ৩০
৩.৫.১৫ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কে তথ্যের উৎস: ৩০
৩.৫.১৬ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কে অন্যরা জানে কি?: ৩১
৩.৫.১৭ সমবয়সীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের আহ্বান ও কারণসমূহ: ৩১
৩.৫.১৮ নিকটস্থ টিটিসি: ৩২
৩.৫.১৯ টিটিসি থেকে পরিচিতদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের হার ও বিষয়সমূহ: ৩২
৩.৫.২০ প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুবিধাসমূহ: ৩৩
৩.৫.২১ নিকটস্থ টিটিসির প্রশিক্ষণের মান: ৩৩
৩.৫.২২ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের বিদেশে গমনের প্রবণতা: ৩৩
৩.৫.২৩ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ: ৩৩
৩.৫.২৪ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রসমূহ: ৩৪
৩.৫.২৫ কর্মসংস্থানের চ্যালঞ্জসমূহ: ৩৪
৩.৫.২৬ জরিপে অংশগ্রহণকারীদের সুপারিশসমূহ: ৩৪
৩.৬ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ স্থাপনার ব্যবহার ৩৫
৩.৬.১ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৩৫
৩.৬.২ প্রশিক্ষণ শেষে কর্মে নিয়োজিত হওয়া ৩৮
৩.৬.৩ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বহুবিধ ব্যবহার ৩৮
৩.৬.৪ সোলার প্যানেল থেকে জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ ৩৯
৩.৬.৫ রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ৩৯
৩.৬.৬ জাতীয় প্রয়োজনে ব্যবহার ৩৯
৩.৬.৭ টিটিসিতে পরিচালিত কোর্সসমূহ ৪০
৩.৭ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট FGD (দলীয় আলোচনা) থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ: ৪২
৩.৭.১ এলাকায় বিদেশে কর্মরত মানুষের সংখ্যা: ৪৩
৩.৭.২ বিদেশে কাজ করতে যাবার কারণ: ৪৩
৩.৭.৩ কাজের অভিজ্ঞতা ছাড়া বিদেশে গেলে কি অসুবিধা হয়: ৪৩
৩.৭.৪ বিদেশে যাবার আগে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা: ৪৪
৩.৭.৫ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কে ধারণা: ৪৪
৩.৭.৬ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রদত্ত কোন কোন প্রশিক্ষণ বেশি কাজে লাগছে: ৪৪
৩.৭.৭ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তারা আর কী কী সুবিধা চান: ৪৫
৩.৮ কেআইআই থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ৪৬
৩.৮.১ লক্ষ্য অর্জনে টিটিসি সমূহের চ্যালেঞ্জ: ৪৬
৩.৮.২ যেসব নতুন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা প্রয়োজন: ৪৬
৩.৮.৩ টিটিসিসমূহের উল্লেখযোগ্য অর্জন: ৪৭
৩.৮.৪ বাংলাদেশি যুবদের বিদেশে যাবার প্রবণতা বাড়ছে: ৪৭
৩.৮.৫ প্রাক-বিদেশ গমণ প্রশিক্ষণ: ৪৮
৩.৮.৬ ব্যবহারিক শিক্ষা: ৪৮
৩.৮.৭ আবাসিক সুবিধা: ৪৯
৩.৮.৮ টিটিসিসমূহে বিদ্যমান সমস্যা: ৪৯
৩.৮.৯ টিটিসিসমূহকে আরো কার্যকরী করার পরামর্শ: ৫০
৩.১০ স্থানীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ: ৫২

৩.১০ মাঠ পর্যবেক্ষণ: ৫৩
৩.১১ প্রকল্পের ক্রয় পদ্ধতি ও হিসাব নিরীক্ষা: ৬১

চতুর্থ অধ্যায়ঃ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পদ্ধতি, সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই ও পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে (SWOT) পর্যালোচনা ৬২
৪.১ SWOT পর্যালোচনা: ৬২
৪.১.১ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ (Strengths): ৬৩
৪.১.২ প্রকল্পের দুর্বলদিক (Weaknesses): ৬৪
৪.১.৩ প্রকল্পের সুযোগসমূহ (Opportunities): ৬৫
৪.১.৪ প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ (Threats): ৬৬

পঞ্চম অধ্যায়ঃ পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ ৬৮

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সুপারিশ ও উপসংহার ৭১
৬.১ সুপারিশ: ৭১
৬.২ উপসংহার: ৭২

পরিশিষ্ট-১: পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (TOR) ৭৪
পরিশিষ্ট-২: সমীক্ষার প্রশ্নমালা ৭৭
পরিশিষ্ট-৩: প্রধান তথ্য দাতার সাক্ষাৎকার (কেআইআই) ৮১
পরিশিষ্ট-৪: ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)-গাইডলাইন ৮৩
পরিশিষ্ট-৫: মাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ৮৬
পরিশিষ্ট-৬ মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের নির্বাচিত ছবিসমূহ ৮৮
পরিশিষ্ট-৭ কেস স্টাডি: ক্রয় ব্যবস্থাপনা ৮৯

সারণির তালিকা

	পৃষ্ঠা নং
সারণি ১: প্রকল্প এলাকা	৯
সারণি ২: প্রভাব মূল্যায়নের গবেষণা এলাকা	১০
সারণি ৩: নমুনা বন্টনের তালিকাবিভাগ, জেলা, ও কারিগরি কেন্দ্র-ভিত্তিক উত্তরদাতার সংখ্যা	১২
সারণি ৪: সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত উত্তরদাতাদের ধরণ ও পদ্ধতিসমূহ	১২
সারণি ৫: প্রধান তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার দাতার সম্ভাব্য তালিকা	১৪
সারণি ৬: প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা	১৮
সারণি ৭: ক্রয় কার্যক্রমের জন্য ডিপিপিতে উল্লেখিত প্রাক্কলন, দাপ্তরিক প্রাক্কলন এবং দরদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ধৃত দর	২৩
সারণি ৮: আলাচ্য প্যাকেজে ক্রয় কাজের সার-সংক্ষেপ	২৩
সারণি ৯: মূল্যায়নে অন্তর্ভূক্ত ১৮টি টিটিসি'র প্রশিক্ষণ সাফল্যের চিত্র	৩৭
সারণি ১০: ডিপিপি অনুসারে ট্রেড এর বিপরীতে টিটিসিসমূহের জন্য সৃষ্ট পদ	৪১

চিত্রের তালিকা

	পৃষ্ঠা নং
চিত্র ১: নমুনায়নের সারসংক্ষেপ	১৪
চিত্র ২: তথ্য একত্রিকরণ এবং প্রক্রিয়াকরণের পর্যায়সমূহ	১৭
চিত্র ৩: তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া	১৮
চিত্র ৪: উত্তরদাতার লিঙ্গ	২১
চিত্র ৫: উত্তরদাতার বয়স	২১
চিত্র ৬: উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা	২২
চিত্র ৭: উত্তরদাতার পেশা	২২
চিত্র ৮: গবেষণা এলাকায় বসবাসের চিত্র	২৩
চিত্র ৯: পরিবার,আত্নীয়-স্বজন কিংবা পরিচিতদের বিদেশ গমন	২৩
চিত্র ১০: পছন্দের দেশসমূহ	২৩
চিত্র ১১:বিদেশে সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ	২৪
চিত্র ১২: বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি বাড়াতে তথ্যদাতাদের প্রস্তাবসমূহ	২৪
চিত্র ১৩: সরকারী উদ্যোগ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা	২৫
চিত্র ১৪: টিটিসিতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ	২৫
চিত্র ১৫: প্রবাসে যাওয়ার প্রচেষ্টার সময়কাল	২৫
চিত্র ১৬: উত্তরদাতার পছন্দের দেশসমূহ	২৬
চিত্র ১৭: বিদেশে গমনের উদ্দেশ্যে গ্রহণকৃত মাধ্যম	২৬
চিত্র ১৮: বিদেশে যে ধরনের কাজ করতে আগ্রহী	২৬
চিত্র ১৯: আগ্রহী বিষয়ে প্রশিক্ষণের হার	২৭
চিত্র ২০: প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের বিদেশে কাজের সুযোগ সম্পর্কে ধারণা	২৭
চিত্র ২১: প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের বিদেশে সুবিধাসমূহ	২৮
চিত্র ২২: বিদেশগামীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা	২৮
চিত্র ২৩: প্রশিক্ষণকেন্দ্র সম্পর্কে তথ্যের উৎস	২৮
চিত্র ২৪: প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কে অন্যদের ধারণা	২৯
চিত্র ২৫: সমবয়সীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের আহ্বান	২৯
চিত্র ২৬: সমবয়সীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের আহ্বানের কারণসমূহ	২৯

	পৃষ্ঠা নং
চিত্র ২৭: নিকটস্থ টিটিসির অবস্থান	৩০
চিত্র ২৮: টিটিসি থেকে পরিচিতজনদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের হার	৩০
চিত্র ২৯: টিটিসি থেকে পরিচিতজনদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিষয়সমূহ	৩০
চিত্র ৩০: প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুবিধাসমূহ	৩১
চিত্র ৩১: নিকটস্থ টিটিসির প্রশিক্ষণের মান	৩১
চিত্র ৩২: প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের বিদেশে গমনের প্রবণতা	৩১
চিত্র ৩৩: প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ	৩২
চিত্র ৩৪: কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রসমূহ	৩২
চিত্র ৩৫: কর্মসংস্থানের চ্যালঞ্জসমূহ	৩২
চিত্র ৩৬: টিটিসিসমূহে সালওয়ারী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অর্জন	৪৭
চিত্র ৩৭: প্রশিক্ষণে সাফল্যের ভিত্তিতে সেরা পাঁচ টিটিসি	৪৮
চিত্র ৩৮: প্রশিক্ষণে সাফল্যের ভিত্তিতে দুর্বল পাঁচ টিটিসি	৪৮

ছবিসমুহ

	পৃষ্ঠা নং
ছবি ১: মানিকগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সম্মানিত অতিথিরা বক্তব্য রাখছেন	১৫
ছবি ২: মানিকগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করছেন	১৫
ছবি ৩- ফেনী টিটিসি প্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহণের (কেআইআই) পরবর্তী স্থিরচিত্র	৪৮
ছবি ৪- ব্রাহ্মণবাড়িয়া টিটিসি প্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহণের (কেআইআই) পরবর্তী স্থিরচিত্র	৪৮
ছবি ৫- ফেনি টিটিসি অধ্যক্ষের সাথে সাক্ষাতকার	৫৬
ছবি ৬- ফেনি টিটিসির বাথরুমের দরজার ওয়ালে নষ্ট প্লাস্টার	৫৬
ছবি ৭- ফেনি টিটিসির বাথরুমের ফলস সিলিং এর দরজার ওয়ালে রং বাদ আছে	৫৬
ছবি ৮- ফেনি টিটিসির সোলার সিষ্টেম	৫৬
ছবি ৯- ফেনি টিটিসির নতুন নির্মীত ভাংগা ড্রেন	৫৬
ছবি ১০- ফেনি টিটিসির অধ্যক্ষের রুমের সামনে ওয়ালে ফাটল	৫৬
ছবি ১১- মাদারীপুর টিটিসি অধ্যক্ষের রুমের ভিতরে ফাটল	৫৭
ছবি ১২- মাদারীপুর টিটিসির ল্যাব রুমের ভিতরে ওয়ালের কর্নারে ফাটল	৫৭
ছবি ১৩- মাদারীপুর টিটিসির সোলার সিষ্টেম	৫৭
ছবি ১৪- মাদারীপুর টিটিসির প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবন	৫৭
ছবি ১৫- মাদারীপুর টিটিসির সিড়ির উপরের ছাদে অসম্পন্ন কাজে রড দেখা যায়	৫৭
ছবি ১৬- মাদারীপুর টিটিসির বাথরুমে ডোর সীল না থাকায় ময়লা ও দুর্গন্ধ	৫৭

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

কারিগরি প্রশিক্ষণ একটি দেশের জনশক্তিকে দক্ষ সম্পদে রুপান্তরিত করার অন্যতম উপায়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এটি অতীব জরুরি। পৃথিবীর অনেক দেশই কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ তরুণ জনশক্তিকে কর্মোদ্যোগী করার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক অবস্থার ও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। বাংলাদেশেও সরকার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশে ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প সরকারের এমনই একটি উদ্যোগ যার মাধ্যমে দেশে বিভিন্ন জেলায় ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) কর্তৃক বাস্তবায়িত এ প্রকল্পটি সরকারি রাজস্ব খাত থেকে অর্থায়িত একটি প্রকল্প। ২০১০ সালে শুরু হয়ে ২০১২ সালে শেষ হবার কথা থাকলেও দু'ফা (২০১২ ও ২০১৪ সালে) প্রকল্প সংশোধনীর মাধ্যমে সময় বাড়িয়ে এটি ২০১৯ সালের জুনে সমাপ্ত হয়েছে।

এ সমীক্ষাটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা কার্যক্রম হিসেবে পরিচালিত হয়েছে যেখানে পরিমানগত ও গুণগত উভয় ধরনের তথ্য উপাত্ত ব্যবহৃত হয়েছে। পরিমানগত তথ্যের জন্য ১০৮০ জনের ওপর সুবিন্নস্ত প্রশ্নমালার মাধ্যমে জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। গূণগত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য দলিলাদি বিশ্লেষণ, মুখ্য উত্তরদাতাদের সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা এবং কেস স্টাডি ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিতে নির্ধারিত ২৭টি জেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারের ক্রয় নীতি ও ক্রয় বিধি অনুসরণ (পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮) করা হয়েছে। এ প্রকল্পে বৃহৎ ক্রয় যেমন ভৌত-অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে গণপূর্ত বিভাগ বাস্তবায়ণ করেছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের জন্য শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের ফার্ণিচার গণপূর্ত বিভাগের কাঠের কারখানা বিভাগ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে সরবরাহ করেছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে ব্যবহারিক শিক্ষার সরঞ্জামাদি বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরির আওতাধীন বাংলাদেশ ডিজেল প্লান্ট সরবরাহ করেছে। এ ছাড়া উন্মুক্ত ক্রয় পদ্ধতিতে প্রকল্প দপ্তর স্থাপিত কারিগরি কেন্দ্রসমূহের জন্য একটি করে মাইক্রোবাস ও বাই সাইকেল, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের জন্য প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য একটি জীপ ও একটি মাইক্রোবাস এবং স্টেশনারী সামগ্রী সংগ্রহ করেছে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের নির্মাণ কাজ ডিপিপি'তে প্রদত্ত নকশার অনুসরণে অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে করা হয়েছে। অধিকৃত ভূমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাস জমি ছিল। বেশ কিছু ভূমি ব্যক্তির কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে এবং কিছু কিছু ভূমি সরকারের অন্যান্য দপ্তরের কাছ থেকে বাজার মূল্যে ক্রয় করা হয়েছে। সীমানা প্রাচীর, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, সাইট ইম্প্রুভমেন্ট এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চুড়ান্ত ফিনিসিংয়ে (প্লাস্টার, রং, বার্ণিস) ত্রুটি ছাড়া প্রকল্পের কাজ দ্বিতীয় বর্ধিত সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প সমাপণী প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ডিপিপি অনুসারে ৮২,৫৭১.৭৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিলো এবং প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৮০,১৭৪.১৬ লক্ষ টাকা; অর্থাৎ ২,৩৯৭.৫৭ লক্ষ টাকা অব্যয়িত ছিলো।

স্থাপিত সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০২২ অবধি তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের বেশি প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি বিদেশ গমণের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রসমুহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে ৪/৫টি কেন্দ্র বাদে অন্যান্য কেন্দ্রগুলো কাঙ্খিত মাত্রায় সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়নি।

গবেষণা এলাকায় পরিচালিত জরিপের ফলাফলে দেখা যায় উত্তরদাতাদের মধ্যে পুরুষ (৬২%) এবং ৩৮% নারী। সম্মিলিতভাবে সর্বোচ্চ তরুণ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ছিলো, যাদের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিলো ছাত্র (৪২.৫%)। জরিপের উত্তরদাতাদের মতে, তথ্যের অভাব (২৫.৬%), কাজের ধরণ সম্পর্কে না জানা (৪৭%), কাজের সুযোগ সম্পর্কে অবহিত না করা (৪৮.৮%), এবং অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় (৪২.২%) বিদেশ গমণে অন্যতম চ্যালেঞ্জ। প্রশিক্ষণার্থীদের উপর প্রশিক্ষণের প্রভাব সম্পর্কে তারা বলেন যে, প্রশিক্ষণ শেষে চাকুরী (৮৬.৮%), এবং উদ্যোক্তা হয়ে নিজের এবং অন্যদের কাজের সুযোগ তৈরি করা (২৬.৭%) সম্ভব। কিন্তু উদ্যোক্তা হবার ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যেমন, পারিবারিক সমর্থনের অভাব (২১.৪%), ব্যাংক ঋণের অভাব (৭৮.৬%), এবং বাজারের চাহিদা সঠিক ভাবে না বোঝা (২১.৪%) ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণের মান উন্নত করতে এবং বিদেশ গমণকে আরও সুবিধাজনক করতে উত্তরদাতারা আর্থিক সহায়তা এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সহজ শর্তে ঋণের পরামর্শ দিয়েছেন। তারা বিদেশ ভ্রমণের খরচ কমাতে সরকারের কাছ থেকে ভর্তুকি দেয়ারও প্রস্তাব করেছে। উত্তরদাতারা পরামর্শ দিয়েছেন যে সরকারি সংস্থার মাধ্যমে জনশক্তি রপ্তানি এবং বিদেশে বৈধ অভিবাসনের প্রক্রিয়া সহজতর করা উচিত।

মূল্যায়ন কাজের অংশ হিসেবে প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকল্পের সবল দিকগুলোর অন্যতম ছিল নাগরিকদের দোরগোড়ায় কারিগরি প্রশিক্ষণ সুবিধা পৌঁছে দেয়া, স্বল্প খরচে উন্নত প্রশিক্ষণ, ব্যবহারিক শিক্ষা, প্রশিক্ষিতদের বিদেশ গমণে সরকারি সহযোগিতা, প্রাক-বিদেশ ভ্রমণ প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। চিহ্নিত দুর্বলদিকগুলোর মধ্যে ছিলো - অপ্রতুল অবকাঠামো, অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষক ও জনবল, পাঠ্যক্রম সময়োপযোগি ও আধুনিকায়ন না করা, কেন্দ্রীয় তদারকি ও তত্ত্বাবধানে ঘাটতি, শিল্প সংযোগ না থাকা ইত্যাদি। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের ও ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম, এমন বেশকিছু সুযোগ চিহ্নিত করা হয়েছে যেমন দক্ষ জনশক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদা. সরকারের আন্তরিকতা ও অব্যাহত সমর্থন, শিল্প সংযোগ স্থাপন, গবেষণা ও উন্নয়ন, ইন্টার্ণশীপ প্রোগ্রাম, অনলাইন প্রশিক্ষণ ও বিশেষায়িত কোর্স চালু করা, উন্নয়ন সহযোগি ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব ইত্যাদি। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের জন্য চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহের মধ্যে রয়েছে - ব্যক্তিখাতের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতা, আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের সর্বশেষ তথ্য না থাকা, প্রযুক্তি বান্ধব প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণে পিছিয়ে থাকা, বাজার সম্প্রসারণে উদ্যোগের অভাব ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় অগ্রগামী করে গড়ে তুলে তাদের সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত করা যেতে পারে। এ জন্য ব্যবহারিক শিক্ষায় সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা জরুরি। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে জনশক্তি তৈরি করতে হলে এবং তাদের আন্তর্জাতিক শ্রম-বাজার উপযোগি করে গড়ে তুলতে হলে আন্তর্জাতিক শ্রম-বাজার সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোই কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য হতে পারে। স্থানীয় শ্রম-বাজারে প্রশিক্ষণার্থীদের কর্ম উপযোগি করতে হলে দেশিয় শিল্প উদ্যোক্তাদের সাথে পরামর্শ করে তাদের চাহিদার নিরীখে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুললে প্রকল্পের উদ্দেশ্য পালনে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। যেসব অঞ্চলে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে সেসব এলাকায় প্রয়োজনে প্রণোদনা দিয়ে হলেও নতুন শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা যেতে পারে, যাতে প্রশিক্ষিত তরুণ-যুবদের জন্য নিজ এলাকায় কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এছাড়া ইন্টার্নশীপ ব্যবস্থা প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক শিক্ষাকে আরো দক্ষ, কার্যকর ও শাণিত করবে যা তাদের চাকুরী কিংবা স্ব-কর্মে নিয়োজিত হতে সহায়ক হবে। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে সুদক্ষ প্রশিক্ষক এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারিগরি কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষকদের দেশে-বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সর্বোপরি, কারিগরি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার দর্শন ধীরে ধীরে বদলে ক্যারিয়ারমুখী কারিগরি শিক্ষার দিকে অগ্রসর হবার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

চুড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছে। তবে প্রশিক্ষণের সাথে কাজের সংযোগ স্থাপন না হওয়ায় স্বল্পমুল্যে কিংবা বিনামূল্যে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ও তরুণ-যুবদের উল্লেখযোগ্যভাবে আকৃষ্ট করতে পারছে না। উৎপাদনশীল সমাজ বিনির্মাণে কর্মমুখী শিক্ষা কিংবা প্রশিক্ষণের যেমন বিকল্প নেই তেমনি পরিবর্তিত প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানীতে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের চাইতে এগিয়ে থাকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যুব সমাজের দক্ষতা বিকাশ এবং তাদের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য প্রদত্ত সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করে বাস্তবায়নের আশু পদক্ষেপ নেয়াই সময়ের দাবী।

শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms)

APP	Annual Procument Plan
BoQ	Bill of Quantity
CPTU	Central Procurement Technical Unit
CTE	Career and Techncial Education
DPD	Deputy Project Director
DPM	Direct Pruchasing Method
DPP	Development Project Proposal
ECNEC	Executive Committee of National Economic Council
EOI	Expression of Interest
FBS	Fixed Budget Selection
FGD	Focus Group Discussion
FI	Field Investigator
FS	Field Supervisor
GCC	General Conditions of Contract
GoB	Government of Bangladesh
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	Key Informant Interview
LS	Lumpsum
LTM	Limited Tendering Method
M&E	Monitoring and Evaluation
NGO	Non-Government Organization
NTVQF	National Technical and Vocational Qualification Framework
O&M	Operation and Maintenance
OTM	Open Tendering Method
PD	Project Director
PEC	Project Evaluation Committee
PPA	Public Procurement Act
PPR	Public Procurement Rule
RDPP	Revised Development Project Proposal
RFP	Request for Proposal
RFQ	Request for Quotation
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
ToC	Table of Content
ToR	Terms of Reference

শব্দকোষ (Glossary)

কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)	বাংলাদেশে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বলতে এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সুবিধা বোঝায় যা ব্যক্তিদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এই কেন্দ্রগুলো শিক্ষার্থীদেরকে নির্দিষ্ট ব্যবসা বা পেশায় ব্যবহারিক দক্ষতা এবং জ্ঞান বৃদ্ধির উপর ফোকাস করে, তাদের বিভিন্ন শিল্পে ক্যারিয়ার গড়তে সক্ষম করে। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো সাধারণত প্রযুক্তি, বৈদ্যুতিক কাজ, ওয়েল্ডিং, কম্পিউটার প্রযুক্তি, রেফ্রিজারেশন এবং এয়ার কন্ডিশনার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কোর্স এবং প্রোগ্রাম অফার করে। এই কেন্দ্রগুলোর লক্ষ্য হল একটি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা যা চাকরির বাজারের চাহিদা পূরণ করে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে।
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (MoEWOE) যার প্রাথমিক দায়িত্ব হল বাংলাদেশী প্রবাসী শ্রমিকদের চাহিদা ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিষয়গুলো তত্ত্বাবধান করা। মন্ত্রণালয় বিদেশে বাংলাদেশি শ্রমিকদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা, তাদের নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে এবং তাদের কল্যাণে প্রচারে কাজ করে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অভিবাসী কর্মীদের জন্য প্রি-ডিপারচার ট্রেনিং, রিক্রুটিং এজেন্সি পর্যবেক্ষণ, দুর্দশাগ্রস্ত অভিবাসী কর্মীদের সহায়তা প্রদান এবং প্রত্যাবর্তিত অভিবাসীদের পুনঃএকত্রীকরণ পরিচালনাসহ বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক পরিচালনা করে। বিদেশী কর্মসংস্থান প্রক্রিয়া সহজতর করতে এবং বিদেশে বাংলাদেশী শ্রমিকদের মঙ্গল নিশ্চিত করতে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে মন্ত্রণালয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET)	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো বাংলাদেশের একটি সরকারি সংস্থা যা প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে। বিএমইটি বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য বিদেশী কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে।
প্রভাব মূল্যায়ন	প্রভাব মূল্যায়ন হল একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া যা একটি প্রোগ্রাম বা প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়। এর উদ্দেশ্য হল প্রকল্পের উদ্দেশ্য, ফলাফল ও লক্ষ্যগুলো কতটা অর্জিত হয়েছে তা পরিমাপ করা এবং পর্যবেক্ষণ করা; তা'ছাড়া পরিবর্তনগুলোর মধ্যে একটি কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করাও প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্য।
ক্রয় পরিকল্পনা	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি ২০০৮ অনুসারে সকল উন্নয়ন প্রকল্পে বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অর্থ ছাড় করা হবে।
প্রাক-বহির্গমণ প্রশিক্ষণ	বিদেশগামী সকল দক্ষ ও অদক্ষ কর্মীর জন্য প্রাক-বহির্গমণ প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণে বিমান ভ্রমণের নিয়ম, বিদেশে গিয়ে করণীয়, চাকুরী ক্ষেত্রে সমস্যা হলে করণীয়, সাধারণ শিষ্টাচার এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যাতে বিদেশগামীদের যাত্রা ঝামেলামুক্ত হয়। বিএমইটি এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে।

লগফ্রেম	প্রকল্প ব্যবস্থাপনার একটি অত্যাবশ্যকীয় অংগ যেখানে প্রকল্পের সার্বিক চিত্র পাওয়া যাবে অর্থাৎ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, সম্ভাব্য অর্জন এবং এসব অর্জন কিভাবে চিহ্নিত করা যাবে তার নির্দেশনা থাকে।
টেকসই পরিকল্পনা	প্রকল্প প্রণয়ন কালে প্রকল্পের মেয়াদান্তে, প্রকল্পের দায়িত্ব কে নেবে, কিভাবে েএ দায়িত্ব হস্তান্তরিত হবে এসব বর্ণিত থাকবে। টেকসই পরিকল্পনা সঠিকভাবে প্রণীত হলে প্রকল্পে নের্তৃত্ব বদল হলেও প্রকল্প মূষেড়ে পড়ে না।
পিপিআর ২০০৮	বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ক্রয় কাজে শৃংখলা, জবাবদিহীতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য সরকার পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (পিপিআর) ২০০৮ কার্যকর করেছেন। এ বিধিমালা আসলে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন (পিপিএ ২০০৬) এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্যই প্রণয়ন কর হয়েছে।
সোলার প্যানেল	সৌর শক্তি ব্যবহার করে বিকল্প উৎস থেকে জ্বালানীর ব্যবহারকে উৎসাহিত করতেই সরকারি, আধা-সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন ভবনে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হচ্ছে। সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগিরা শুরুতে এ কাজে সহায়তা দিয়েছেন। এখন রাষ্ট্রীয় খরচে নির্মিত সকল স্থাপনাতেই সোলার প্যানেলের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে যাতে উৎপাদিত সৌর বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়ে সবার প্রয়োজনে আসে। এতে জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর চাপ কমবে।
রেইন ওয়াটার হারেভষ্টিং	সবচেয়ে নিরাপদ পানি হচ্ছে বৃষ্টির পানি। এ পানি সংরক্ষণ করা গেলে অনেক প্রয়োজনে এ পানি ব্যবহার করা যাবে। নিয়মিত এ পানি সংরক্ষণ করা গেলে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে অবদান রাখবে।
কোবো টুল বক্স (Kobo Toolbox)	Kobo Toolbox ডেটা সংগ্রহের জন্য বিনামূল্যের একটি ওপেন সোর্স মোবাইল/ট্যাবলেট-ভিত্তিক সফটওয়্যার / টুল। এর মাধ্যমে মোবাইল ফোন বা ট্যাবলেটের মতো ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের পাশাপাশি কাগজ বা কম্পিউটার ব্যবহার করে মাঠ পর্যায়ে ডেটা সংগ্রহ করা যায়। বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রাথমিক সংখ্যাগত তথ্য এ পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১.১ প্রকল্পের পটভূমি:

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (MoEWOE) জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET) এর অধীনে "বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি বাংলাদেশের দক্ষ কর্মীর অভাব মেটানোর লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ সরকার দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরো গতিশীল করা লক্ষ্যে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের ওপর জোর দিচ্ছে। বিভিন্ন খাতে দক্ষ শ্রমিকের ঘাটতি মেটাতে, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রকল্পটি শুরু করে।

যুবদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের কর্মসংস্থানের উন্নতির জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। কেন্দ্রগুলো ইলেকট্রনিক্স, ওয়েল্ডিং, অটোমোবাইল মেকানিক্স, নদীর গভীরতা নির্ণয় এবং আতিথেয়তাসহ বিভিন্ন ব্যবসায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে। স্থানীয় শিল্প এবং নিয়োগ কর্তাদের চাহিদা মেটানোর উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলো সাজানো হয়েছে।

প্রকল্পটি প্রথম ১০০টি কারিগরি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে প্রস্তাব করা হয়েছিল কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে ৩০টিতে নামিয়ে আনা হয়েছিল। প্রকল্পটির লক্ষ্য ছিল দেশের যুবদের, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর, তাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা যা তাদের বিভিন্ন শিল্পে কর্মসংস্থান নিশ্চিতে সহায়তা করবে। কারিগরি কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠার ফলে বিদেশী কর্মীদের উপর দেশের নির্ভরতা কমাতে এবং শ্রমবাজারে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বাড়াতে অবদান রাখবে বলে আশা করা হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে, প্রকল্পটির লক্ষ্য একটি দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা যা দেশের অর্থনীতির জন্য সম্পদ বৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখবে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

০১	প্রকল্পের নাম	:	বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)
০২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
০৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)
০৪	বাস্তবায়ন কাল	:	০১/০৭/২০১০ থেকে ৩০/০৬/২০১৯
০৫	প্রকল্প এলাকা	:	মানিকগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, শেরপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, বাহ্মণবাড়িয়া, ফেনী, নীলফামারী, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, নওগাঁ, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, নড়াইল, মাগুরা, ভোলা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার জেলা।
০৬	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বৈদেশিক শ্রম বাজারের চাহিদা মেটাতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার যুবক-যুবতী ও নারীদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- বিদেশী শ্রম বাজারের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করা;
- সর্বনিম্ন খরচ এবং সময়ের মধ্যে অপ্রশিক্ষি জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষিত জনশক্তিতে রূপান্তর করা;
- দক্ষ জনশক্তি সরবরাহের মাধ্যমে শিল্প উৎপাদন ক্ষমতার উন্নয়ন; এবং
- সারা দেশে কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং এর প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা।

১.৩ প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্য:

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (BMET), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (MoEWOE) এর অধীনে বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি কেন্দ্র স্থাপনের প্রভাব মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হল:

- যে সকল জেলায় কারিগরি কেন্দ্রগুলো স্থাপন করেছে সেখানে কর্মসংস্থান পরিস্থিতির উপর এই কেন্দ্রগুলোর প্রভাব মূল্যায়ন। এই কারিগরি কেন্দ্রগুলো দেশের জনশক্তি সৃষ্টিতে এবং নতুন চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টিতে অবদান রাখছে কিনা তা চিহ্নিত করা;
- কারিগরি কেন্দ্রে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা। এই প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলো দেশের শ্রম বাজারের চাহিদা পূরণ করছে কিনা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের শ্রমশক্তিতে রুপান্তরিত করছে কিনা তা চিহ্নিত করা ও প্রভাব মূল্যায়ন করা;
- এই কেন্দ্রগুলোর শক্তি এবং দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করা এবং তাদের কার্যকলাপগুলোকে আরো উন্নত করার উপায়গুলো সুপারিশ করা;
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই প্রযুক্তি কেন্দ্রগুলোর প্রভাব মূল্যায়ন করা যেখানে এই কেন্দ্র স্থাপনের ফলে স্থানীয় অর্থনীতিতে কোন ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে কিনা কিংবা দারিদ্র্য হ্রাসে অবদান রেখেছে কিনা তা তুলে ধরা;
- কারিগরি কেন্দ্রগুলোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা। মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মান উন্নয়ন, কেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আরও নতুন নতুন জেলায় এই প্রকল্প সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা; এবং
- সামগ্রিকভাবে, প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্য হলো কিভাবে কারিগরি কেন্দ্রগুলোর কার্যকারিতা দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে সে বিষয়ে MoEWOE-কে প্রমাণ-ভিত্তিক সুপারিশ প্রদান করা।

১.৪ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ৫৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়;
- ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিটিতে ৪ তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ৩ তলা বিশিষ্ট অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ এর বাসভবন নির্মাণ, প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার জন্য ৪তলা বিশিষ্ট ডরমিটরি ভবন নির্মাণ সংশ্লিষ্ট ২১৫৫৯২ বর্গমিটার পূর্ত কাজ;
- সাইট ইমপ্রুভমেন্ট (২৮৯৩৪৭ আরএম);
- ৮৪২৪ বর্গমিটার বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ; এবং
- রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং এবং সোলার প্যানেল স্থাপন ইত্যাদি।

১.৫ অর্থায়নের ধরণ, উৎস, ও প্রকল্প ব্যয়:

				(লক্ষ টাকায়)
		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	প্রকৃত ব্যয়
(ক) মোট	:	৬৯৮১৬.৭৬	৮২৫৭১.৭৩	৮০,১৭৪.১৬
(খ) জিওবি	:	৬৯৮১৬.৭৬	৮২৫৭১.৭৩	৮০,১৭৪.১৬
(গ) উদ্বৃত্ত	:			২,৩৯৭.৫৭

এ প্রকল্পে কোন বৈদেশিক উৎস থেকে অর্থায়ন হয়নি।

১.৬ অনুমোদন ও বাস্তবায়নকাল

- মূল ডিপিপি অনুমোদনঃ ২৪/০৮/২০১০ খ্রিঃ
- প্রথম সংশোধনঃ প্রথম সংশোধন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণারয়ের মানানীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়- ২৯/০৬/২০১৪ খ্রিঃ
- দ্বিতীয় সংশোধনঃ দ্বিতীয় সংশোধন একনেক কর্তৃক অনমোদিত হয়-১৯/০১/২০১৪ খ্রিঃ

মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	প্রকৃত বাস্তবায়ন মেয়াদ
০১/০৭/২০১০থেকে ৩০/০৬/২০১২	**০১/০৭/২০১০ থেকে ৩১/১২/২০১৫**	**০১/০৭/২০১০ থেকে ৩০/০৬/২০১৯**

প্রকল্প সংশোধনের কারণঃ

১। ভূমি অধিগ্রহণ না হওয়ায় কক্সবাজার, হবিগঞ্জ ও গাজীপুর জেলা বাদ দিয়ে মূল ডিপিপি সংশোধিত হয় এবং সংশোধিত ডিপপি'র আওতায় প্রকল্পের অধীনে ২৭টি জেলায় ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

২। মূল ডিপিপিতে পুর্ত কাজের প্রাক্কলন করা হয়েছিল গণপূর্ত বিভাগের ২০০৮ সালের রেট শিডিউল (Schedule of rates-SOR) এর উপর ভিত্তি করে। নির্মাণ সামগ্রী ও শ্রমমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১১ সালে SOR পূণ:নির্ধারিত হয়। ফলে ডিপিপি সয়শোধনের প্রয়োজন পড়ে। দেখা যায় যে, দ্বিতীয় সংশোধনীতে পূর্ত কাজের মূল্য প্রথম সংশোধনীর তুলনায় প্রায় ১৫.৯৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

আরো দেখা যায় যে, উপকুলীয় ও জলাবদ্ধ এলাকায় মাটির ধারণ ক্ষমতা কম বলে সেখানে অতিরিক্ত পাইলিং করতে হয়েছে। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে পুর্ত কাজের খরচ ৩৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

১: প্রধান প্রধান অঙ্গের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ৭.

প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আর্থিক অগ্রগতি: ২৩৯৫১.২৬ (৯৭.০৯%), বাস্তব অগ্রগতি: ৯৯%।

১.৮ প্রভাব মূল্যায়নের নির্দেশকসমূহ:

➢ **প্রকল্পের ইনপুটের (Input) নির্দেশকসমূহ-**

১. বেতন-ভাতাদি;
২. কারিগরি কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম;
৩. মোটর সাইকেল, জীপ গাড়ী ওযন্ত্রপাতি;
৪. সরবরাহ ও সেবা;
৫. মেরামত, সংরক্ষণ ইত্যাদি;

- **প্রকল্পের কার্যক্রমের (Activities) নির্দেশকসমূহ-**

১. সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হওয়া;

২. টিম mobilization ঠিকমত হওয়া;

৩. প্রকল্পের কার্যক্রমের অর্থ সময়মত ছাড় হওয়া;

- **প্রকল্পের আউটপুটের (Output) নির্দেশকসমূহ-**

১. প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের প্রভাব দৃশ্যমান হওয়া;

২. প্রকল্পের যে সকল কার্যক্রমগুলো নেয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা উন্মোচিত হওয়া;

৩. প্রকল্পের কাজের প্রভাব দৃশ্যমান হওয়া;

- **প্রকল্পের দক্ষতার (Efficiency) নির্দেশকসমূহ-**

১. পণ্য সংগ্রহ ও সেবা কার্যক্রমে সরকারি ক্রয় আইনম (পিপিএ-২০০৬) এবং সরকারি ক্রয় বিধিমালা (পিপিআর-২০০৮) প্রতিপালন করা হয়েছিল কিনা?

২. প্রকল্পের অডিট ও মনিটরিং নিয়মিত করা হয়েছিল কিনা?

৩.যথা সময়ে বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন হয়েছিল কিনা?

- **প্রকল্পের কার্যকারিতার (Effectiveness)নির্দেশকসমূহ-**

১. লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ফলাফল অর্জিত হয়েছে কিনা?

২. প্রকল্পের আউটপুট কি আউটকামকে প্রভাবিত করেছে?

- **প্রকল্পের যৌক্তিকতার (Relevance) নির্দেশকসমূহ-**

১. প্রকল্পের ফলাফল ও প্রভাব আর্থ-সামাজিক অবস্থার কোন পরিবর্তন সাধন করতে পেরেছে কি?

১.৯ লগ ফ্রেম

দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (Log Frame) ২০১০ সালে জুন মাসে প্রণীত হয়েছে। প্রকল্প দু'বার সংশোধিত হলেও লগফ্রেমে পরিবর্তন সাধিত হয়নি। নিচে প্রকল্পের লগ ফ্রেম ও এর বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হলো।

বর্ণনামূলক সারাংশ (Narrative Summary)	লক্ষ্য অর্জনের যাচাইযোগ্য সূচক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ (Important Assumptions)
কর্মসূচির মূল লক্ষ্য শিল্পে ক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে দক্ষ কর্মীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানে বিভিন্ন জেলায় ৩০ (ত্রিশ) টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার উপেযোগি কর্ম দক্ষতা প্রদান করা		বেকারদের জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ
প্রকল্পের উদ্দেশ্য বিভিন্ন জেলায় ৩০ (ত্রিশ) টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	যথাসময়ে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা	প্রদত্ত মান অনুসরণ নিশ্চিত করতে • প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন এবং • মাঠ পরিদর্শন	• দক্ষ কর্মী ব্যবস্থাপনা • যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য পণ্য ক্রয়ে দীর্ঘসূত্রিতা না থাকা
আউটপুটস বিভিন্ন জেলায় ৩০ (ত্রিশ) টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের ফলে বছরে ৩৭.২৮০ জন প্রশিক্ষিত হবে	৩০ (ত্রিশ) টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ ও প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি সরবরাহ	• অবকাঠামোর অনুমোদিত অংকন ও নকশা • নির্মাণ কাজের পরিবীক্ষণ ও তদারকি	যথাসময়ে পদ সৃজন এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ
ইনপুটস • সরকারের পক্ষ থেকে ৮২৫.৭১ কোটি টাকা প্রদান • প্রশিক্ষণ ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ • প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও ফার্ণিচার প্রদান	**মন্ত্রণালয়** • প্রকল্পের পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা **গণ পূর্ত বিভাগ** • পূর্ত কাজ সম্পন্ন করা **বিএমইটি** • প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, ফার্ণিচার ও জনবল প্রদান করা	• প্রকল্প প্রতিবেদন • স্টাফ পারফরমেন্স রিপোর্ট	• যথাসময়ে অর্থ ছাড়করণ • ক্রয় সংক্রান্ত এবং অন্যান্য আদেশ যথাসময়ে উপস্থাপন

যে কোন প্রকল্পের লগ ফ্রেম প্রকল্প বাস্তবায়ন একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ। প্রকল্প নকশা প্রণয়নকালে সাধারণতঃ এটি তৈরি করা হয়ে থাকে। প্রায়শই দেখা যায় যে, প্রকল্প উন্নয়ন কালে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্প ধারনায় পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্পটি কোন বিষয়ে অবদান রাখবে কিংবা কোন বিশেষ সমস্যা বা সীমাবদ্ধতার সমাধান এ প্রকল্পের মাধ্যমে হবে এটি অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন অংশীজনের মতামতে পরিবর্তিত হতে পারে। তাই এসব পরিবর্তন প্রকল্পের লগফ্রেমে অন্তর্ভূক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

লগফ্রেমটি ২০১০ সালে জুন মাসে একটি প্রণীত হয়েছ এবং উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (DPP) এর একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। প্রকল্পের লগফ্রেম এর বিষয়ে মূল্যায়ন দলের পর্যালোচনার ফলাফল নিম্নরূপঃ

১। ডিপিপি উপস্থাপনের সময় অতি দ্রুত সময়ে এটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

২। ডিপিপি মোট দু'বার সংশোধিত হলেও প্রকল্পের লগফ্রেমে এ পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগেনি, অথবা লগফ্রেমের পরিবর্তন ডিপিপি সংশোধনের ক্ষেত্রে জরূরি ছিলনা।

৩। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য বা goal এর বিপরীতে যে অনুমান বা assumption উল্লেখ করা হযেছে, তা লাগসই হয়নি বলেই ধরে নেয়া যায়।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ৩০টি টিটিসি (চুড়ান্ত বিচারে ২৭টি) স্থাপন; অর্থাৎ টিটিসিসমূহ স্থাপিত হলেই প্রকল্প সফল বলে গণ্য হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আর প্রাপ্ত অন্যান্য সুবিধাসমূহকে সমান্তরাল সুবিধা (collateral benefit) হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে, যেমন, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণ শেষে বিদেশে কাজ করতে যাওয়া ইত্যাদি। তাই লগফ্রেমে আউটপুট হিসেবে এ বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়নি। তাই এসব তথ্য সংরক্ষণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান খুব গুরুত্বের সাথে নেয়নি বলেই প্রতীয়মান হয়েছে।

৫। প্রকৃতপক্ষে, প্রকল্পের পরিকল্পিত আউটপুট সফলভাবে অর্জন করলেই এটিকে সফল প্রকল্প বলা যাবে না বরং প্রকল্পটি প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জন অর্থাৎ দেশে কিংবা বিদেশে ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা পূরণে দক্ষ কর্মী তৈরিতে কার্যকারিতার প্রমাণ রাখতে পারলেই এটিকে সত্যিকার অর্থে সফল বলা যেতে পারে।

৬। লগফ্রেমে কিংবা প্রকল্পের পরিবীক্ষণ কাজে স্মার্ট (SMART) সূচকে প্রকল্পের অগ্রগতি কিংবা সাফল্য পরিমাপে সহায়তা করে থাক। এ প্রকল্পের লগফ্রেমের সূচকগুলো 'কি', 'কখন', 'কতটি' বা 'কতোবার' এ প্রশ্নগলোর উত্তর দেয়ার মতো করে প্রণয়ন করলে সত্যিকার অর্থে স্মার্ট হতে পারতো।

৭। লগফ্রেমে বিকল্প সূচক (proxy indicator) এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়নি। বিকল্প সূচক অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে বেশ সহায়তা করে বিশেষ করে যেখানে গুণগত তথ্যের প্রয়োজন হয়। তবে বিকল্প সূচক না থাকা মোটেই দুষণীয় কিছু নয়।

৮। প্রকল্পটি কতোটা দক্ষ (efficiently) ও কার্যকর (effectively) ভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এ বিষয়ে কোন সরাসরি কিংবা বিকল্প সূচক লগফ্রেমে দেখা যায়নি। থাকলে রাষ্ট্রীয় দপ্তর হিসেবে যদি কোন বিষয়ে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করা সংবেদনশীল মনে হলে বিকল্প সূচক ব্যবহার করে সেটি করা সম্ভব হতে পারতো।

প্রকল্পটি রাজস্ব কিংবা উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থে বাস্তবায়ত হোক না কেন প্রকল্পের যথার্থ লগফ্রেম থাকা বাঞ্ছনীয়। এতে দায়িত্ব প্রাপ্ত দপ্তর কিংবা কর্মকর্তাগণ যেমনি নিয়মিত তদারকি এবং পরিবীক্ষণ কাজ সহজে করতে সক্ষম তেমনি প্রকল্পের নির্মাণ ও অন্যান্য কাজের গুণগত মানের উন্নতি হবে এবং জবাবদিহীতাও নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যায়।

টেকসই পরিকল্পনা (Sustainability Plan)

এ প্রকল্পের টেকসই পরিকল্পনার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়নি কিংবা কোন প্রকার প্রস্থান পরিকল্পনাও (exit plan) দেখা যায়নি। তবে সাধরণভাবে এটি ধরে নেয়া হয় যে, জাতিগঠনমূলক এসব প্রকল্প উদ্যোগি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ন্যস্ত হবে এবং প্রকল্প সমাপনান্তে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অপারেশন ও মেইনটেন্সের কাজটি তাদের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের পরিচালন পদ্ধতি (Methodology)

২.১ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান অনামিকা কনসালট্যান্টস্ একটি পেশাদারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর সেক্টর ৫ এর অধীনে আলোচ্য বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দরপত্র আহবানে সাড়া দিয়ে প্রতিযোগগিমূলক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অনামিকা কনসালট্যান্টস্ সংশ্লিষ্ট কমিটির মূল্যায়নে সফল দরদাতা হিসেবে কার্যাদেশ লাভ করে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আইএমইডি এর সকল প্রশাসনিক বিধি মেনে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

২.২ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি:

প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আইএমইডি'র Terms of Reference (ToR) অনুসারে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি নিম্নরূপ-

০১. প্রকল্পের বিবরণ (প্রকল্পের পটভূমি,উদ্দেশ্য,অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

০২. প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে সমীক্ষা করা হয়েছিল কিনা এ বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

০৩. প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থ বছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় এবং সার্বিক ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ,সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

০৪. ডিপিপি/আরডিপিপি ও লগফ্রেমের আলোকে output, outcome ও impact পর্যায়ে অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

০৫. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবার ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লেখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন হয়েছে কিনা, ক্রয় কার্যক্রমের প্যাকেজসমূহ ভাঙ্গা হয়েছে কিনা, ভাঙ্গা হলে তার কারণ যাচাই এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে হয়েছে কিনা, সে বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

০৬. প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ঠ সুবিধাদি (পণ্য, কার্য ও সেবা) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

০৭. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BoQ/ToR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করেছে কিনা সে বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

০৮. প্রকল্পের ঝুকিঁ অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্বের, ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

০৯. প্রকল্পের শুরু হতে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে কিনা তা পরীক্ষা করা এবং পরিকল্পনার সাথে ব্যত্যয় ঘটলে তা চিহ্নিত করে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিকারের জন্য সুপারিশ প্রদান;

১০. প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয় স্থানীয় / আলোকে পর্যালোচনা করা (যদি থাকে) এবং বেজলাইন সার্ভের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) তথ্যে;

১১. পরার্শক প্রতিষ্ঠান যে সব FGD, KII-সহ সরেজমিন পরিদর্শন সম্পন্ন করবেন তার একটি ভিডিও (নূন্যতম ৩০ মিনিটের) প্রমাণক হিসেবে আবশ্যিকভাবে জাতীয় কর্মশালার পূর্বে আইএমইডি'তে দাখিল করতে হবে;

১২. প্রকল্পের BCRও IRR অর্জন ও পর্যবেক্ষণ;

১৩. প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) হয়েছে কিনা সে বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১৪. প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সুবিধাদি পরিচালনা সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসহ বিষয়ক ও সৃষ্ট, বাস্তবায়ন পদ্ধতি , ইত্যাদির SWOT ANALYSIS;

১৫. উল্লিখিত পর্যালোচনা ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ;

১৬. প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;এবং

১৭. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

২.৩ সমীক্ষার ডিজাইন:

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বর্তমান গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের জন্য গুণগত (Qualitative) এবং পরিমাণগত (Quantitative) উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। পরিমাণগত পদ্ধতির অধীনে একটি জরিপ (Survey) পরিচালিত হয়েছে এবং গুণগত পদ্ধতির অধীনে প্রধান তথ্যদাতার সাক্ষাতকার (Key Informant Interview) গ্রহণ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (Focus Group Discussion), কেস স্টাডি (Case Study) সংগ্রহ এবং মাঠ পর্যবেক্ষণ (Field Observation) করেছে। এই গবেষণা কর্মের প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তসমূহ প্রাথমিক (Primary) এবং গৌণ (Secondary) উভয় উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়। এই প্রকল্পের অঙ্গ এবং ফলাফলসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণার জন্য প্রয়োজনীয় সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review) করেছে। সাক্ষাতকার এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনার (এফজিডি) জন্য উত্তরদাতাদের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। তদুপরি, গবেষণা পদ্ধতিটি যথা সম্ভব নারী-বান্ধব এবং অংশগ্রহণমূলক হয়েছে।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে প্রকল্পের আউটপুট, আউটকাম এবং ইমপ্যাক্ট লেবেল এই প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাধ্যমে তুলে ধরবেন। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য প্রাইমারি (primary) ও সেকেন্ডারি (secondary) উভয় ধরণের তথ্য/উপাত্তই ব্যবহার করেছে। সেজন্য আইএমইডি থেকে সরবরাহকৃত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন/নথিপত্র যেমন, ডিপিপি (DPP), আরডিপিপি RDPP, পিসিআর (PCR) ইত্যাদি সেকেন্ডারি তথ্য-উপাত্তের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রত্যাশিত প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য নমুনা জরিপ চালানো হয়েছে। এ জন্য যথাযথ নমুনা নকশা এবং সমীক্ষা উপকরণ (প্রশ্নপত্র) কাজে লাগানো হয়েছে। তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করার মতো উপাত্ত যদি থাকে তা ব্যবহার করেছে। মাঠ পর্যায়ের সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং সে অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজগুলো বাস্তবায়ন করেছে। প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালন পদ্ধতি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

- প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য বিভিন্ন তথ্যাদি পর্যালোচনা করা;
- ডিপিপি/আরডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনা করা;
- টার্গেট গ্রুপ, উত্তরদাতা, তথ্যসংগ্রহের পদ্ধতি, প্রারম্ভিক প্রতিবেদন তৈরী করা এবং তা আইএমইডির সাথে শেয়ার করা;
- তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি চূড়ান্ত করা;
- তথ্য সংগ্রাহক নিয়োগ করা;
- তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- প্রশ্নাবলী যাচাই করার জন্য প্রি-টেস্ট করা;
- প্রত্যক্ষ উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা;
- দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীঃ সুবিধাভোগী, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী, জন প্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, উপকারভোগী দল ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনগন ও এনজিও কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করা;
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা;
- তথ্য সংগ্রহ এবং সুপারভিশন করা;
- তথ্য বিশ্লেষণ করা;
- তথ্য সংগ্রহ করার সময় স্টেকহোল্ডার এবং সুবিধাভোগীদের সঙ্গে প্রকল্প এলাকার মধ্যে একটি স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা;
- খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করা এবং তা টেকনিক্যাল কমিটির সভায় আলোচনার জন্য উপস্থাপন করা;
- টেকনিক্যাল কমিটির নির্দেশনার আলোকে খসড়া প্রতিবেদন সমীক্ষার তত্ত্বাবধান কমিটির সভায় আলোচনার জন্য উপস্থাপন করা;
- সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির নির্দেশনার আলোকে একটি চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করা এবং জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা;

- কর্মশালায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করা এবং কর্মশালা হতে প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা;
- টেকনিক্যাল কমিটি, সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটি ও কর্মশালার জন্য রিপোর্টের প্রয়োজনীয় কপি সরবরাহ করা;
- চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি ৪০ কপি বাংলায় এবং ২০ কপি ইংরেজিতে জমা; এবং
- অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্য কোন সংশ্লিষ্ট /নির্ধারিত কাজ করা।

২.৪ প্রকল্প এলাকা:

বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্পটি বাংলাদেশের ২৭টি জেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্প এলাকার তালিকা নিম্নে যুক্ত করা হলো-

সারণি ১: প্রকল্প এলাকা

বিভাগের নাম	ক্রমিক	জেলার নাম
ঢাকা	০১	মানিকগঞ্জ
	০২	কিশোরগঞ্জ
	০৩	রাজবাড়ী
	০৪	গোপালগঞ্জ
	০৫	মাদারীপুর
	০৬	শরীয়তপুর
চট্টগ্রাম	০৭	বি-বাড়িয়া
	০৮	ফেনী
রংপুর	০৯	নীলফামারী
	১০	গাইবান্ধা
	১১	কুড়িগ্রাম
	১২	পঞ্চগড়
রাজশাহী	১৩	জয়পুরহাট
	১৪	নওগাঁ
খুলনা	১৫	সাতক্ষীরা
	১৬	চুয়াডাঙ্গা
	১৭	মেহেরপুর
	১৮	নড়াইল
	১৯	মাগুরা
বরিশাল	২০	ভোলা
	২১	পিরোজপুর
	২২	ঝালকাঠি
	২৩	বরগুনা
সিলেট	২৪	সুনামগঞ্জ
	২৫	মৌলভীবাজার
ময়মনসিংহ	২৬	শেরপুর
	২৭	নেত্রকোনা
মোট: ০৮		জেলা ২৭টি

২.৫ সেকেন্ডারি তথ্যাদি পর্যালোচনা:

সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাসঙ্গিক দলিলাদি এবং প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেছে। প্রকল্পের অঙ্গ এবং ফলাফলসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণার জন্য প্রকল্প প্রতিবেদন, মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ক্রয় প্রতিবেদন (পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮অনুযায়ী), বাজেট, ডিপিপিসহ সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট/ নথি পর্যালোচনা করেছে। পর্যালোচনাটি সমীক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট ফরম্যাটে করেছে যার মধ্য দিয়ে উক্ত প্রকল্প সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেছে।

২.৬ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ:

২.৬.১ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:

সমীক্ষাটি বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের অধীনে ১৮টি জেলায় পরিচালিত হয়েছে। এ গবেষণায় লক্ষিত জনগোষ্ঠী হচ্ছে দেশের ১৮টি জেলার কর্মহীন/বেকার যুব, পুরষ ও নারী। এ গবেষণা কর্মে প্রকল্পের টার্গেট জনগোষ্ঠী বেকার নারী পুরুষের পাশাপাশি জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ১৮টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং জেলা প্রশাসক ইত্যাদির কর্মকর্তাদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছে। এছাড়া জনপ্রতিনিধি, ইউনিয়ন প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, শিক্ষক এবং ইমামদের মত সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছে। এছাড়াও প্রকল্পের পরিচালক ও প্রধান কর্মকর্তাগণ, মাঠ কর্মকর্তা, প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তার সাথে নিবিড় আলোচনা ও পরামর্শমূলক বৈঠক করেছে। তথ্য সংগ্রহের সময় অংশীদার এবং সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা করার জন্য প্রকল্পের স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার ব্যবস্থা করেছে।

২.৬.২ এলাকা নির্বাচন:

বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্পটি বাংলাদেশের ২৭টি জেলায় বাস্তাবায়িত হয়েছে। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাটি মূলত প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের (বেকার পুরুষ ও নারী যুবক যারা চাকরি খুঁজছেন), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসকসহ প্রাসঙ্গিক স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে পরিচালিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ সভা করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের এ সমীক্ষায় ১৮টি জেলা থেকেই তথ্য সংগ্রহ করেছে।

সারণি ২: প্রভাব মূল্যায়নের গবেষণা এলাকা

বিভাগের নাম	ক্রমিক	জেলার নাম
ঢাকা	০১	মানিকগঞ্জ
	০২	কিশোরগঞ্জ
	০৩	গোপালগঞ্জ
	০৪	মাদারীপুর
চট্টগ্রাম	০৫	বি-বাড়িয়া
	০৬	ফেনী
রংপুর	০৭	নীলফামারী
	০৮	গাইবান্ধা
রাজশাহী	০৯	জয়পুরহাট
	১০	নওগাঁ
খুলনা	১১	সাতক্ষীরা
	১২	মেহেরপুর
	১৩	নড়াইল
বরিশাল	১৪	ভোলা
	১৫	ঝালকাঠি
সিলেট	১৬	সুনামগঞ্জ
	১৭	মৌলভীবাজার
ময়মনসিংহ	১৮	শেরপুর
মোট: ০৮	কেন্দ্রের সংখ্যা ১৮টি	জেলা ১৮টি

২.৭ নমুনা পদ্ধতি ও নমুনার আকার নির্ধারণ:

প্রভাব মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নমুনা সংখ্যা নির্ণয়ের জন্যে নিম্নলিখিত সূত্রটি ব্যবহার করেছে-

$$n = \frac{\hat{p}\times(1-\hat{p})\times z^2_{\frac{\alpha}{2}}\times \mathbf{deff}}{E^2}$$

যেখানে,

- n হল মূল নির্দেশকের জন্য প্রয়োজনীয় নমুনার আকার।
- $\hat{p}$ হলো নির্দিষ্ট নির্দেশকের প্রত্যাশিত কভারেজের হার। এখানে$\hat{p}$=০.৫।
- ৯৫% প্রত্যাশিত নির্ভুলতা বা অর্থবহতার মাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে $z_{\alpha/2}$ এর মান হলো ১.৯৬।
- মাল্টিস্টেজ নমুনায়নের কারণে ডিজাইন ইফেক্ট (deff) এর মান ১ ধরা হয়।
- E হল প্রান্তিক ত্রুটি (যথাযথতার সীমা) যা ৯৫% প্রত্যাশিত নির্ভুলতা বা অর্থবহতার মাত্রাতে সহনীয় এবং এ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাতে যার মান হলো ৩% (E= ০.০৩) । E-এর মান বেশি হলে নমুনার আকার কম হয়েছে এবংE-এর মান কম হলে নমুনার আকার বেশি হয়েছে।

উপরোক্ত মানসমূহের দ্বারা প্রাপ্ত নমুনার আকার হলঃ

$$n = \frac{0.5\times(1-0.5)\times(1.96)^2\times 1}{(0.03)^2} = 1067.11$$

সুতরাং, সূত্রানুসারে তথ্য দাতার সংখ্যা হয়েছে ১০৬৭টি।

Multistage নমুনায়ন পদ্ধতিতে সমীক্ষার নমুনায়নের ধাপসমূহ নিম্নরূপ-

ধাপ-১	:	বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ১৮টি কারিগরি কেন্দ্রের যুব বেকার পুরুষ ও নারীদের নিয়ে এ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা করেছে। দেশের ১৮টি জেলায় ১৮টি কারিগরি কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত যুব বেকার পুরুষ ও নারীদর নিকট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছে।
ধাপ-২	:	প্রথম পর্যায়ে, বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের অধীনে ১৮টি জেলা থেকে প্রকল্পের টার্গেট শ্রেণি হিসেবে বেকার পুরুষ ও নারী যুবদের পরিবারকে (সুফলভোগী) নির্বাচন করেছে।
ধাপ-৩	:	দ্বিতীয় পর্যায়ে, ১৮টি জেলা থেকে মোট ১৮টি কারিগরি কেন্দ্র নির্বাচন করেছে। এভাবে প্রতিটি জেলা এলাকা থেকে একটি করে কারিগরি কেন্দ্র নির্বাচন করেছে।
ধাপ-৪	:	তৃতীয় পর্যায়ে, যেহেতু নমুনার আকার ১০৬৭টি, তাই প্রতিটি টেকনিক্যাল ট্রেইনিং সেন্টার (TTC) থেকে শিক্ষার্থী/পরিবারের প্রয়োজনীয় সংখ্যা হয়েছে ১০৬৭/১৮=৬০টি। কিন্তু সমীক্ষার নমুনা গনণনার সুবিধার্থে প্রতিটি জেলা থেকে ৬০টি করে নমুনা সংগ্রহ করেছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি জেলা থেকে ৬০ জন উপযুক্ত তথ্য প্রদানকারী নির্বাচন করতে হয়েছে। এভাবে মোট ১৮টি জেলা থেকে নমুনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৮০টি।

প্রভাব মূল্যায়নের সমীক্ষায় দৈবচয়ন ভিত্তিতে প্রতিটি জেলা থেকে উপযুক্ত তথ্যদাতা নির্বাচন করেছে। নিম্নে ১৮টি কারিগরি কেন্দ্র থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থী/উত্তরদাতাদের বিতরণ সারণি দেখানো হলো:

সারণি ৩: নমুনা বন্টনের তালিকা বিভাগ, জেলা, ও কারিগরি কেন্দ্রভিত্তিক উত্তরদাতার সংখ্যা

বিভাগের নাম	ক্রমিক	জেলার নাম	কারিগরি কেন্দ্রের সংখ্যা	মোট তথ্যদাতার সংখ্যা
ঢাকা	০১	মানিকগঞ্জ	০১	৬০
	০২	কিশোরগঞ্জ	০১	৬০
	০৩	গোপালগঞ্জ	০১	৬০
	০৪	মাদারীপুর	০১	৬০
চট্টগ্রাম	০৫	বি-বাড়িয়া	০১	৬০
	০৬	ফেনী	০১	৬০
রংপুর	০৭	নীলফামারী	০১	৬০
	০৮	গাইবান্ধা	০১	৬০
রাজশাহী	০৯	জয়পুরহাট	০১	৬০
	১০	নওগাঁ	০১	৬০
খুলনা	১১	সাতক্ষীরা	০১	৬০
	১২	মেহেরপুর	০১	৬০
	১৩	নড়াইল	০১	৬০
বরিশাল	১৪	ভোলা	০১	৬০
	১৫	ঝালকাঠি	০১	৬০
সিলেট	১৬	সুনামগঞ্জ	০১	৬০
	১৭	মৌলভীবাজার	০১	৬০
ময়মনসিংহ	১৮	শেরপুর	০১	৬০
মোট: বিভাগ ০৮টি		জেলা ১৮টি	কেন্দ্রের সংখ্যা ১৮টি	নমুনা ১০৮০টি

সারণি ৪: সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত উত্তরদাতাদের ধরণ ও পদ্ধতিসমূহ

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার পদ্ধতি বা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ধরন	তথ্যদাতাদের ধরন	তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম
পরিমাণগত সমীক্ষার ক্ষেত্রে		
প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে মোট ১০৮০টি সাক্ষাৎকার।	প্রতিটি কারিগরি কেন্দ্র থেকে ৬০ জন শিক্ষার্থী/ বেকার পুরুষ-নারী উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। এভাবে, ১৮টি কারিগরি কেন্দ্র থেকে মোট ১০৮০জন শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে।	কাঠামোগত বা সেমি কাঠামোগত জরিপ প্রশ্নমালা ব্যবহার করেছে।
গুণগত সমীক্ষার ক্ষেত্রে		
সাহিত্য পর্যালোচনা	৩০টি কারিগরি কেন্দ্র প্রকল্পের প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন যেমন ডিপিপি/আরডিপিপি, পিসিআরসহ প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন তথ্য সংগ্রহ করেছে। প্রকল্পের কার্যক্রমও প্রভাব সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে বিদ্যমান সকল প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করা করেছে।	সাহিত্য পর্যালোচনার জন্য তৈরিকৃত চেকলিস্ট
ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন	জনপ্রতিনিধি, সুবিধাভোগী, স্থানীয় নেতা, শিক্ষক এবং ইমামদের সাথে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) পরিচালিত হয়েছে। প্রতিটি এফজিডিতে ৮-১২ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন।	এফজিডি গাইডলাইন
প্রধান তথ্যদাতার সাক্ষাতকার	৩০টি কারিগরি কেন্দ্র থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, বিভাগ জেলা স্তরের প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে ১৫টি প্রধান তথ্য দাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে।	আধা-কাঠামোগত কেআইআই চেকলিস্ট
মাঠ পর্যবেক্ষণ	মাঠ পর্যবেক্ষণের সময়, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা প্রকল্পের অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা, সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড, সেবা গ্রহণকারীদের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করেন।	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট
কেস স্টাডি	প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের থেকে প্রাসঙ্গিক কেস স্টাডি সংগ্রহ করেছে।	কেস স্টাডি গাইডলাইন
কর্মশালা	সুবিধাভোগী মানুষ, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের প্রতিনিধি, প্রকল্প প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে কর্মশালার আয়োজন করেছে। সভায় কমপক্ষে ৫০ জন অংশগ্রহণকারী নিশ্চিত করেছে।	কর্মশালার নির্দেশিকা

২.৮ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি:

(ক) তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ:

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য ৪ জন সুপারভাইজার ও ১৬ জন তথ্য সংগ্রহকারীকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অনামিকা কনসালটেন্টস কর্তৃক নিয়োগকৃত তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে প্রস্তাবিত প্রভাব মুল্যায়ন সমীক্ষার উপর দুই দিনব্যাপী পূর্ণ কর্মদিবসের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রশিক্ষণে যেসব বিষয় অন্তর্ভূক্ত করেছে তার মধ্যে প্রধান বিষয়গুলো হলো-সমীক্ষার উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি, প্রশ্নমালা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা,দলীয় আলোচনা, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের কৌশল ইত্যাদি। তথ্য সংগ্রহকারীদের আইএমইডি থেকে প্রাপ্ত অনুরোধপত্র প্রদানপূর্বক মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছে। উল্লেখ্য যে আইএমইডি থেকে যথাযথভাবে নিয়ম মেনে অনুমোদন নেয়া হয়েছিল।

(খ) প্রকল্পের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা:

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কর্মপদ্ধতির অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উৎস থেকে সংগ্রহ করেছে। প্রাইমারি তথ্যগুলো সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে সেকেন্ডারি তথ্যগুলো সংগ্রহ করেছে। প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্যাদি, ডিপিপি/ আরডিপিপি, পিসিআর রিপোর্টসহ সামগ্রিক দলিলাদি পর্যালোচনা করেছে।

(গ) তথ্যসংগ্রহ, মান নিয়ন্ত্রণ ও মাঠ কার্যক্রম তদারকি:

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাটি পরিচালনার জন্য উত্তরদাতাদের ধরণ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নমালা ও চেকলিস্ট প্রস্তুত করা হয়। সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত চূড়ান্ত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সুপারভাইজার ও তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের মাধ্যমে নির্বাচিত নমুনাসমূহ থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন চেকলিস্ট, নমুনার আকার এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্নমালা সরবরাহ করা হয়েছিল। মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষার তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনামিকা কনসালটেন্টস কর্তৃক ১ জন মান নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তাকে নিয়োগ করা হয়। এছাড়া মূল্যায়ন সেক্টরের কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে উপস্থিত থেকে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করেছেন। সাধারণভাবে এ সমীক্ষায় নিচের বিষয়গুলো ব্যবহার করেছে:

- সেকেন্ডারি তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ;
- কাঠামোবদ্ধ ভিত্তিক প্রশ্নপত্র জরিপ;
- মূল উত্তরদাতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ;
- মুল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরির জন্য এফজিডি এবং কেআইআই'য়ের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ; এবং
- স্থানীয় কর্মশালার মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ ও জনগণের মতামত নেয়া হয়।

(ঘ) গুণগত অনুসন্ধানের জন্য নমুনায়ন

গুণগত অনুসন্ধানের অধীনে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১৮টি জেলার ১৮টি কারিগরি প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণির স্টেকহোল্ডারদের সাক্ষাতকার গ্রহণ ও দলীয় আলোচনার আয়োজন করা হয়। প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেস স্টাডি সংগ্রহ করা হয়।

(ঙ)দলীয় আলোচনা (FGD):

জনপ্রতিনিধি, সুবিধাভোগী, ইউনিয়ন প্রতিনিধি, স্থানীয়নেতা, শিক্ষক এবং ইমামদের সাথে একটি নির্দেশিকা ব্যবহার করে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) পরিচালিত হয়েছে। প্রভাব মূল্যায়নের এ সমীক্ষায় মোট ১২টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

(এফজিডি) পরিচালিত হয়েছে। প্রতিটি এফজিডিতে ৮-১২ জন সমশ্রেণির ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে পরামর্শক দলের পক্ষ থেকে একজন আলোচক/মডারেটর এবং একজন নোট সংগ্রহকারী এফজিডি পরিচালনায় নিয়োজিত ছিলেন।

(চ) প্রধান তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার:

প্রভাব মূল্যায়নের জন্য তথ্য সংগ্রহকারী দল কর্তৃক BMET, MoEWOE, ১৮টি কারিগরি কেন্দ্র এবং জেলা প্রশাসকসহ প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের সাথে মোট ১৫টি মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে। নিচের সারণিতে উত্তরদাতাদের বন্টন দেখানো হলো:

সারণি ৫: প্রধান তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার দাতার সম্ভাব্য তালিকা

ক্রমিক	উত্তরদাতার ধরন	সাক্ষাতকারদাতার সংখ্যা
১	MoEWOE এর প্রতিনিধি	১
২	জেলা প্রতিনিধি	২
৩	বিএমইটি প্রতিনিধি	২
৪	১০টি কারিগরি কেন্দ্রের প্রতিনিধি	১০
	মোট	১৫

(ছ) কেস স্টাডি:

কেস স্টাডি হল একটি গবেষণা পদ্ধতি, যা সাধারণত সামাজিক বিজ্ঞানে বেশি ব্যবহার করা হয়। কেস স্টাডি বলতে সাধারণত বুঝায় একজন ব্যক্তি, একটি গোষ্ঠী বা একটি ইউনিট সম্পর্কে একটি নিবিড় অধ্যয়ন যার মাধ্যমে সামগ্রিক বিষয়ের উপর একটা ধারণা তৈরি করা। প্রভাব মূল্যায়নের এ সমীক্ষায় কারিগরি কেন্দ্রগুলোর বিভিন্ন দিক তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে একজন উপকারভোগীর গল্প কিংবা একটি ঘটনা যা ব্যক্তির জয়, পরাজয়, উদ্যোগ, প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, কিংবা ফলাফলকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি কেস স্টাডিকে শক্তিশালী/সমৃদ্ধ খুঁটিনাটি তথ্যের আলোকে বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে।

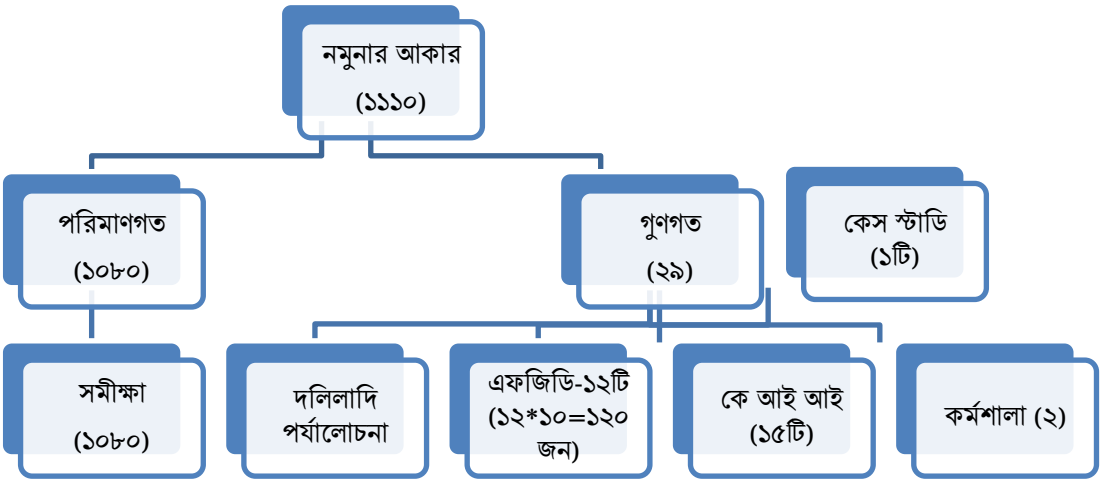

চিত্র ১: নমুনায়নের সারসংক্ষেপ

(জ) মাঠ পর্বেক্ষণ (অবকাঠামো এবং সুবিধা):

মাঠ পরিদর্শনের সময়, পরামর্শক দলের সদস্যগণ প্রকল্পের অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা, সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিদের ক্রিয়া কলাপ, সুবিধা ভোগীদের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করেছেন।

(ঝ) প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা:

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের জন্য দরপত্রের বিভিন্ন বিষয়াদি যেমন, দরপত্র আহবান, দরপত্র মূল্যায়ন, অনুমোদন পদ্ধতি, চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদিসহ ক্রয় নীতিমালা পদ্ধতি পিপিআর ২০০৮ এর নির্দেশনা অনুযায়ী করেছে কিনা তা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়।

Procurement কাজ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করে নির্ধারিত প্যাকেজের নাম্বার, প্যাকেজের বিবরণ, একক, পরিমাণ /সংখ্যা, প্রাক্কলিত ব্যয়, ক্রয় পদ্ধতি, দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ, অর্থের উৎস এবং দরপত্র আহবান, দরপত্র উন্মুক্তকরণ, চুক্তি স্বাক্ষর ও চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়াও, ক্রয় প্রক্রিয়ায় প্রাক্কলন অনুমোদন, দরপত্র আহবান, টেকনিক্যাল মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক দরপত্র মূল্যায়নসহ অনুমোদন পেতে কোন সমস্যা হয়েছে কিনা তাও দেখা হয়।

(ঞ) স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা (Local Level Workshop):

জরিপ চলাকালীন সময়ে প্রাপ্ত তথ্য ও পরামর্শকদের মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। আইএমইডির সাথে আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি গত ১৮/০৪/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে মানিকগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

ছবি ১: মানিকগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সম্মানিত অতিথিরা বক্তব্য রাখছেন

ছবি ২: মানিকগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করছেন

(ট) প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণের নির্দেশকসমূহ

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় যে সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের প্রস্তাব করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে প্রকল্পটির শক্তিশালী ও দুর্বল দিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ সনাক্তকরণ ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান করার লক্ষে এটি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণঃ

➢ **প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সবল (Strengths) দিকসমূহের নির্দেশকসমূহঃ**

- প্রতি অর্থবছরে প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন;
- ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা;

- প্রকল্পের কার্যাবলী পরিকল্পনা মাফিক ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন কালীন একই পরিচালকের দায়িত্ব পালন ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ;
- খাতওয়ারী বাজেট চাহিদা ও বরাদ্দ;
- প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান ও যথা সময়ে অর্থছাড়;
- বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন;
- প্রকল্পের কাজসমূহ সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ।

➢ **দুর্বল (Weakness) দিকসমূহের নির্দেশকসমূহঃ**

- প্রতি অর্থ বছরে প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া;
- প্রকল্পের কার্যাবলী পরিকল্পনা মাফিক ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন না হওয়া;
- খন্ডকালীন বা অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;
- ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন না হওয়া;
- প্রকিউরমেন্ট কাজে জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা;
- প্রকল্পের Exit Plan না থাকা;
- বিভাগ ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং না করা।

➢ **প্রকল্পের (Opportunities) সুযোগের নির্দেশকসমূহঃ**

১. প্রকল্পপ্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সমীক্ষা মূল্যায়নে স্থানীয় জনগণ/ জনপ্রতিনিধি/ সুশীল সমাজ এবং স্থানীয় প্রশাসনের অংশগ্রহণ;
২. কারিগরি কেন্দ্রের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় জনগনের সম্পৃক্ততা;
৩. স্থানীয় জনসাধারনের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করা।

➢ **প্রকল্পের ঝুঁকির (Threats) নির্দেশকসমূহঃ**

১. রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ঝুঁকি;
২. জনগনের অসহযোগিতার ঝুঁকি;
৩. টেকসইহীনতার ঝুঁকি।

(ঠ) মান নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া:

প্রভাব মূল্যায়নের এই সমীক্ষায় উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের গাইডলাইন অনুসরণ, তথ্যের মান নিয়ন্ত্রনের বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বারোপ করেছে, যথা:

- অভিজ্ঞ এবং দক্ষ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ করার মধ্য দিয়ে উপাত্তের মান ও গুণগত দিক বজায় রাখা। এক্ষেত্রে উপাত্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়া এবং অগ্রযাত্রা মাঠ পর্যায়ে তত্ত্বাবধায়ন ও নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছে;
- তথ্য সংগ্রহের সময় গবেষণার নৈতিক বিষয়গুলোর প্রতি (এথিক্যাল ইস্যু) যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়। এক্ষেত্রে তথ্য নেয়ার আগে উত্তরদাতার সম্মতি গ্রহণ করেছে এবং তার যথাযথ গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছে; এবং
- নির্ভুলতা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য সংগৃহিত তথ্য-উপাত্ত সম্পাদনা করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহকারীদের মাঠ পর্যায়ে পাঠানোর আগে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে এবং তথ্য সংগ্রহকারীদের নির্দিষ্ট সংখ্যক দলে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি দলে একজনকে দলনেতা এবং সার্বিকভাবে একজনকে ফিল্ড সুপারভাইজর হিসেবে নিযুক্ত করা

হয়েছে। এছাড়া একজন গবেষণা সমন্বয়ক সার্বক্ষনিক মনিটরিং ও তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। তথ্য সংগ্রহের প্রতি দিনের অগ্রগতি ও বিবিধ বিষয়াবলী গবেষণা সমন্বয়ক ফিল্ড সুপারভাইজরের মাধ্যমে মনিটরিং করেছেন। এলকিউএসএস (LQSS) পদ্ধতিতে সুপারভাইজর ও গবেষণা সমন্বয়ক তথ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের জন্য সংগ্রহকৃত সাক্ষাৎকারের কমপক্ষে ৫ শতাংশ নমুনা যাচাই/চেক করেছেন। কোন প্রকার অসংগতি খুঁজে পাওয়া গেলে তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার মাধ্যমে সমাধান করেছেন। মান নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত প্রধান তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়েছে।

- গবেষণার নকশা প্রণয়নের সময়;
- তথ্য সংগ্রহের সময়;এবং
- তথ্য লিপিবদ্ধকরণের সময়।

এছাড়াও মান নিয়ন্ত্রনের জন্য নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছে

- দক্ষ প্রশিক্ষণার্থী নিয়োগ;
- অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মাঠ পর্যায়ে প্রাক-নিরীক্ষণ;
- সুপার ভাইজার কর্তৃক পূরণকৃত প্রশ্নপত্র যাচাই ও মাঠ পর্যায়ে সংশোধন করা;
- প্রশ্নপত্র তথ্যসংগ্রহকারীদের দ্বারা ক্রস চেক করা;
- কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফিসার কর্তৃক সংক্ষিপ্ত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ৫% প্রশ্নপত্র যাচাই ও ভুল থাকলে তা সংশোধন করা;
- টিম লিডারসহ সংশ্লিষ্ট পরামর্শক ডেটা কোয়ালিটি কন্ট্রোল নিশ্চিত করার জন্য র‍্যানডম ভিজিট করা; এবং
- অনামিকা কনসালটেন্টস পরামর্শক দলের এবং আইএমইডির কর্মকর্তাগণের মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন এবং প্রয়োজনে ভুল সংশোধন করা।

(ড) তথ্য প্রক্রিয়াকরণ:

প্রতিটি প্রশ্নপত্রের তথ্যাবলি কম্পিউটারে এন্ট্রি করার পূর্বে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পাদন ও কোডিং করা হয়। এরপর কম্পিউটার সফটওয়্যার SPSS 23.0 প্রোগ্রাম অনুসরণ করে তথ্যের সামঞ্জস্যতা পরীক্ষা করা হয়। তথ্য প্রক্রিয়াকরণের পুরো ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে সম্পাদনা, এডিটিং, ক্রসচেক, ডাটা এন্ট্রি ও তথ্যের সামঞ্জস্যতার পরীক্ষা করা হয়েছে।

- **তথ্য রেজিস্ট্রেশন:** অফিসে একটি রেজিস্ট্রেশন বিভাগ আছে যেখানে সমস্ত পূরণকৃত তথ্য ও তথ্য সংক্রান্ত দলিলাদি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- **তথ্য সম্পাদনা:** সংগৃহীত তথ্যের মান পরীক্ষা করার জন্য প্রতিটি পূরণকৃত তথ্য ১০০% যাচাই করা হয়। কোন ত্রুটি সনাক্ত হলে মাঠ পর্যায়ে পুনরায় সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী সংশোধন করা হয়েছে।
- **ডাটা এন্ট্রি:** পরিসংখ্যানবিদের তত্ত্বাবধানে ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। ডাটা এন্ট্রি করার আগে একটি ডাটা এন্ট্রি প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়েছিল।
- **ডাটা সংশোধন:** ডাটা এন্ট্রি করার পর তা পরীক্ষা করা হয় এবং ভুল তথ্য থাকলে তা সংশোধন করা হয়েছে।

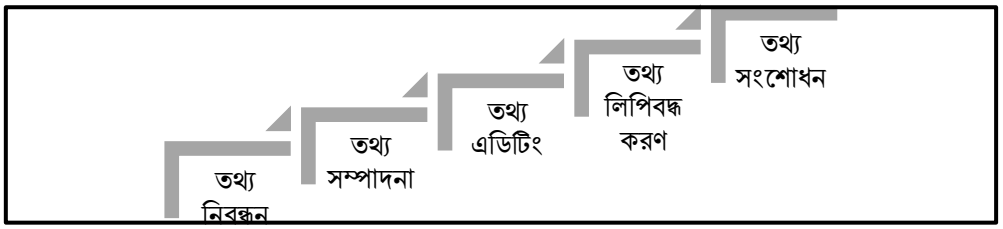

চিত্র ২: তথ্য একত্রিকরণ এবং প্রক্রিয়াকরণের পর্যায়সমূহ

(ঢ) তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণ :

গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সংগৃহিত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়। তথ্য বিশ্লেষণের জন্য কিছু নির্দিষ্ট ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে।

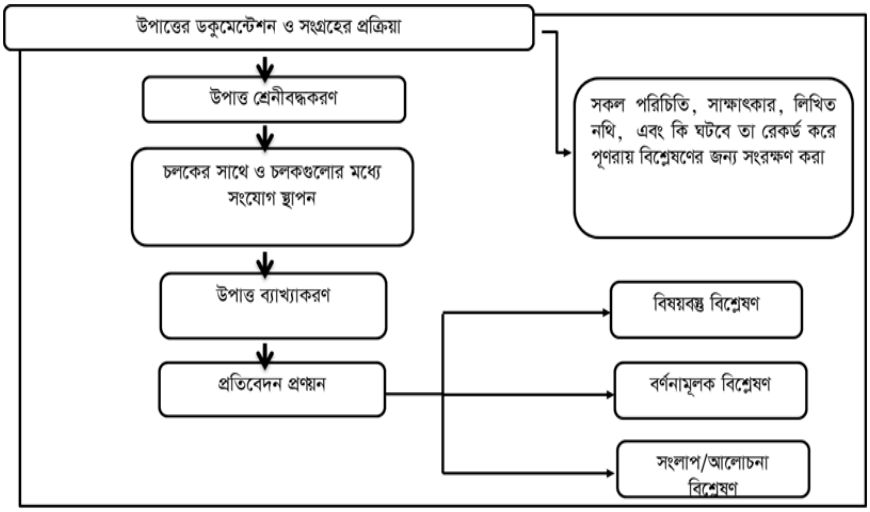

চিত্র ৩: তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া

(ণ) প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ :

মাঠ পর্যায় থেকে সংগ্রহকৃত তথ্যের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক পর্যায়ে খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করে এবং যথা নিয়মে আইএমইডিতে জমা প্রদান করা হয়। তথ্য সারণি বিন্যাসে আইএমইডির দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে। আইএমইডি থেকে প্রাপ্ত মন্তব্যের ভিত্তিতে পরবর্তীতে খসড়া প্রতিবেদনকে চূড়ান্ত করা হয়।

২.৯ প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা:

সারণি ৬: প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

কার্যক্রমসমূহ	সময়কাল
➢ ডিপিপি/আরডিপিপি, মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা;	১৫ ফেব্রুয়ারি-২২ ফেব্রুয়ারি
➢ ডিজাইন ও তথ্যসংগ্রহ টুলস্ চূড়ান্তকরণঃ প্রশ্নাবলী, নির্দেশাবলী ও চেকলিষ্ট এবং প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রস্তুত; ➢ কারিগরি ও সমীক্ষা তত্ত্বাবধান সভা পর্যালোচনা, তথ্য সংগ্রহ টুলসের প্রাক-পরীক্ষণ; ➢ প্রারম্ভিক (খসড়া এবং চূড়ান্ত) প্রতিবেদন দাখিল; ➢ নিয়োগ ও জনশক্তি প্রশিক্ষণ; ➢ আইএমইডি থেকে অনুরোধপত্র প্রাপ্তি;	২৩ ফেব্রুয়ারি- ০৫ মার্চ
➢ নমুনা চূড়ান্তকরণ, সুবিধাভোগীদের সাক্ষাৎকার ও তথ্যসংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা; ➢ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রকল্প/প্রোগ্রামের কর্মকর্তা প্রধান তথ্যদাতাদের সাথে সাক্ষাৎকার পরিচালনা; দলীয় আলোচনা; ➢ সুপারভিশন ও মান-নিয়ন্ত্রণ যাচাই করা, মাঠ পর্যায়ে প্রশ্নাবলী এডিটিং, কোডিং;	০৬ মার্চ-১৫ মার্চ
➢ স্থানীয় পর্যায়ের সুবিধাভোগীদের নিয়ে কর্মশালা	১৮ মার্চ ২০২৩
➢ নিবন্ধীকরণ ও সম্পাদনা, গুণগত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ; ➢ কোডিং, কম্পিউটারে তথ্য অনুপ্রবেশ, ডাটা ক্লিনিং ও সামঞ্জস্যতা যাচাই;	২১ মার্চ-০৫ এপ্রিল

কার্যক্রমসমূহ	সময়কাল
➢ নকশা ও নির্মাণ ফ্রিকোয়েন্সি সারণীঃ দ্বি ও বহুচলকীয় এবং তথ্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ-এসপিএসএস ব্যবহার করে;	
➢ প্রথম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জমা;	০৬ এপ্রিল-১৫ এপ্রিল
➢ দ্বিতীয় খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জমা;	১৬ এপ্রিল-২০ মে
➢ কারিগরি ও সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির সভাগুলো পর্যালোচনা; ➢ জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা;	২৫ মে-৩০ মে
➢ কর্মশালার পর খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল; এবং	০১জুন-০৯জুন
➢ জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালার সুপারিশের আলোকে খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা ৬০ কপি চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা (৪০ কপি বাংলায় এবং ২০ কপি ইংরেজিতে)	১০ জুন-১৫ জুন

২.১০ সমাপ্ত প্রকল্পের সময়কাল:

Terms of Reference (ToR) অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান অনামিকা কনসালটেন্টস কর্তৃক উক্ত প্রকল্পটির মূল্যায়ন সমীক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরের দিন হতে পরবর্তী ৪ মাস বা ১২০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা:

প্রকল্পের প্রকৃত বাস্তবায়নকাল ছিল ০১/০৭/২০১০ থেকে ৩০/০৬/২০১৯। প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগ সঠিক সময় হওয়াতে প্রকল্পের প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়ন হয়। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কার্যপরিধি অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির এবং ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ ও ব্যয়ের তথ্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পিসিআর এবং আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ নিম্নে অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণনা করা হলঃ

৩.১.১ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তি কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন:

প্রকল্পের নথি বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে, ০১/০৭/২০১০ তে শুরু হওয়া এই প্রকল্প কর্মপরিকল্পনা সংশোধনপূর্বক ৩০/০৬/২০১৯ তে শেষ হয়। মোট ৬৯৮১৬.৭৬ টাকার মূল বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট ৮২৫৭১.৭৩ টাকার আর্থিক অগ্রগতি ছিল ৯৮.০৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি: ৯৯%।

বাস্তবায়নকালঃ

মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	প্রকৃত বাস্তবায়ন মেয়াদ
০১/০৭/২০১০ থেকে ৩০/০৬/২০১২	০১/০৭/২০১০ থেকে ৩১/১২/২০১৫	০১/০৭/২০১০ থেকে ৩০/০৬/২০১৯

৩.১.২ প্রকল্পের সার্বিক ও অঙ্গ ভিত্তিক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি: বাস্তব ও আর্থিক:

প্রকল্পের পিসিআর বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এই প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি: ২৩৯৫১.২৬ (৯৮.০৮%), বাস্তব অগ্রগতি: ৯৯%।

৩.২. ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ:

৩.২.১ ক্রয় পরিকল্পনা:

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের জন্য দরপত্রের বিভিন্ন পণ্যের গুণগতমান নমুনা অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে কিনা এবং এসব কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে পিপিএ, ২০০৬ ও পিপিআর, ২০০৮ প্রতিপালন করেছে কিনা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করার জন্য ক্রয় কাজে দরপত্র, দরপত্র দাতাদের প্রেরিত দরপত্র এবং আনুষঙ্গিক সংযোজনী, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, দাখিলকৃত দরদাতার যোগ্যতার সনদপত্র, সরবরাহকারীদের সাথে চুক্তিপত্র / কার্যাদেশ, সরবরাহকারীদের দাখিলকৃত সময়সূচি ইত্যাদি। নথিপত্র প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা বিএমইটি থেকে সংগ্রহ করে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং এ সকল নথিপত্র এবং ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়াবলি পর্যালোচনা করেছে। প্রকল্প কাজের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের আওতায় পিপিআর, ২০০৮ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ক্রয় করেছে, এতে কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ পিপিআর, ২০০৮ এর নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন।

৩.৩ প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ:

প্রকল্প অফিসের ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রকল্প অফিস বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা করেছে। ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর, ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রকল্প মূল্যায়ন কালে ৪৯.০১.০০০০.৩২৫.০৭.০০২.১৪ নং স্মারকে উম্মুক্ত ক্রয় পদ্ধতিতে বিভিন্ন টিটিসির জন্য প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্তে সংঘটিত বিভিন্ন কার্যক্রমের নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রকল্পের অধীনে পাঁচটি টিটিসিতে প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ কর হয়েছে। পাঁচটি টিটিসি হলো- গোপালগঞ্জ, নড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঝালকাঠি ও চুয়াডাঙ্গা। এ পাঁচটি টিটিসিতে ডিপিপি (২য় সংশোধনী) মোতাবেক (১) কম্পিউটার অপারেশন, (২) ইলেকট্রিক্যাল, (৩) ইলেকট্রনিক্স এ তিনটি ট্রেড এল প্রশিক্ষণ সামগ্রী এবং (৪) অফিস ইক্যুইপমেন্ট ক্রয়ের লক্ষ্যে উম্মুক্ত ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

বাজারদর প্রাক্কলন

এ ক্ষেত্রে দরপত্র আহবানের পূর্বে বাজারদর যাচাই কমিটির মাধ্যমে দাপ্তরিক প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জনাব কুবলেশ্বর ত্রিপুরা স্বাক্ষরিত এবং ১৭/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত অফিস আদেশ (স্মানক নং- বিএমইটি/৩০টিটিসি/অফিস আদেশ/৮৮/২০১১/১২৮০) বলে - ১। জনাব চন্দন লাল ঘোষ, উপ-প্রকল্প পরিচালক, ৩০ টিটিসি স্থাপন প্রকল্প, বিএমইটি, ঢাকা এবং ২। জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, সহকারী পরিচালক, বিএমইটি, ঢাকা, উভয়কেই ৫টি টিটিসির প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্তে প্রকল্প নির্ধারিত তালিকা অনুযায়ী স্পেসিফিকেশনসহ বাজারদর প্রাক্কলন প্রস্তত করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

কমিটি গঠন

বিএমইটি দরপত্র আহবানের আগেই মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব খোরশেদ আলম চৌধুরী স্বাক্ষরিত পরিপত্রে (স্মারক নং-বিএমইটি/প্রপ/৫টি আইএমটি/দরপত্র কমিটি গঠন/৭৪/২০১০/৩৪৪) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা. ২০০৮ এর আলোকে ২২.১২.২০১২ খ্রিঃ তারিখে চারটি কমিটি গঠন করে- (১) দরপত্র ও প্রস্তাব উম্মুক্তকরণ কমিটি (পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা. ২০০৯ এর সংশোধিত তফসিল -২ অনুযায়ী); (২) দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি ও (৩) স্বল্পমূল্যের ক্রয়ের জন্য দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি এবং (৪) যন্ত্রপাতি ও মালামাল গ্রহণ কমিটি ।

পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

প্রকল্প পরিচালক জনাব কুবলেশ্বর ত্রিপুরা স্বাক্ষরিত ০৯/০১/২০১৪ খ্রি তারিখের পত্রে দু'টো জাতীয় দৈনিক- (১) দৈনিক ইত্তেফাক ও (২) দি ডেইলি স্টার এর বিজ্ঞাপন ম্যানজা কে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অনুরোধ জানানো হয়। অতপর, যথাক্রমে ১১/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে দি ডেইলি স্টার এবং ১২/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় উক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। পাশাপাশি সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এর ওয়েব সাইটেও দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

দরপত্রের বিবরণ

ক.	দরপত্র আহবান কারী:	জনাব কুবলেশ্বর ত্রিপুরা, প্রকল্প পরিচালক,বিভিন্ন জেলায় ৩০টি টিটিসি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।
খ.	ক্রয়কারী দপ্তরঃ	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)
গ.	প্রকিউরমেন্ট এন্টিটি কোড:	৬৫৩১
ঘ.	মন্ত্রণালয়/ বিভাগঃ	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
ঙ.	দরপত্র রেফারন্স নং	৪৯.০১.০০০০.৩২৫.০৭.০০২.১৪.১৬৯১; তারিখ: ০৯/০১/২০১৪।
চ.	পদ্ধতিঃ	উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (জাতীয়)
ছ.	প্রকল্প কোডঃ	৫০১৩
জ.	দরপত্র প্যাকেজ/ লট নং-	(১) কম্পিউটার অপারেশন ট্রেড, লট-২, (২) ইলকটিক্যাল ট্রেড, লট-৪, (৩) ইলেকট্রিক ট্রেড, লট-৩, (৪) অফিস ইক্যুইপমেন্ট ট্রেড, লট-২
ঝ.	দরপত্র বিক্রয়ের তারিখঃ	১১/০২/২০১৪ ইং
ঞ.	দরপত্রের শেষ তারিখ ও সময়ঃ	১২/০২/২০১৪; ১২.০০ অপরাহ্ন
ট.	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়ঃ	১২/০২/২০১৪; ০১.০০ অপরাহ্ন
ঠ.	দরপত্রের মূল্যঃ	১০০০.০০ টাকা (প্রতি গ্রুপের জন্য)
ড.	কাজের বিবরণঃ	দরপত্রের বর্ণনামত

ঢ. দরপত্র সংক্রান্ত বিষয়াদি:

স্থান	গ্রুপ নং	গ্রুপ	লট	দরপত্র নিরাপত্তার পরিমান (টাকা)	কর্ম সম্পদনের সময় (সপ্তাহ/ মাস)
দরপত্রের বর্ণনামত	১	কম্পিউটার অপারেশন	এ	২৪৩,০০০.০০	১২০ দিন
			বি	৪৬,০০০.০০	
	২	ইলেকট্রিক্যাল	এ	১৪৩,০০০.০০	
			বি	১৭৮,০০০.০০	
			সি	১৫৫,০০০.০০	
			ডি	২০০,০০০.০০	
	৩	ইলেকট্রিক	এ	১২৩,০০০.০০	
			বি	১০০,০০০.০০	
			সি	১০০,০০০.০০	
	৪	অফিস ইক্যুইপমেন্ট	এ	২২,০০০.০০	
			বি	২৮,০০০.০০	

দরপত্র বিক্রয়ের বিবরণ

	ট্রেপ এর নাম	বিক্রিত দরপত্রের সংখ্যা
১	কম্পিউটার অপারেশন	১৩
২	ইলেকট্রিক্যাল	১৫
৩	ইলেকট্রিক	১৪
৪	অফিস ইক্যুইপমেন্ট	১২

নিচের সারণিতে আলোচ্য ক্রয় কার্যক্রমের জন্য ডিপিপিতে উল্লেখিত প্রাক্কলন, দাপ্তরিক প্রাক্কলন এবং দরদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ধৃত দর দেখানো হলোঃ

সারণি ৭: ক্রয় কার্যক্রমের জন্য ডিপিপিতে উল্লেখিত প্রাক্কলন, দাপ্তরিক প্রাক্কলন এবং দরদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ধৃত দর

	ট্রেড এর নাম	যে সকল টিটিসির জন্য ক্রয় করা হবে	গ্রুপ	লট	ডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্য	দাপ্তরিক প্রাক্কলন	উদ্ধৃত দর
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	কম্পিউটার অপারেশন	গোপালগঞ্জ, নড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঝালকাঠি ও চুয়াডাঙ্গা (৫টি টিটিসি আংশিক)	০১	এ	৯০,০০,০০০/-	৯০,০০,০০০/-	৭৩,১২,৫০০/-
				বি	১৮,০০,০০০/-	১৬,৮৭,৫০০/-	১৬,৭৪,০০০/-
		উপ-মোট			**১,০৮,০০,০০০/-**	**১,০৬,৮৭,৫০০/-**	**৮৯,৮৬,৫০০/-**
২.	ইলেকট্রিক্যাল	গোপালগঞ্জ, নড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঝালকাঠি ও চুয়াডাঙ্গা (৫টি টিটিসি সম্পূর্ণ)	০২	এ	৫৫,০০,০০০/-	৫২,৯৫,০০০/-	৪৯,৫৫,০০০/-
				বি	৭০,০০,০০০/-	৬৬,০০,০০০/-	৬৪,৭৫,০০০/-
				সি	৫৮,৪৫,০০০/-	৫৭,৫৫,০০০/-	৫৭,৪৭,৫০০/-
				ডি	৭৬,৪০,০০০/-	৭৬,১০,০০০/-	৭৫,৭৫,০০০/-
		উপ-মোট			**২,৫৯,৮৫,০০০/-**	**২,৫২,৬০,০০০/-**	**২,২৭,৫২,৫০০/-**
৩.	ইলেকট্রনিক্স	গোপালগঞ্জ, নড়াইল, ঝালকাঠি (৩টি টিটিসি সম্পূর্ণ)	০৩	এ	৪৮,৫৪,০০০/-	৪৫,৫১,০০০/-	৪০,০৫,০০০/-
				বি	৩৬,৮৮,৫০০/-	৩৬,৭০,৫০০/-	৩৫,১১,৫০০/-
				সি	৩৮,৫৩,৫০০/-	৩৮,৪৭,৫০০/-	৩৭,৯২,০০০/-
		উপ-মোট			**১,২৩,৯৬,০০০/-**	**১,২০,৬৯,০০০/-**	**১,১৩,০৮,৫০০/-**
৪.	অফিস ইক্যুইপমেন্ট	গোপালগঞ্জ, নড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঝালকাঠি ও চুয়াডাঙ্গা (৫টি টিটিসি আংশিক) এবং পিআইইউ (আংশিক)	০৪	এ	৮,৪০,০০০/-	৮,৪০,০০০/-	৬,৫৭,০০০/-
				বি	১০,৪৬,০০০/-	১০,৩৫,০০০/-	৯,৭০,৬০০/-
		উপ-মোট			**১৮,৮৬,০০০/-**	**১৮,৭৫,০০০/-**	**১৬,২৭,৬০০/-**
				সর্বমোট -	**৫,১০,৬৭,০০০/-**	**৪,৯৮,৯১,৫০০/-**	**৪,৬৬,৭৫,১০০/-**

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দাপ্তরিক প্রাক্কলনে আলোচ্য ক্রয় প্যাকেজ এর প্রাক্কলিত মূল্য পাঁচ কোটি টাকায় সীমিত করা হয়েছে। ফলে (HOPE) বা সংশ্লিষ্ট ক্রয় উদ্যোগী বিভাগের প্রধান উক্ত ক্রয় কাজের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পেরেছেন। এতে ক্রয় কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা কমেছে বলে জানা যায়। নিচের সারণিতে প্রকল্পের আলোচ্য ক্রয় প্যাকজে সফল দরদাতাদের নাম ও লটভেদে তাদের উদ্ধৃত মূল্য দেখানো হলোঃ

সারণি ৮: আলাচ্য প্যাকেজে ক্রয় কাজের সার-সংক্ষেপ

গ্রুপ নং	ট্রেড এর নাম	লট	দাপ্তরিক বাজার দর (প্রাক্কলন)	উদ্ধৃত দর	মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	কম্পিউটার অপারেশন	এ	৯০,০০,০০০/-	৭৩,১২,৫০০/-	আর এম সিষ্টেমস লিমিটেড
		বি	১৬,৮৭,৫০০/-	১৬,৭৪,০০০/-	সিলিকন ইলেকট্রনিক্স এন্ড কম্পিউটার্স
০২	ইলেকট্রিক্যাল	এ	৫২,৯৫,০০০/-	৪৯,৫৫,০০০/-	অ্যাডভান্স টেকনোলজী কনসোটিয়াম
		বি	৬৬,০০,০০০/-	৬৪,৭৫,০০০/-	অ্যাডভান্স টেকনোলজী কনসোটিয়াম
		সি	৫৭,৫৫,০০০/-	৫৭,৪৭,৫০০/-	এনটেক লজিষ্টিক লিমিটেড
		ডি	৭৬,১০,০০০/-	৭৫,৭৫,০০০/-	জননী ট্রেডিং
০৩	ইলেকট্রনিক্স	এ	৪৫,৫১,০০০/-	৪০,০৫,০০০/-	আহম্মদ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস
		বি	৩৬,৭০,৫০০/-	৩৫,১১,৫০০/-	আহম্মদ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস
		সি	৩৮,৪৭,৫০০/-	৩৭,৯২,০০০/-	জননী ট্রেডিং
০৪	অফিস ইক্যুইপমেন্ট	এ	৮,৪০,০০০/-	৬,৫৭,০০০/-	এস এস ইন্টারন্যাশনাল
		বি	১০,৩৫,০০০/-	৯,৭০,৬০০/-	এস এস ইন্টারন্যাশনাল
			৪,৯৮,৯১,৫০০/-	**৪,৬৬,৭৫,১০০/-**	

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মেটি ৫টি গ্রুপে ১১টি লটে দরপত্র আহবান করা হয়েছিলো এবং সাতটি প্রতিষ্ঠান ১১টি লটের কাজ পেয়েছে। এদের মধ্যে চারটি প্রতিষ্ঠান দু'টো করে লটের কাজ পেয়েছে এবং বাকী তিনটি প্রতিষ্ঠান একটি করে কাজ পেয়েছে।

- **ক্রয় কাজের বিস্তারিত পরিশিষ্ট ৭ এ দেয়া হয়েছে।**

৩.৪ প্রকল্পের পরামর্শক সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

৩.৫ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন: প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের তুলনামূলক আলোচনা:

৩.৫.১ উত্তরদাতার আর্থ-সামাজিক অবস্থা:

উত্তরদাতার লিঙ্গ:

সমীক্ষাতে মোট ১০৮০টি খানা জরিপের মাধ্যমে উপকারভোগীর তথ্য সংগ্রহ করেছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮৪৫ জন (৬২%) পুরুষ এবং ২৩৫ জন (৩৮%) নারী।

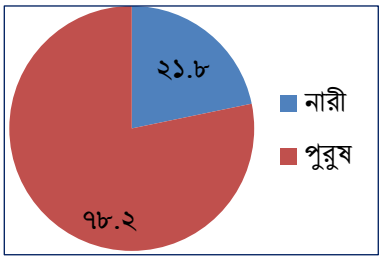

চিত্র ৪: উত্তরদাতার লিঙ্গ

উত্তরদাতার বয়স :

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের গড় বয়স ছিল ২৪.৫ বছর, সর্বনিম্ন ১৮বছর এবং সর্বোচ্চ ৪৯ বছর। উত্তরদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়সীর সংখ্যা ছিল ১৮ থেকে ২৪ বছর যার উপস্থিতি ছিল ৫৮.২%। এছাড়া ২৫ থেকে ২৯ বছরবয়সীদের সংখ্যা ছিল ২৫.৩%। অর্থাৎ এই সমীক্ষায় যাদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছে তাদের সর্বোচ্চ সংখ্যক ছিল তরুণ জনগোষ্ঠী। এরবাইরে অন্যান্য বয়সের তথ্য দাতাদের মধ্যে ছিল ৩০-৩৪ বছর (৯.৫%), ৩৫-৩৯ বছর (৫.৭%), ৪০-৪৪ বছর (০.৯%), এবং ৪৫ বছর বা তার উর্ধ্বে ০.৩%।

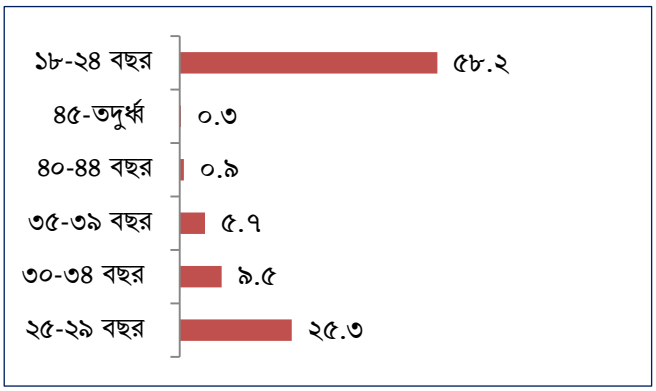

চিত্র ৫: উত্তরদাতার বয়স

উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা :

যে সকল উত্তরদাতার নিকট থেকে পরিমাণবাচক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছে তাদের প্রায় অর্ধেক (৪১.৭%) ছিল এইচএসসি সম্পন্ন করেছে এমন তথ্যদাতা। সমীক্ষায় অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে ২৩.৪% উত্তরদাতা ছিল যারা এসএসসি সম্পন্ন করেছে। স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর সম্পন্ন করেছে এমন প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১২.৭% ও ৩.৭%।

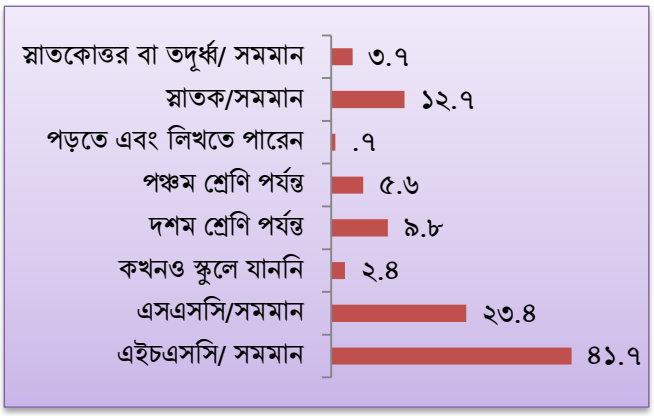

চিত্র ৬: উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল দশম শ্রেনি পর্যন্ত (৯.৮%), পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত (৫.৬%), পড়তে ও লিখতে পারে (০.৭%), এবং কখনো বিদ্যালয়ে যায়নি বা নিরক্ষর (২.৪%)।

পেশা:

যে সকল উত্তরদাতার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে তাদের মাঝে রয়েছে বিভিন্ন পেশাজীবী। গবেষণা দল উত্তরদাতাদের বর্তমান মূল পেশা এবং দ্বিতীয় পেশা (প্রযোজ্য হলে) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছে। যে সকল উত্তরদাতার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে তাদের মাঝে দেখা পেশাগত বৈচিত্রময়তা। তবে উত্তরদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণকারী ছিল ছাত্র (৪২.৫%)। এছাড়া অন্যান্য পেশার মাঝে রয়েছে ইমাম (০.৫%), কাঠমিস্ত্রি (০.১%), কুটিরশিল্প (০.৬%), কৃষক (৩.৮%), কৃষিশ্রমিক (১.৭%), ক্ষুদ্রব্যবসা (৪.৮%), চাকুরী (৬%), পরিবহনকর্মী (০.৯%), বেকার (২৭.৪%), ব্যবসায়ী (২.২%), মৎসজীবী (০.১%), মেকানিক(৩.৬%), শিক্ষক (১.২%), শিল্পশ্রমিক (২.৫%), হস্তশিল্প (০.৬%), হাঁস-মুরগিপালন (১.৩%) ইত্যাদি।

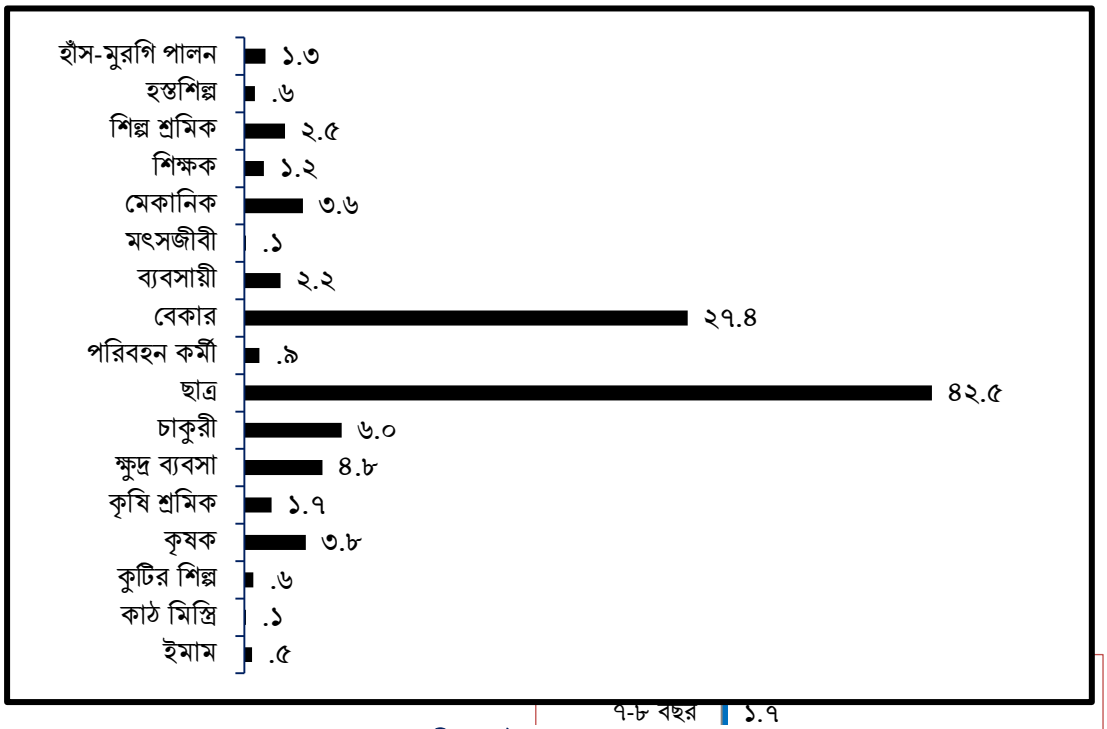

চিত্র ৭: উত্তরদাতার পেশা

৩.৫.২ গবেষণা এলাকায় বসবাসের চিত্র:

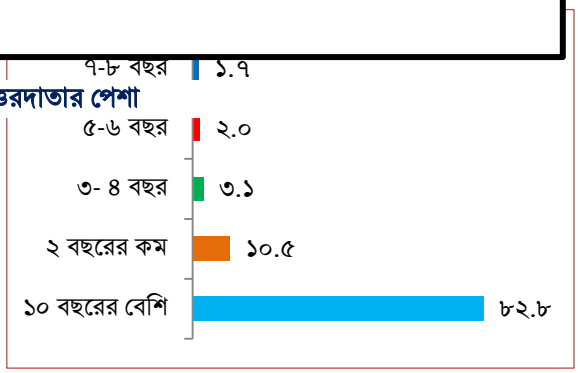

গবেষণায় জানা যায় যে, তথ্যদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৮২.৮%) গবেষিত এলাকায় ১০ বছরের বেশি সময় ধরে বসবাস করছেন। এছাড়া অন্যদের মধ্যে ৭-৮ বছর ধরে বসবাস করছেন ১.৭%, ৫-৬ বছর ধরে বসবাস করছেন ২%, ৩-৪ বছর ধরে বসবাস করছেন ৩.১% এবং ২ বছরের কম সময় ধরে বসবাস করছেন মোট ১০.৫% তথ্যদাতা। অর্থাৎ গবেষণায় এটা স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে যে, গবেষণার তথ্যদাতাদের মধ্যে বেশির ভাগই দীর্ঘ সময়ব্যাপী এই এলাকায় বসবাস করছেন।

চিত্র ৮: গবেষণা এলাকায় বসবাসের চিত্র

৩.৫.৩ তথ্যদাতার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন কিংবা পরিচিতদের বিদেশ গমন:

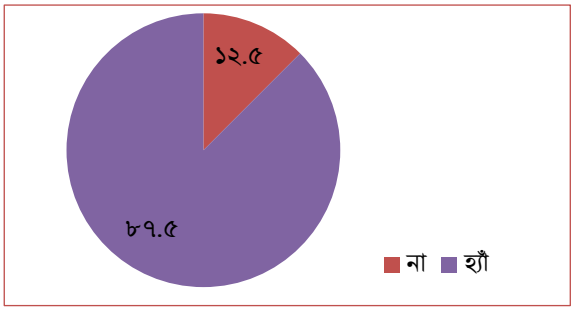

চিত্র ৯: পরিবার,আত্মীয়-স্বজন কিংবা পরিচিতজনদের বিদেশ গমন

তথ্যদাতাদের থেকে জানা যায় যে, তাদের বেশিরভাগেরই (৮৭.৫%) পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন কিংবা পরিচিত জনদের ভেতর কমপক্ষে একজন প্রবাসী। তাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে প্রবাসে অবস্থান করা এই সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কাজের সাথে যুক্ত রয়েছে। তথ্যদাতাদের মধ্যে মাত্র ১২.৫ শতাংশ জানান যে, তাদের আত্মীয়স্বজন কিংবা পরিচিতদের মধ্যে কেউ বিদেশে অবস্থান করছেনা।

৩.৫.৪ যেসব দেশে বিদেশ গমনের প্রবণতা বেশি:

যে সকল তথ্যদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তাদের পরিবারের সদস্য কিংবা আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কমপক্ষে একজন সদস্য প্রবাসে অবস্থান করছে তাদের বেশিরভাগই মধ্যেপ্রাচের দেশেসমূহে বিভিন্ন ধরনের কাজের সাথে যুক্ত আছেন। তথ্যদাতাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে শুধু মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান করছে এমন সদস্যের সংখ্যা ৬৮.৯%। এর পরেই অবস্থান করছে দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ যেখানে অবস্থান করছে প্রায় ৪০.৬% প্রবাসী। এছাড়া ইউরোপের দেশসমূহের প্রতিও প্রবাসীদের আগ্রহ অনেক বেশি বলে জানা যায়। দেখা যায় যে, তাদের পরিচিতদের মধ্যে ২০.১% ইউরোপের দেশসমূহে অবস্থান করছে। এছাড়া অন্যান্য দেশের মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, মালদ্বীপ ইত্যাদি।

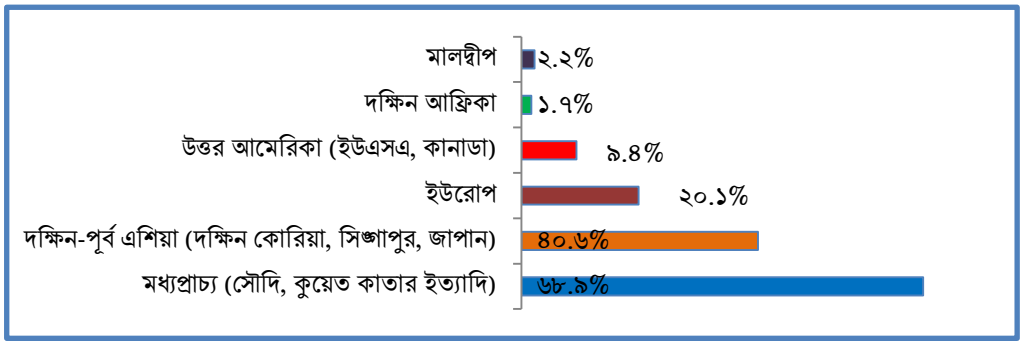

চিত্র ১০: পছন্দের দেশসমূহ

৩.৫.৫ বিদেশগামী যুবকেরা যেসব সমস্যার মুখোমুখি হয়:

তথ্যদাতাদের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, তাদের এলাকার বিদেশগামী যুবকেরা বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয় কিনা। যদি হয়ে থাকে তাহলে সেই ধরনগুলো কি কি? সকল তথ্যদাতাই বলেছেন যে, তাদের আত্মীয়-স্বজন কিংবা পরিচিতদের ভেতর বিদেশ গমনে ইচ্ছুক সবাই বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সঠিক তথ্যের অভাব (২৫.৬%)। তথ্যদাতারা জানান যে, প্রাথমিক পর্যায়ে সঠিক তথ্যের অভাবে অনেকেই বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন। এতে

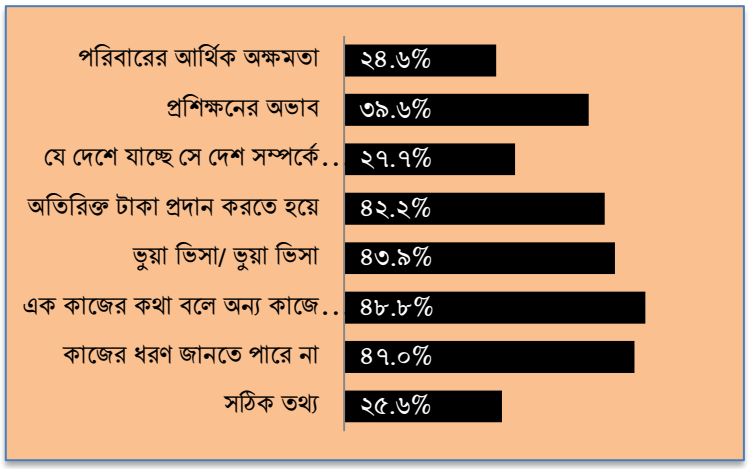

চিত্র ১১: বিদেশে সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ

অনেকেই ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কিংবা দালালচক্রের বিভিন্ন ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। ফলে প্রবাসে পাড়ি দেয়ার পর বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়ে। তথ্যদাতাদের মধ্যে ৪৭ শতাংশ জানান যে, সঠিক তথ্যের অভাবে বেশিরভাগ প্রবাসী বিদেশে যাওয়ার পূর্বে তাদের কাজের ধরন সম্পর্কে জানতে পারেনা। অন্যদিকে প্রায় অর্ধেক (৪৮.৮%) তথ্যদাতা মনে করেন যে, বেশিরভাগ প্রবাসীদেরই বিদেশ গমনের পূর্বে যে কাজের ও সুযোগ সুবিধার কথা জানানো হয় তা সত্য হয়না। এছাড়া ৪২.২% উল্লেখ করছেন যে, বিদেশ গমনে ইচ্ছুকদের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয় যা পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অন্যান্য চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে যে দেশে যেতে ইচ্ছুক সেই দেশ সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকা কিংবা স্বল্প ধারণা (২৭.৭%), পরিবারের আর্থিক অক্ষমতা (২৪.৬%) অন্যতম। অন্যদিকে তথ্যদাতাদের ৪৩.৯% জানান যে, অনেক ব্যক্তিই বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে ভুয়া ভিসার জটিলতায় পড়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া তথ্যদাতাদের এক তৃতীয়াংশের বেশি (৩৯.৬%) বলেছেন যে, বিদেশ গমনে ইচ্ছুক বেশিরভাগ ব্যক্তিরই কোন ধরনের প্রশিক্ষণ নেই যার কারণে তারা প্রবাসে ভালো কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

৩.৫.৬ প্রশিক্ষণের অভাব কি বিদেশে ভালো কাজের জন্য বাঁধা? :

তথ্যদাতাদের প্রায় শতভাগই (৯৮%) দাবি করেন যে, যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব প্রবাসে ভালো কাজ পাবার পথে অন্তরায়। একইসাথে তারা দাবি করেন যে, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বিদেশে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনশক্তিতে রুপান্তরিত করা উচিত। তারা দাবি করেন যে, বিদেশ যেতে ইচ্ছুকদের যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা হয় তাহলে তারা প্রবাসে তুলনামুলক উচ্চ বেতনে কাজের সুযোগ পাবে এবং দেশে আরো বেশি রেমিটেন্স পাঠাতে পারবে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৯৯.৭%) তথ্যদাতা সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণের দাবি জানান। এছাড়া সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে (২৬.৩%) ও এনজিওদের (১১.৪%) মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজনের প্রস্তাব দেন।

৯৮% দাবি করেন যে, যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব প্রবাসে ভালো কাজ পাবার পথে অন্তরায়।

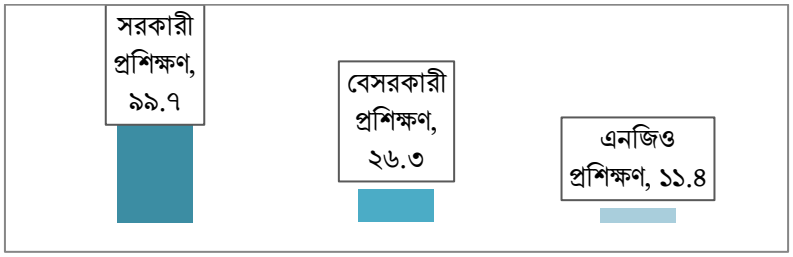

চিত্র ১২: বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি বাড়াতে তথ্যদাতাদের প্রস্তাবসমূহ

৩.৫.৭ সরকারি উদ্যোগ সম্পর্কে ধারণা:

এ জাতীয় সমস্যার সমাধানে সরকারি কোন প্রচেষ্টা তারা লক্ষ্য করেছেন কিনা, এমনটা জিজ্ঞাসা করা হলে প্রায় শতভাগ (৯৭.১%) তথ্যদাতা ইতিবাচক জবাব দেন। তারা দাবি করেন যে, বিদেশ যেতে ইচ্ছুক এমন ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম হলো জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। বর্তমানে বেশিরভাগ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের

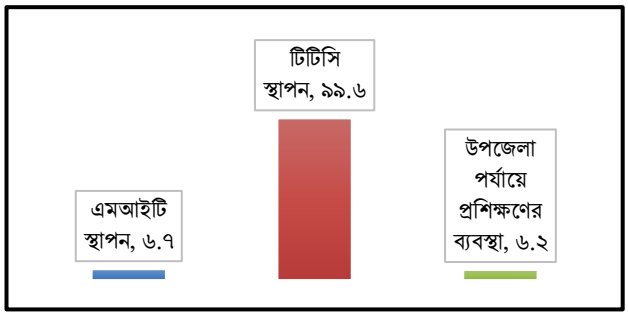

চিত্র ১৩: সরকারী উদ্যোগ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

আয়োজন করা হয়। তথ্যদাতাদের অনেকেই এধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর বিদেশ গিয়েছে বলে তারা দাবি করেন।

৩.৫.৮ টিটিসিতে প্রশিক্ষণের কোর্সসমূহ:

তথ্যদাতারা জানান যে, জেলা পর্যায়ের এই কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করা হয়ে থাকে। তবে এই কোর্সগুলোর বেশিরভাগই স্বল্পমেয়াদি কোর্স বলে জানা যায়। উত্তরদাতাদের ৯৮.৭% জানান যে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে ৬ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়ে থাকে।

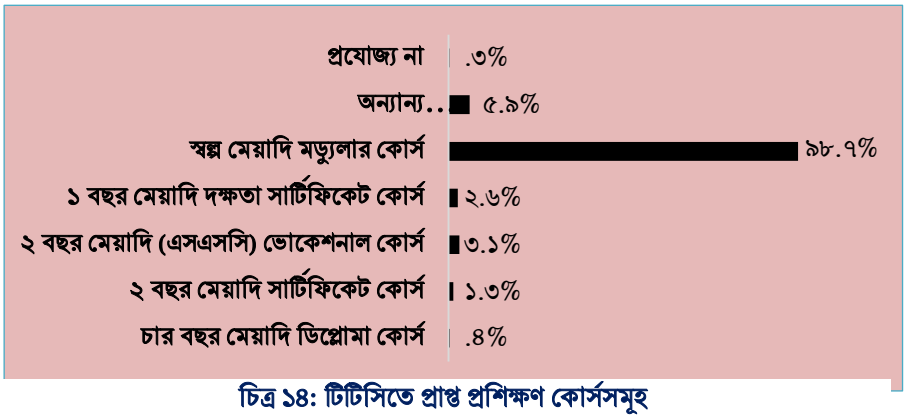

চিত্র ১৪: টিটিসিতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

৩.৫.৯ প্রবাসে যাওয়ার প্রচেষ্টা:

তথ্যদাতাদের মধ্যে ৭০.৫% দাবি করেন যে, তারা প্রায় ২ বছর ধরে বিদেশ গমনের চেষ্টা করছে। এছাড়া তথ্যদাতাদের মধ্যে ৫.৬% জানান তারা ৩-৪ বছরব্যাপী, ও ১.৪% জানান তারা ৫-৬ বছরব্যাপী বিদেশ গমনের চেষ্টা করছে। এছাড়া প্রায় এক চতুর্থাংশ (২১.২%) দাবি করেন তাদের এই অপেক্ষা ৬ বছরের বেশি সময় অতিক্রম করেছে। অন্যদিকে মাত্র ১.২% তথ্যদাতা দাবি করেন তারা ইতোপূর্বে কখনো বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা বা চেষ্টা করেননি।

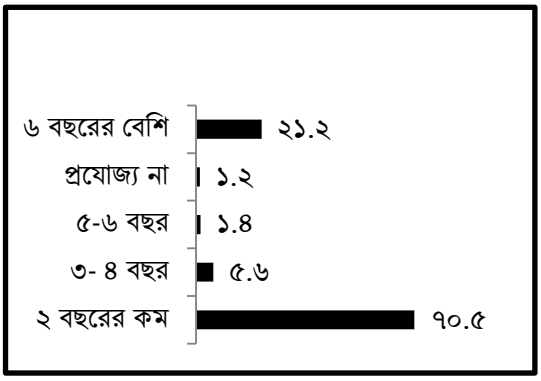

চিত্র ১৫: প্রবাসে যাওয়ার প্রচেষ্টার সময়কাল

৩.৫.১০ পছন্দের দেশসমূহ:

তথ্যদাতাদের মধ্যে যারা বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করছে তাদের মধ্যে বেশিরভাগই মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো প্রথম পছন্দ। প্রায় এক তৃতীয়াংশ (২৯.৪%) তথ্যদাতা জানান যে, তারা তারা মধ্যপ্রাচ্যে যেতে মনস্থির করেছে। তাছাড়া প্রায় এক চতুর্থাংশ (২৩%) তথ্যদাতার পছন্দ ইউরোপের দেশগুলো এবং আরো প্রায় এক চতুর্থাংশ (২২%) দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে যেতে ইচ্ছুক।

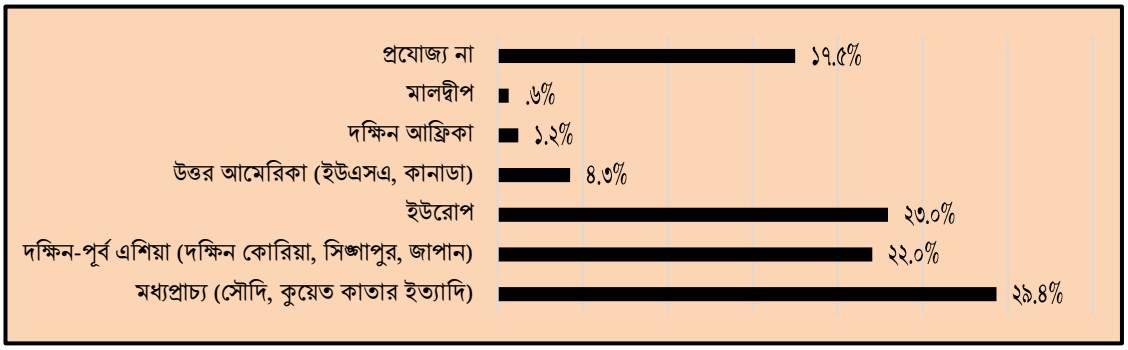

চিত্র ১৬: উত্তরদাতার পছন্দের দেশসমূহ

৩.৫.১০ বিদেশে গমনের মাধ্যম:

যে সকল উত্তরদাতা বিদেশ যেতে চেষ্টা করছে বলে খুঁজে পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি (৫১.২%) দাবি করেন যে, তারা সরকারি মাধ্যমে বিদেশ যায়ার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে ২২.১% তথ্যদাতা দাবি করে যে, ইতোমধ্যে বিদেশে তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধ্যবান্ধব রয়েছে যারা তাদের বিদেশ নেয়ার চেষ্টা করছে। আর মাত্র ১৭.২% তথ্যদাতা দাবি করেন যে তারা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিদেশ যায়ার চেষ্টা করছে।

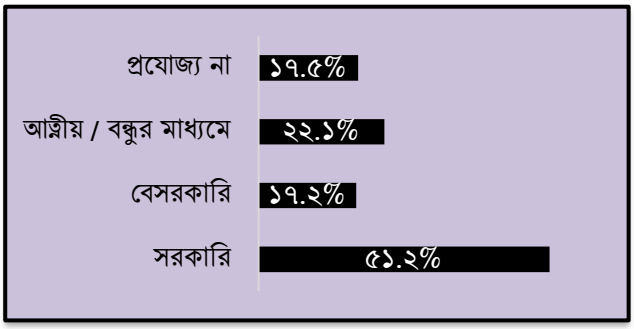

চিত্র ১৭: বিদেশে গমনের উদ্দেশ্যে গ্রহণকৃত মাধ্যম

৩.৫.১১ বিদেশে যে ধরনের কাজ করতে আগ্রহী:

বিদেশ যেতে ইচ্ছুক উত্তরদাতাদের মধ্যে এক চতুর্থাংশ (২৪.৫%) প্রবাসে ড্রাইভিং কাজ করতে ইচ্ছা পোষণ করে। এছাড়া অন্য পেশার ভেতরে রয়েছে ইলেক্ট্রনিক্সের কাজ (১৪.৩%), অটোমোবাইল (৫%), কন্সট্রাকশন (৬.৩%), গার্মেন্টস (৬.১%), আইটি (৯%), ফুড প্রসেসিং (৪.৭%), ওয়েল্ডিং অ্যান্ড স্যানেট্যারি (১৮.৫%), ইত্যাদি।

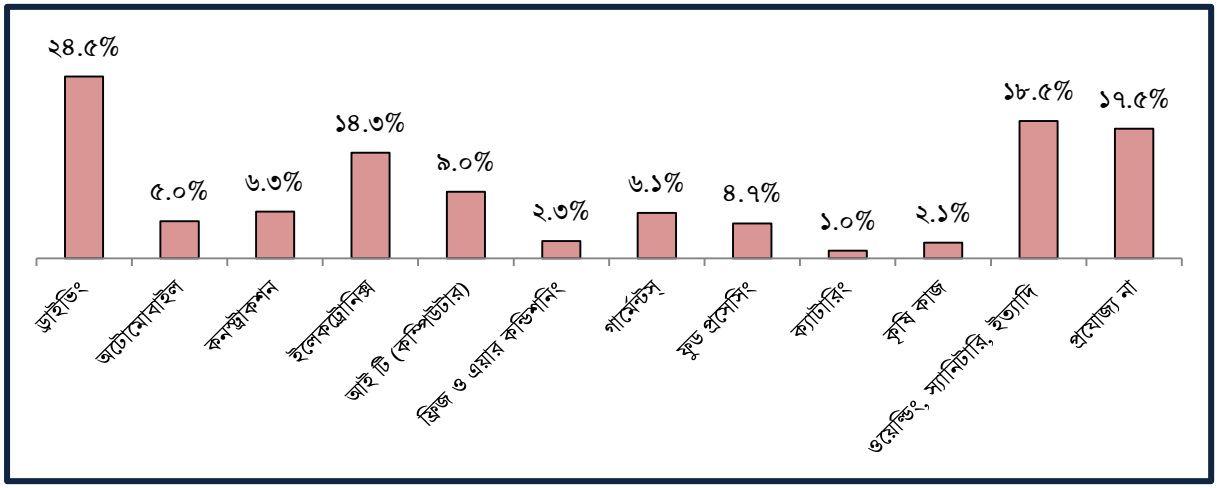

চিত্র ১৮: বিদেশে যে ধরনের কাজ করতে আগ্রহী

৩.৫.১২ আগ্রহী বিষয়ে প্রশিক্ষণের হার:

তথ্যদাতাদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ (৭৫%) দাবি করে যে, তারা বিদেশে যেই কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের সেই কাজের জ্ঞান ও দক্ষতা রয়েছে। তারা মনে করে যে, যদি তারা তাদের দক্ষতা রয়েছে এমন কাজে নিযুক্ত হয় তাহলে তারা তুলনামূলক বেশি উপার্জন করতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে মাত্র ৭.৫% তথ্যদাতা মনে করে যে, তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত কাজে যথাযথভাবে দক্ষ নয়।

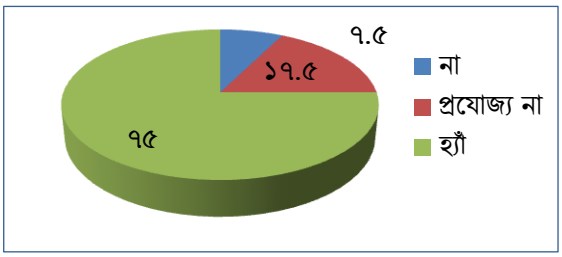

চিত্র ১৯: আগ্রহী বিষয়ে প্রশিক্ষণের হার

৩.৫.১২ প্রশিক্ষণ ছাড়া বিদেশে ভালো মানের কাজ পাওয়া সম্ভব:

উত্তরদাতাদের ৭৯.৫% মনে করেন যে, যদি তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা লাভ না করে প্রবাসে যান, তাহলে তারা সেই কাজ ভালোভাবে করতে পারবেন না।

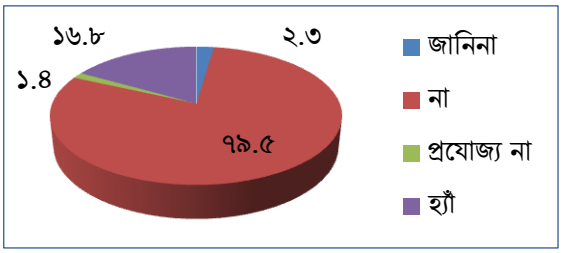

চিত্র ২০: প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের বিদেশে কাজের সুযোগ সম্পর্কে ধারণা

৩.৫.১৩ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের বিদেশে সুবিধাসমূহ:

উত্তরদাতাদের নিকট বিদেশ সম্পর্কে তাদের ধারণা কেমন তা জানতে চাওয়া হলে তাদের বেশির ভাগই (৮৭.৭%) বলেন যে বিদেশে কাজের সুযোগ সুবিধা বেশি বলে তারা জানেন। বিদেশে সাধারণত কাজ পাওয়া সহজ। এছাড়া প্রায় সমান সংখ্যক (৮২.৮%) দাবি করেন যে, বিদেশের কাজের মজুরী বেশি। একই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে দেশে যা বেতন পাওয়া যায় বিদেশে তার চেয়ে বেশি অর্থ পাওয়া যায়। তাছাড়া তথ্যদাতাদের প্রায় অর্ধেক মনে করে যে, বিদেশে কাজের পরিবেশ উন্নত এবং মজুরির পাশাপাশি অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বেশি পাওয়া যায়।

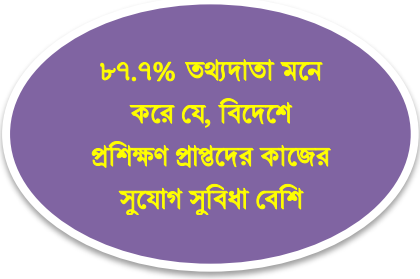

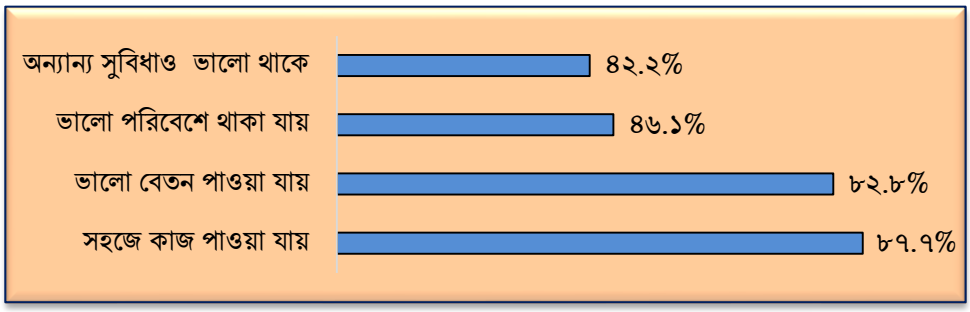

চিত্র ২১: প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের বিদেশে সুবিধাসমূহ

৩.৫.১৪ বিদেশগামীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা:

তথ্যদাতাদের বেশিরভাগই (৮৪.১%) দাবি করেন যে, তাদের বসবাসের এলাকার কাছাকাছি বিদেশগামীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যদিকে মাত্র ১৪.৭% দাবি করেন যে তাদের এলাকার আশেপাশে কোথাও এরূপ প্রশিক্ষণকেন্দ্র নেই এবং ২.১% এ বিষয়ে কোন তথ্য জানেনা বলে দাবি করে।

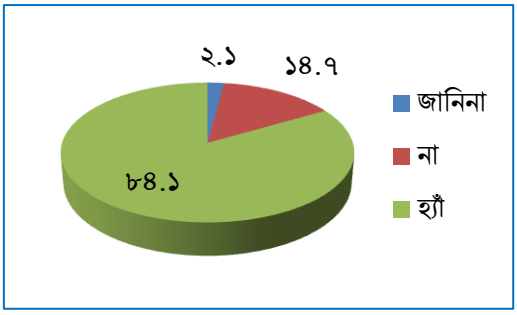

চিত্র ২২: বিদেশগামীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

৩.৫.১৫ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কে তথ্যের উৎস:

উত্তরদাতারা জানান যে, এই প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলো বিভিন্নভাবে তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পর্কে প্রচারণা

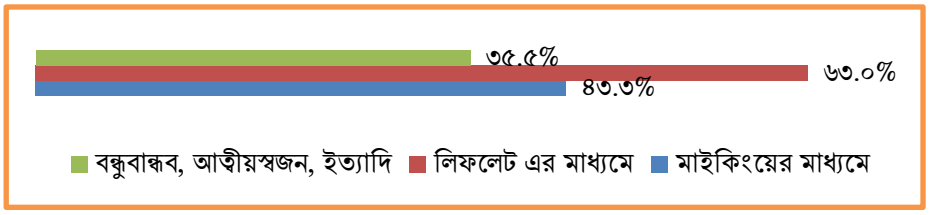

চিত্র ২৩: প্রশিক্ষণকেন্দ্র সম্পর্কে তথ্যের উৎস

চালায়। উত্তরদাতারা জানান যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে (৬৩%) লিফলেটের মাধ্যমে তারা এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছে। এছাড়া ৪৩.৩% ক্ষেত্রে মাইকিংয়ের মাধ্যমে জানতে পেরেছে। এছাড়া প্রায় ৩৫.৫% ক্ষেত্রে তারা তাদের পরিচিতজন কিংবা আত্মীয়স্বজনদের মাধ্যমে জানতে পেরেছে বলে দাবি করে।

৩.৫.১৬ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কে অন্যরা জানে কি?:

সমীক্ষায় দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮৯% মনে করেন তাদের পরিচিতরাও তাদের মত এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে জানে। অন্যদিকে মাত্র ৫.২% উত্তরদাতা মনে করে যে, তাদের পরিচিতরা এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে জানেনা। এছাড়া ৫.৮% উত্তরদাতারা এই বিষয়ে মন্তব্য করেননি এবং এই বিষয়ে কোন ধারণা নেই বলে জানান।

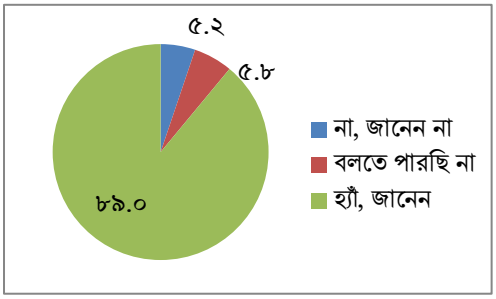

চিত্র ২৪: প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কে অন্যদের ধারণা

৩.৫.১৭ সমবয়সীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের আহ্বান ও কারণসমূহ:

উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রায় সবাই (৯৭.৪%) দাবি করেন যে, তারা তাদের পরিচিত সমবয়সী পুরুষদের এই ধরণের প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য অবশ্যই আহ্বান জানাবেন।

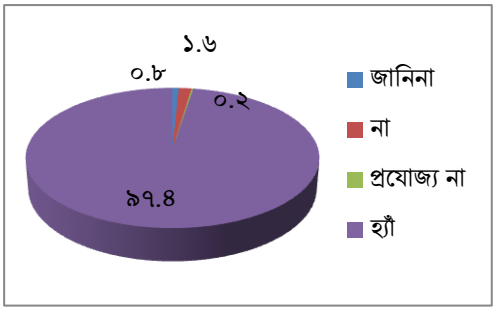

চিত্র ২৫: সমবয়সীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের আহ্বান

উত্তরদাতাদের বেশিরভাগই এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর চালুকৃত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলো সম্পর্কে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং তাদের পরিচিতজনদের এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের পরামর্শ দিবেন বলে জানান। তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৯৬.২%) দাবি করেন যে এই প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোর গুণগতমান উন্নত।

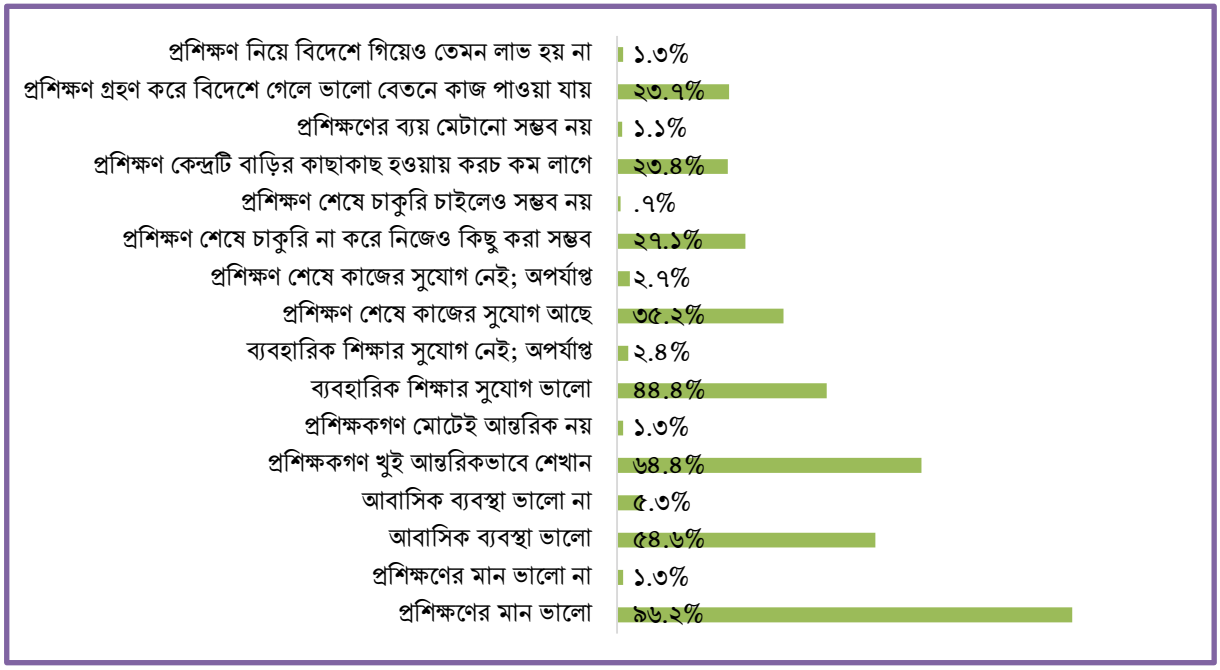

চিত্র ২৬: সমবয়সীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের আহ্বানের কারণসমূহ

এছাড়া তাদের মধ্যে ৬৪.৪% জানান যে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর প্রশিক্ষকগণ খুবই আন্তরিকভাবে শেখান। এছাড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর আবাসিক ব্যবস্থার গুণগতমান ভালো (৫৪.৬%) বলে দাবি করেন। এছাড়া অন্যান্য ইতিবাচক দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ ভালো (৪৪.৪%), প্রশিক্ষণ গ্রহণের শেষে চাকরীর পরিবর্তে উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ রয়েছে (২৭.১%), প্রশিক্ষণ শেষে বিদেশে ভালো বেতনের কাজের সুযোগ রয়েছে (২৩.৭%), ইত্যাদি।

৩.৫.১৮ নিকটস্থ টিটিসি:

উত্তরাদাতাদের মধ্যে ৭৮.৩% জানান যে, তাদের নিকটস্থ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি জেলা সদরে অবস্থিত। অন্যদিকে ২১.৭% জানান যে, তাদের তাদের নিকটস্থ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি উপজেলা সদরে অবস্থিত।

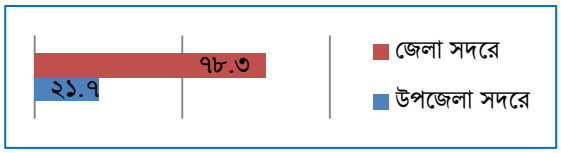

চিত্র ২৭: নিকটস্থ টিটিসির অবস্থান

৩.৫.১৯ টিটিসি থেকে পরিচিতদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের হার ও বিষয়সমূহ:

উত্তরদাতাদের ৭৫.৬% জানান যে, তাদের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন কিংবা পরিচিতজনদের ভেতর অনেকেই নিকটস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে ২২.৪% জানান যে তাদের পরিচিত কেউ এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেনি। যে সকল উত্তরদাতা জানিয়েছে যে, তাদের পরিচিতদের মধ্যে বেশিরভাগই (৩৭.২%) ড্রাইভিংয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে অটোমোবাইল (৯.৫%), কনস্ট্রাকশন (৭.৫%), ইলেকট্রোনিক্স (২২.৭%), আইটি (কম্পিউটার) (২১.৩%), ফ্রিজ ও এয়ারকন্ডিশনিং (৩.১%), গার্মেন্টস্ (১৫.৪%), ফুড প্রসেসিং (১.৭%), ক্যাটারিং (০.৪%), কৃষিকাজ (৪%), ও ওয়েল্ডিং, মেকানিক্যাল, জাপানিজ ভাষা, ইত্যাদি (১০.৭%)।

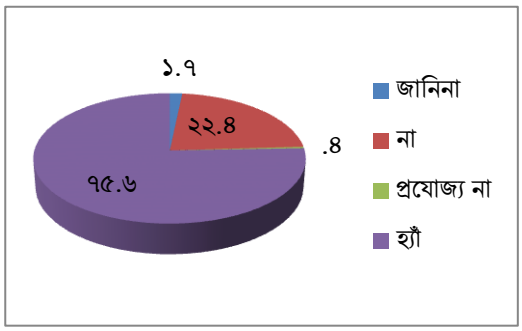

চিত্র ২৮: টিটিসি থেকে পরিচিতজনদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের হার

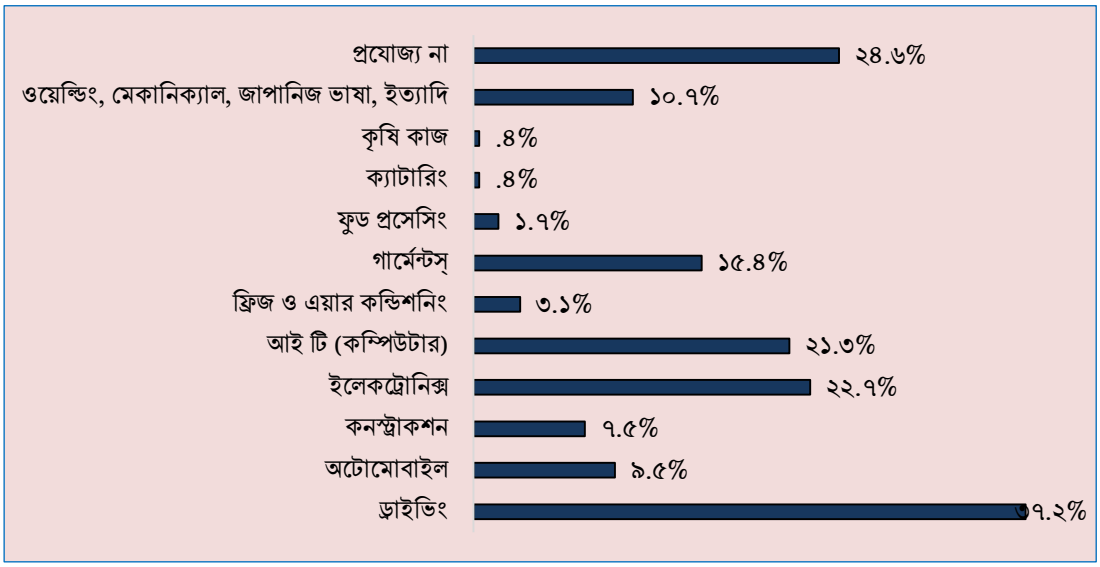

চিত্র ২৯: টিটিসি থেকে পরিচিতদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিষয়সমূহ

৩.৫.২০ প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুবিধাসমূহ:

উত্তরদাতাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তাদের পরিচিত যারা এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো থেকে যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে তাদের বেশিরভাগ (৬৪.৪%) তুলনামুলক ভাবে সহজে কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়া অর্ধেক উত্তরদাতা (৪৭.৯%) জানান যে, এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের পর বেতন বৃদ্ধি হয়েছে বা ভালো বেতনের কাজের সুযোগ পেয়েছে। অন্যদিকে ৩৯.২% জানান যে, প্রশিক্ষণের গ্রহণের পর পূর্বের তুলনায় আরো বেশি ভালো প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে কিছু সংখ্যক উত্তরদাতা জানান যে, এই ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহনের পরেও অনেকের তেমন কোন লাভ হয়নি বা সুবিধা পায়নি। তবে তার মাত্রা খুবই নগণ্য।

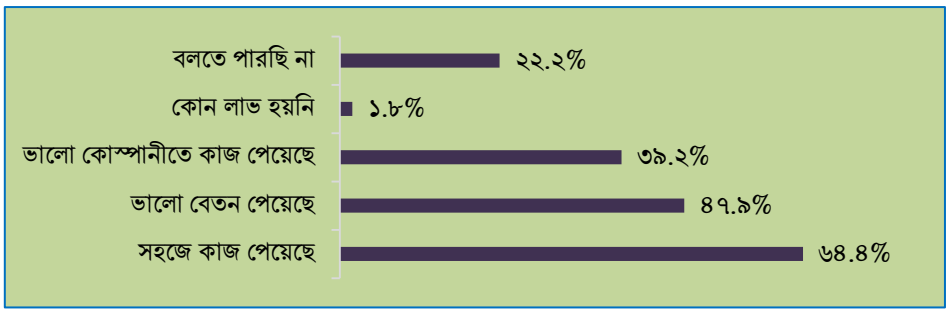

চিত্র ৩০: প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুবিধাসমূহ

৩.৫.২১ নিকটস্থ টিটিসির প্রশিক্ষণের মান:

উত্তরদাতাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তাদের নিকটস্থ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর মান কেমন। এমন প্রশ্নে তাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি (৫৪.৪%) দাবি করেন যে এই প্রতিষ্ঠানসমূহের মান খুব ভালো। এছাড়া ৩৫.৬% প্রতিষ্ঠানের মান ভালো এবং ৯.৯% মোটামুটি ভালো বলে দাবি করে। অর্থাৎ সমীক্ষায় দেখা যায় যে, মাত্র ১ জন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের মান সম্পর্কে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

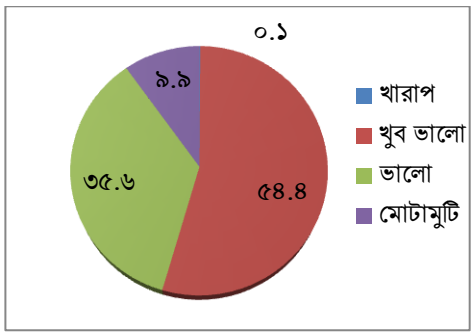

চিত্র ৩১: নিকটস্থ টিটিসির প্রশিক্ষণের মান

৩.৫.২২ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের বিদেশে গমনের প্রবণতা:

এই ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর কতজন প্রবাসে পাড়ি জমাতে পেরেছে এমন প্রশ্নে অর্ধেকের বেশি (৫৮.৭%) জানান যে যে, এই বিষয়ে তাদের কাছে যথেষ্ট তথ্য উপাত্ত নেই। অন্যদিকে প্রায় এক চতুর্থাংশ (২৩.৮%) জানান যে তাদের পরিচিতজন অনেকেই এই ধরনের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ থেকে প্রশিক্ষণের পর কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে গিয়েছে।

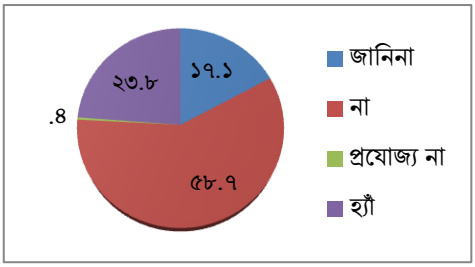

চিত্র ৩২: প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের বিদেশে গমনের প্রবণতা

৩.৫.২৩ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ:

তবে যারা বিদেশ যেতে পারেননি তাদের প্রায় সবাই দেশেই বিভিন্ন ধরনের কাজে যুক্ত রয়েছে বলে জানান। এ ধরনের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের নিজেদের

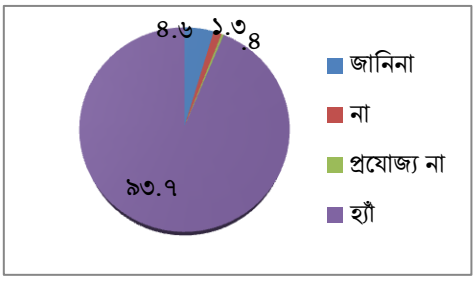

চিত্র ৩৩: প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ

দক্ষতা তৈরি করে যা তাদের ক্যারিয়ার গঠনে ভূমিকা পালন করে। তাদের অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করছে কিংবা অনেকেই নিজেরা উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের ক্যারিয়ার গঠন করছে।

৩.৫.২৪ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রসমূহ:

যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর নিজেরা দেশেই ক্যারিয়ার গঠন করছে তারা কি ধরনের কাজ করতে পারে বলে উত্তরদাতারা মনে করে এমন প্রশ্নের জবাবে তারা জানান যে, প্রশিক্ষণার্থীরা নিজেরা উদ্যোক্তা হতে পারে যেখানে এই প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উত্তরদাতাদের ৮৬.৮% এমনটা মনে করছে। আবার ৭৮.৩% উত্তরদাতা মনে করছে উদ্যোক্তা হওয়া ছাড়াও তারা অন্যের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে পারে যেখানে এই প্রশিক্ষণ থেকে শেখা দক্ষতা কাজে লাগাতে পারবে। আবার অনেকেই (২৬.৭%) মনে করছে যে, কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থী একত্রিতভাবে নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে পারে যেখানে নিজের কাজের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি অন্যদের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ তৈরি হতে পারে।

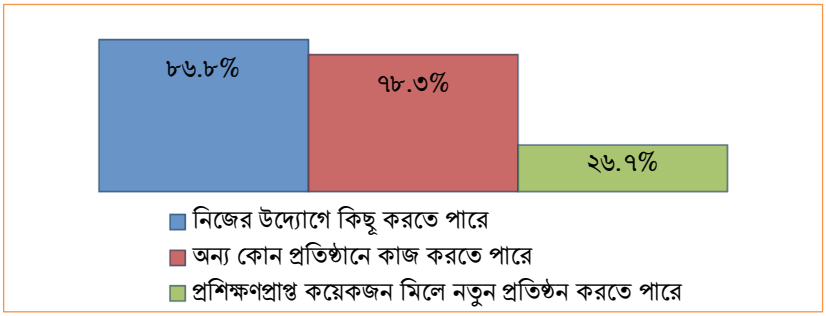

চিত্র ৩৪: কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রসমূহ

৩.৫.২৫ কর্মসংস্থানের চ্যালঞ্জসমূহ:

তবে কিছু সংখ্যক উত্তরদাতা মনে করে যে এই ধরনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের পরেও দেশে ক্যারিয়ার গঠনে অনেকেই চ্যালেঞ্জে পড়ে। চ্যালেঞ্জগুলো মাঝে রয়েছে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে বা উদ্যোক্তা হতে সাহসের অভাব (৩৫.৭%), পরিবারের সমর্থনের অভাব (২১.৪%), জমির দাম বাড়ায় জমি সহজলভ্য নয় (২৮.৬%), যেখানে তারা কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যেমন খামার তৈরি, চাইলেও ব্যাংক লোন পাওয়া যায় না (৭৮.৬%), বাজারের চাহিদা সঠিকভাবে বুঝতে পারে না (২১.৪%), এবং এনজিওরা সব কাজের জন্য ঋণ দেয় না (৭১.৪%), ইত্যাদি।

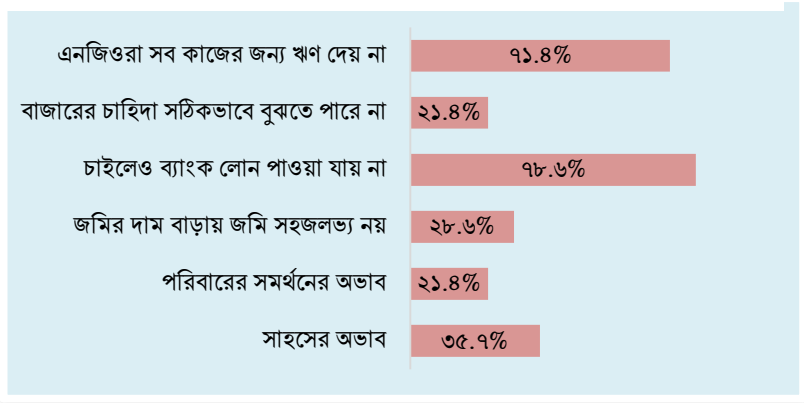

চিত্র ৩৫: কর্মসংস্থানের চ্যালঞ্জসমূহ

৩.৫.২৬ জরিপে অংশগ্রহণকারীদের সুপারিশসমূহ:

উত্তরদাতারা এ প্রশিক্ষণ সমূহের গুণগত মান বৃদ্ধি ও বিদেশ যাত্রা আরো সহজতর করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। বেশির ভাগ উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, যারা এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তাদের বেশির ভাগেরই আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়, এক্ষেত্রে যদি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে আর্থিক সহযোগিতা ও সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেন। অনেকেই দাবি করেন যে, বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হয় তা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। তাছাড়া দালালদের দৌরাত্মের কারণে এবং ভুল তথ্যের কারণে অনেকেই আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দালালদের দৌরাত্ম হ্রাস করতে হবে। এক্ষেত্রে বিদেশ যাত্রার খরচ হ্রাস ও সরকারীভাবে ভর্তুকি দেয়ারও প্রস্তাব করেন। তারা সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনশক্তি রপ্তানি ও বৈধ উপায়ে বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা আরো সহজতর করার প্রস্তাব করেন। বেশির ভাগ উত্তরদাতা

দাবি করেন যে, যারা বিদেশে কাজের সুবাদে যায় তারা প্রাথমিকভাবে যে সকল সমস্যার মুখোমুখি হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো বিদেশি ভাষা না জানা। এক্ষেত্রে তারা এসকল প্রশিক্ষণ কেন্দের মাধ্যমে বিদেশি ভাষা শিক্ষার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের প্রস্তাব করেন। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানোর সুপারিশ করেন। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ব্যবহারিক বিষয়সমূহ বৃদ্ধি করতে হবে। কম্পিউটার দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করে। প্রশিক্ষকদের গুণগতমান আরো বৃদ্ধি করতে হবে। প্রয়োজনে বিদেশী প্রশিক্ষক আনার প্রস্তাব করেন।

৩.৬ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ স্থাপনার ব্যবহার

৩.৬.১ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ মূলত বেকার যুবক ও নারীদের প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে স্থাপিত হয়েছে। ডিপিপি অনুসারে ১০টি নির্ধারিত ট্রেডে এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বলাই বাহুল্য বিভিন্ন বাস্তবসম্মত কারণে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র একই সময়ে চালু করা যায়নি, এমনিক সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সব ট্রেডও চালু করা হয়নি। বিএমইটি'র তথ্যানুসারে স্থাপিত ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ডিসেম্বর ২০২২ অবধি ৩,৫৭,৭০০ জন প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছে, যার মধ্যে ২,৮৯,৬৬৫ জন পুরুষ এবং ৬৮,০৩৫ জন নারী। এ ২৭টি টিটিসিতে নারী প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণের হার মাত্র ১৯.০২%।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ২০১৭ সালে কারিগরি কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবার পর থেকে ২০১৮ সালে ব্যাপক সাড়া ফেলে এবং অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা দু'লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। সরকারিভাবে প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা এবং বিদেশে যাবার প্রতি যুবদের আগ্রহ কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রমে সাফল্যের পালক যুক্ত করে। এরপর কোভিড-১৯ অতিমারী অন্য সব কাজের মতো প্রশিক্ষণেও প্রভাব ফেলে এবং প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। ফলে, তৎপরবর্তী আর কোন বছরে প্রশিক্ষণার্থীদের মোট সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারও ছাড়ায়নি। অর্থাৎ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আর ২০১৮ এর ধারায় ফিরে আসেনি। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, যে আশায় যুবকেরা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে ভীর করেছিলো, সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেই তাদের বিদেশ যাত্রা এবং কর্মযোগ নিশ্চিত, বাস্তবে সেরকমটি ঘটেনি। সে হতাশা থেকেও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা হ্রাস পেতে পারে। বলাই বাহুল্য, এসব প্রশিক্ষণার্থীর সিংহভাগই প্রাক-বহির্গমণ প্রশিক্ষণে অংশগহণকারী। এদের সংখ্যা বাদ দিলে চিত্রটা হতাশাজনক মনে হতে পারে।

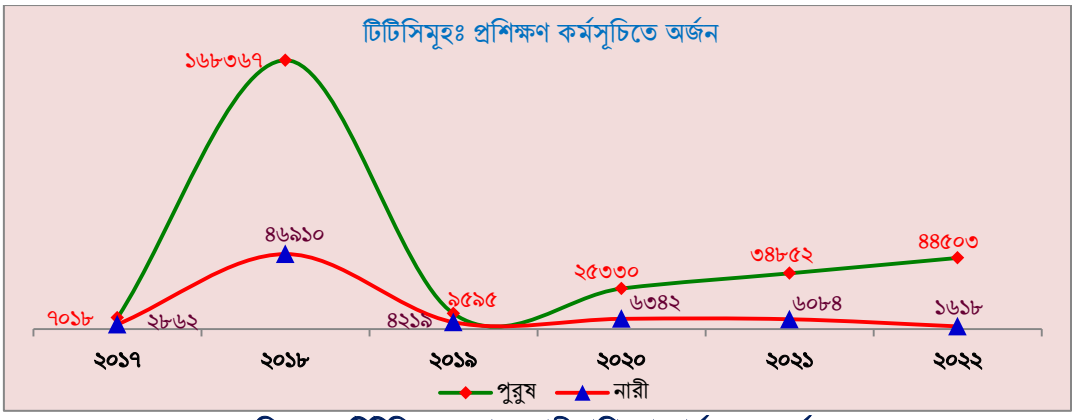

চিত্র ৩৬: টিটিসিসমূহে সালওয়ারী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অর্জন

প্রশিক্ষণে সেরা পাঁচ

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, মাদারীপুর, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ও মৌলভীবাজার জেলায় স্থাপিত টিটিসিসমূহ অন্যান্যদের তুলনায় এগিয়ে আছে। মোট ২৭ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণে অর্জিত সাফল্যের ৪৩.৮৫% এ পাঁচটি টিটিসি প্রশিক্ষিত করেছে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারী যুবক ও যুবা নারীগণ যেযেতু বিদেশ গমণে আগ্রহী, এ জেলাগুলোতে ঐতিহাসিকভাবে বিদেশে কাজ করতে যাবার হার বেশি। তাই এ এলাকার মানুষ সম্ভবত পরিবার এবং বন্ধু ও স্বজনদের উৎসাহে বেশি সংখ্যায় প্রশিক্ষণে আগ্রহী হয়েছে। প্রশিক্ষিত হয়ে বিদেশে কাজ করত যাবার সুবিধা সম্পর্কে তারা সংগত কারণেই অন্যেদের তুলনায় বেশি অবগত, যা প্রভাব প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যাধিক্যে প্রতিভাত। তা'ছাড়া প্রত্যাশিত ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ, পেশাদার প্রশিক্ষক, ব্যবহারিক শিক্ষার সহজলভ্যতা, সহজ যোগাযোগ ইত্যাদিও এসব টিটিসিতে কিংবা এ অঞ্চলের প্রশিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণে আগ্রহী হবার কারণ হতে পারে। সেরা পাঁচ এর টিপিসিসমূহে নারী প্রশিক্ষণার্থীদের হারও সার্বিক গড়ের বেশি ২৫.৭৭%।

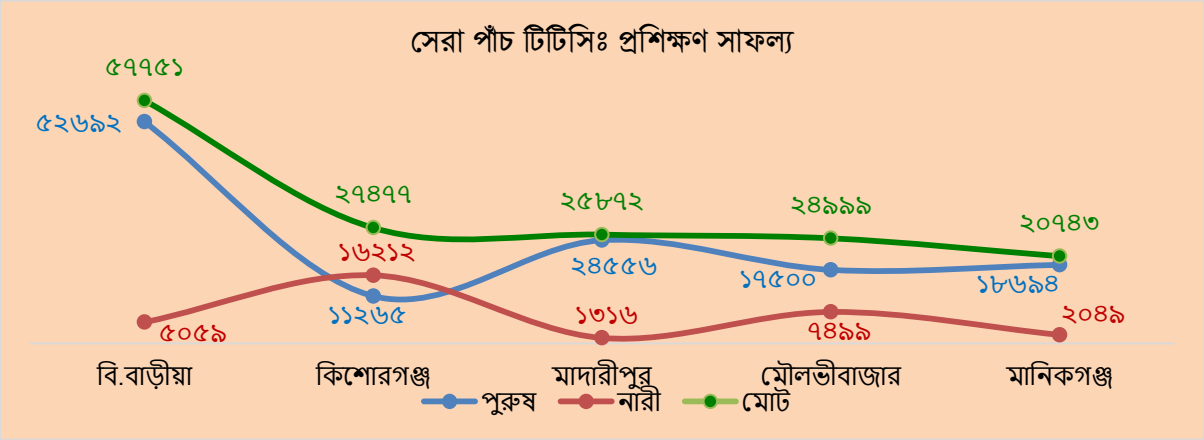

চিত্র ৩৭: প্রশিক্ষণে সাফল্যের ভিত্তিতে সেরা পাঁচ টিটিসি

প্রশিক্ষণে দুর্বল পাঁচ

অন্যদিকে সুনামগঞ্জ, পঞ্চগড়, বরগুণা, ফেণী ও ঝালকাঠি জেলায় অবস্থিত টিটিসিমমূহের প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা বেশ হতাশাজনকই। এদের প্রায় বেশক'টি জেলাই সীমান্তবর্তী। সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষেরা বিভিন্ন ব্যবসার মুযোগ অন্যদের তুলনায় বেশি পেয়ে থাকে। তা'ছাড়া শিক্ষার সুযোগ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, শিল্প প্রতিষ্ঠানও এ পাঁচটি জেলার অধিকাংশ অঞ্চলে নিতান্তই অপ্রতুল। তাই টাকা খরচ করে বিদেশে যেতে না পারলে দেশে কাজের সুযোগের অপ্রতুলতা এ অঞ্চলের যুবদের প্রশিক্ষণে আনাগ্রহী হবার কারণ হতে পারে। বিশেষ করে এসব অঞ্চলে নিম্ন আয়ের মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। তাই সচেতনতার অভাবও ও সহজলভ্য প্রশিক্ষণ গ্রহণে যুবদের নিরুৎসাহের কারণ হতে পারে। এ পাঁচটি জেলায় আবার নারী প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণের হার ১০.৯১% যা ২৭টি টিটিসি'র গড় হারের চেয়ে অনেক কম। সার্বিকভাবে ২৭টি টিটিসি'র প্রশিক্ষার্থী সংখ্যায় দুর্বল পাঁচটি টিটিসি'র অবদান ৭.৩১%।

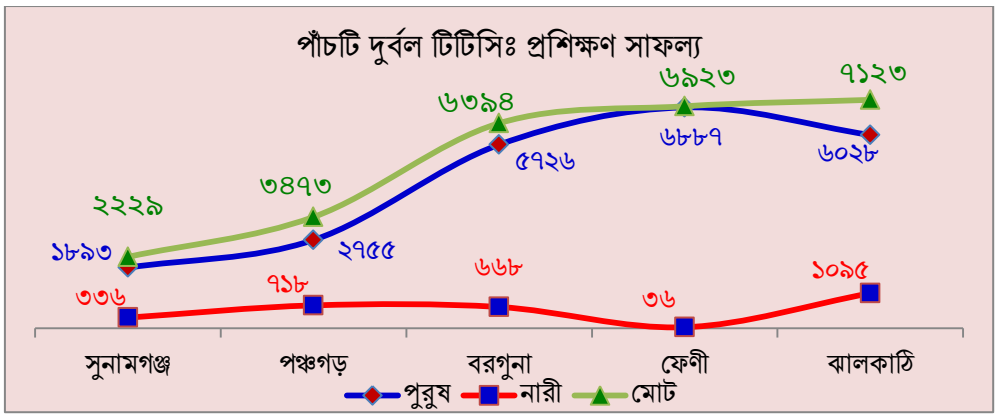

চিত্র ৩৮: প্রশিক্ষণে সাফল্যের ভিত্তিতে দুর্বল পাঁচ টিটিসি

১৮টি নমুনা জেলার অবস্থান

১৮টি নমুনা জেলায় স্থাপিত টিটিসিসমূহের মধ্যে প্রশিক্ষণ কাযক্রমে শীর্ষে আছে বাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত টিটিসি। এটি এখণ অবধি ২,৭৬,৯১৩ জনকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে যার মদ্যে **২,২২,৯৫৮** জন পুরুষ এবং **৫৩,৯৫৫** জন নারী। আর এদের মধ্যে সবচেয়ে বশি সংখ্যায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া টিটিসি ৫৭,৭৫১ (৫২,৬৯২ জন পুরুষ, ৫০৫৯ হন নারী) জন। কম সাফল্য সুনামগঞ্জ জেলায় প্রকলল্পের আওতায় স্থাপিত টিটিসি। সুনামগঞ্জ টিটিসিস এ ক'বছরে ২২৯ জনকে প্রশিক্ষিত করেছে যার মধ্যে ১৮৯৩ জন পুরুষ এবং ৩৩৬ জন নারী। ১৮টি টিটিসি'র মধ্যে পুরুষ প্রশিক্ষনার্থীদের সবচেয়ে বেশি প্রশিক্ষণ দিয়েছে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার (৫২,৬৯২) টিটিসি; আর সবচেয়ে কম ১১৩৯ জনকে প্রশিক্ষিত করেছে সুনামগঞ্জ জেলার টিটিসি। অন্যদিকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নারী (২৭,৪৭৭) প্রশিক্ষণার্থীতে প্রশিক্ষিত করেছে কিশোরগঞ্জ জেলার টিটিসি; আর সবচেয়ে কম মাত্র ৩৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে ফেণী জেলার টিটিসি। নমুনা জেলার টিটিসিসমূহের মধ্যে প্রশিক্ষণে সবচেয়ে বেশি নারীদের অংশগ্রহণ ছিলো কিশোরগঞ্জ জেলায়, ৫৯%।

সারণি ৯: মূল্যায়নে অন্তর্ভূক্ত ১৮টি টিটিসি'র প্রশিক্ষণ সাফল্যের চিত্র

ক্রমিক	টিটিসি	পুরুষ	নারী	মোট	নারী %
১	মানিকগঞ্জ	১৮৬৯৪	২০৪৯	২০৭৪৩	৯.৮৮
২	কিশোরগঞ্জ	১১২৬৫	১৬২১২	২৭৪৭৭	৫৯.০০
৩	গোপালগঞ্জ	৭৩৫৮	২৮৫০	১০২০৮	২৭.৯২
৪	মাদারীপুর	২৪৫৫৬	১৩১৬	২৫৮৭২	৫.০৯
৫	বি.বাড়ীয়া	৫২৬৯২	৫০৫৯	৫৭৭৫১	৮.৭৬
৬	ফেনী	৬৮৮৭	৩৬	৬৯২৩	০.৫২
৭	নীলফামারী	৬৭৩০	২৮৫০	৯৫৮০	২৯.৭৫
৮	গাইবান্ধা	১০৫৬৯	২৫৬৪	১৩১৩৩	১৯.৫২
৯	জয়পুরহাট	৬২৪৩	১১৩৭	৭৩৮০	১৫.৪১
১০	নওগাঁ	১১২৮৬	১২১৭	১২৫০৩	৯.৭৩
১১	সাতক্ষীরা	৯৬৬৯	২২৪৬	১১৯১৫	১৮.৮৫
১২	মেহেরপুর	৮৩৮১	৩৬৪	৮৭৪৫	৪.১৬
১৩	নড়াইল	৫৯৪৩	১৩৫১	৭২৯৪	১৮.৫২
১৪	ভোলা	১২৫৬৪	২৬৬৩	১৫২২৭	১৭.৪৯
১৫	ঝালকাঠি	৬০২৮	১০৯৫	৭১২৩	১৫.৩৭
১৬	সুনামগঞ্জ	১৮৯৩	৩৩৬	২২২৯	১৫.০৭
১৭	মৌলভীবাজার	১৭৫০০	৭৪৯৯	২৪৯৯৯	৩০.০০
১৮	শেরপুর	৪৭০০	৩১১১	৭৮১১	৩৯.৯৩
	মোট	২২২৯৫৮	৫৩৯৫৫	২৭৬৯১৩	১৯.৪৮

৩.৬.২ প্রশিক্ষণ শেষে কর্মে নিয়োজিত হওয়া

কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের অবস্থানের তথ্য সংগ্রহে রাখার রীতি এখনও চালু হয়নি। তাই মূল্যায়নে অংশগহণকারী টিটিসিসমূহ থেকে এজাতীয় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য সাফল্য প্রদর্শনকারী টিটিসি ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতেও এ জাতীয় কোন তথ্য সংরক্ষিত নেই। তবে তুলনামূলকভাবে ভালো সাফল্য অর্জনকারী টিটিসিসমূহ থেকে অনুমিত তথ্যে জানা যায় যে তাদের ৮-১২% প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ শেষে বিদেশে গিয়েছে। তাছাড়া দেশে আরও ১৫-২০% চাকুরী কিংবা স্ব-কর্মে নিয়োজিত হয়েছে। অবশিষ্টদের ভাগ্য তথৈবচ। যদি ধরে নিই, সার্বিকভাবে ৩০% প্রশিক্ষণার্থী দেশে কিংবা বিদেশে কাজ করছে। তাহলেও ৭০% অনিশ্চিত অবস্থায় পতিত হয়ে হতাশায় নিমজ্জিত। এ অবস্থায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ আলোচ্য প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধনে ইতিবাচক ভুমিকা রাখতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে বাধ্য।

অনানুষ্ঠাণিক আলোচনায়, ব্যক্তি খাতের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন যে, এসব কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতায় পিছিয়ে থাকায় কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে। যারা ব্যক্তিগতভাবে সিনিয়রদের সাথে কাজ করতে করতে শিখেছে (on the job training), তারা কর্মক্ষেত্রে ভালো করছে এবং সহজে কর্মক্ষেত্রে যায়গা করে নিচ্ছে। তাদের মতে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের ব্যবহারিক শিক্ষা কার্যক্রম আরো বাস্তবমুখী না করলে যুবরা এ প্রশিক্ষণে আগ্রহ হারাবে।

একটি পর্যবেক্ষণ এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। মূল্যায়ন দল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে বিভিন্ন টিটিসিতে অবস্থানকালে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও পর্যববেক্ষণ করেছে। সবচেয়ে সফল টিটিসি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদাহরণ দিয়েই বলা যায়, পর্যবেক্ষণকালে সেখানে প্রাক-বহির্গমণ প্রশিক্ষণে অত্র টিটিসিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কোন বিদেশগামীকে দেখা যায়নি। এটিও বাস্তবতা যে, দক্ষ কর্মী হিসেবে যারা বিদেশে যান তাদের অনেককেই স্বল্প সময়ের নোটিশে প্রস্তুতি নিতে হয় এবং অনেকেই শেষ মুহূর্তে ঢাকায় এটি সম্পন্ন করেন।

আরো একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা জরুরি যে, ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য প্রণীত পাঠ্যক্রমও আন্তর্জাতিক চাহিদা মেটাতে পারছে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অটোমোটিভ প্রশিক্ষণে এসব কেন্দ্রে কার্বোরেটর (Carburetor) ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু উন্নত দেশসমূহেতো বটেই এমনকি বাংলাদেশেও কার্বোরেটর ইঞ্জিন সমৃদ্ধ গাড়ির ব্যবহার অনেক কমেছে। আর ক্রমশঃ জনপ্রিয় হচ্ছে মাইল্ড হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকল (MHEV), হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকল (HEV) এবং প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকল (PHEV) ইত্যাদির। ফলে এসব কারিগরি কেন্দ্র থেকে অটোমিটভ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিদেশে কাজ করা প্রায় অসম্ভব। আমদের মনে রাখতে হবে যে, দক্ষ কর্মী রপ্তানির ক্ষেত্রে আমরা ভারত ও ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশের সাথে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হচ্ছি। তাই, কারিগরিভাবে তাদের সমকক্ষতা অর্জন না করলে দক্ষ কর্মী রপ্তানিতে আমরা আরো পিছিয়ে যাবার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

৩.৬.৩ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বহুবিধ ব্যবহার

টিটিসিসমূহ মূলত: প্রশিক্ষণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু জেলা এবং উপজেলা শহরে এমন স্থাপনার সংখ্যা খুব বেশি নেই। তাই প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি বহুবিধ কাজের জন্য টিটিসিসমূহ ব্যবহারের ফলে কিছুটা হলেও নিজস্ব আয়ের একটা বড় উৎস হতে পারে। ইতোমধ্যেই কোন কোন টিটিসি নিজেদের সুবিধাসমূহ এনজিও এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থাকে ব্যবহারের সুযোগ দিচ্ছে।

৩.৬.৪ সোলার প্যানেল থেকে জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ

প্রতিটি টিটিসিই ডিপিপি'র আলোকে সৌর বিদ্যুতের আওতায় এসেছে। এখন অবধি উৎপাদিত সৌর বিদ্যুৎ সরাসরি জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হচ্ছে এবং বিনিময়ে গ্রীডের বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সৌর বিদ্যুতের বিনিময় মূল্য হিসেবে সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ পাচ্ছে। যদিও গ্রীডে বিদ্যুৎ সঙ্কট হলে কিংবা লোড শেডিং হলে নিজস্ব সৌর বিদ্যুৎ টিটিসিসমূহ ব্যবহার করতে পারছে না। প্রয়োজনে নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সর্বদা সচল রাখার স্বার্থে টিটিসিসমূহকে নিজস্ব সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে হবে যা জৈব-জ্বালানীর ব্যবহার কমিয়ে আমাদের পরিবেশকে জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাবমুক্ত রাখতে সহায়তা করবে।

৩.৬.৫ রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং

সুপেয় পানির সঙ্কট ক্রমশ তীব্র হচ্ছে বাংলাদেশে। এ অবস্থায় ভূগর্ভস্থ সুপেয় পানি কেবল পানীয় জলের উৎস হিসেবে ব্যবহার করে ধরে রাখা বৃষ্টির পানি অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করলে ভূগর্ভস্থ পানির উৎসের ওপর চাপ কমবে, যা প্রকারান্তরে আামাদের পরিবেশ সুরক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কিন্তু এ জন্য রেইন ওয়াটার ধরে রাখার ব্যবস্থা সচল রাখার পাশাপাশি একে নিরাপদ ও দূষণমুক্ত রাখাও জরুরি। ডিপিপিতে প্রতিটি টিটিসিতে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ব্যবস্থা চালু করার সুযোগ রাখা হয়েছে এবং অবকাঠামো নির্মাণকালে এ ব্যবস্থাটি চালু করা হয়েছে কিন্তু সচেতনতার অভাবে সিস্টেম সচল না থাকলে এর সুবিধা টিটিসিসমূহ পাবেনা।

৩.৬.৬ জাতীয় প্রয়োজনে ব্যবহার

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম যেমন বিভিন্ন জাতীয় (এসএসসি, এইচএসসি, বিসিএস, চাকুরীর নিয়োগ) পরীক্ষার সময় টিটিসিসমূহ জাতীয় দায়িত্ব হিসেবে পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এসব অনেক পরীক্ষা ছুটির দিনে অনুষ্ঠিত হয় ফলে সহজেই টিটিসি'র সুবিধাসমূহ অন্য কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠান কিংবা কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় আসতে পারে।

৩.৬.৭ টিটিসিতে পরিচালিত কোর্সসমূহ

বিএমইটি টিটিসিসমূহে সাধারণত: মডিইলার কোর্সসমূহ পরিচালনা করে থাকে। এ কোর্সগুলো স্বল্প মেয়াদি হয়ে থাকে। সব কোর্সই ৩-৬ মাস মেয়াদি হয়। নিম্নে টিটিসিসমূহ পরিচালিত কোর্সসমূহের তালিকা দেয় হলো:

মডিউলার কোর্সসমূহ	
নৌসংক্রান্ত (মেরিন) ১. নৌযান এর নিরাপত্তা ও অগ্নি নির্বাপন ২. শিপ ফেব্রিকেশন এন্ড ওয়েল্ডিং ৩. মেরিন পাইফ ফিটিং ৪. মেরি ইঞ্জিন এন্ড মেকানিক্যাল ফিল্টার ৫. শিপ বিল্ডিং ড্রইং এন্ড আটোক্যাড	**ইলেকট্রিক্যাল** ১. ইলেকট্রিক্যাল মেশিন মিইনটেনেন্স ২. ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়েরিং **ইনফরমেশন টেকনোলজি** ১. কম্পিউটার অপারেশন ২. গ্রাফিক্স ডিজাইন
অটোমোবাইল ১. অটো মেকানিক্স ২. অটো মেকানিক্স উইদ আটো ইলেকট্রিসিয়ান ৩. আটো মেকানিক্স উইদ ড্রাইভিং	**ইলেকট্রনিক্স** ১. কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স **রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং** ১. রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং ২. ডাক্ট ফেব্রিকেশন
সিভিল ১. কার্পেন্ট্রি ২. প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিংস ৩. সিভিল কনস্ট্রাকশন ৪. আর্কিটেকচারাল ড্রাফটিং উইদ আটোক্যাড ৫. সাটারিং (স্টীল, কাঠ) ৬. রড বাইন্ডার ৭. টাইলস ফিক্সার ৮. ম্যাসন (রাজ মিস্ত্রী) ৯. অটোক্যাড ২ডি, ৩ ডি	**রেডিমেইড গার্মেন্টস** ১. ড্রেস মেইকিং ২. প্যাটার্ণ মেইকিং, মার্কার মেইকিং এন্ড কাটিং ৩. সিউয়িং মেশিন অপারেটর ৪. বুটিক, ব্লক, বাটিক ৫. মিড-লেভেল গার্মেন্টস সুপারভাইজার ৬. সিউংয়িং মেশিন মেইনটেনেন্স ৭. কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট ৮. সোয়েটার এন্ড লিংকিং মেশিন অপারেটর
মেকানিক্যাল ১. ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন ২. আর্ক এন্ড গ্যাস ওয়েল্ডিং ৩. TIG এবং MIG ওয়েল্ডিং ৪. ওয়েল্ডিং (৬জি) ৫. মেশিন টুলস অপারেশন ৬. মেকানিক্যাল ফিটার ৭. ড্রাফটিং (মেকানিক্যাল) ৮. জেনারেল মেকানিক্স	**অন্যান্য** ১. ফ্রুট এন্ড ফুড প্রসেসিং ২. প্লাষ্টিক টেকনোলজী ৩. হাইজ কিপিং ৪. কেয়ার গিভার ৫. কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ৬. অ্যামপ্লয়মেন্ট পারমিট সিস্টেম-TOPIK ৭. ওরিয়েন্টেশন ট্রেইনিং

উপরোক্ত মডিউলার কোর্সসমূহের মধ্যে যে দশটি কোর্স আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত টিটিসিসমূহে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, সেগুলো হলো- (১) সিভিল কনস্ট্রাকশন, (২) ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন, (৩) ইলেকিট্রিক্যাল, (৪) ইলেকট্রনিক্স, (৫) গার্মেন্টস, (৬) কম্পিউটার অপারেশন, (৭) অটোমোটিভ, (৮) হাউজ কিপিং, (৯) আর্কিটেকচারাল ড্রাফটিং উইদ অটোক্যাড, এবং (১০) মেশিন টুলস অপারেশন। প্রতিটি ট্রেড এর বিপরীতে প্রতিটি টিটিসিতে দু'জন করে প্রধান প্রশিক্ষক ও চার জন করে প্রশিক্ষক পদ ডিপিপিতে প্রস্তাব করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, সামাজিক বিজ্ঞান, গণিত এবং পদার্থ ও রসায়ন বিষয় পাঠদানের জন্য প্রতি টিটিসিতে বিষয় ভিত্তিক একজন করে প্রশিক্ষক প্রস্তাবিত আছে, অর্থাৎ ২৭ টি টিটিসিতে ১৩৫ জন।

সারণি ১০: ডিপিপি অনুসারে ট্রেড এর বিপরীতে টিটিসিসমূহের জন্য সৃষ্ট পদ

	ট্রেড এর নাম	টিটিসি'র সংখ্যা	প্রধান প্রশিক্ষক	প্রশিক্ষক	মোট
১.	সিভিল কনস্ট্রাকশন	১৪	২৮	৫৬	৮৪
২.	ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন	১২	২৪	৪৮	৭২
৩.	ইলেকিট্রিক্যাল	২৭	৫৪	১০৮	১৬২
৪.	ইলেকট্রনিক্স	১৯	৩৮	৭৬	১১৪
৫.	গার্মেন্টস	১৮	৩৬	৭২	১০৮
৬.	কম্পিউটার অপারেশন	২৭	৫৪	১০৮	১৬২
৭.	অটোমোটিভ	১৬	৩২	৬৪	৯৬
৮.	হাউজ কিপিং	৩	৬	১২	১৮
৯.	আর্কিটেকচারাল ড্রাফটিং উইদ অটোক্যাড	১২	২৪	৪৮	৭২
১০.	মেশিন টুলস অপারেশন	১৪	২৮	৫৬	৮৪
১১.	সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী	২৭	০	১৩৫	১৩৫
	মোট		**৩২৪**	**৭৮৩**	**১১০৭**

কিন্তু বাস্তবে কোন টিটিসিতেই সৃষ্ট সকল পদে প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। যার ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে গুণগত শিক্ষা ব্যহত হচ্ছে। প্রশিক্ষকগণ অতিরিক্ত চাপ সামলাচ্ছেন, যার প্রভাব পাঠাদনে প্রতিফলিত হচ্ছে আর প্রশিক্ষার্থীগণ হতাশায় পতিত হচ্ছে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে সকল টিটিসিতে সকল ট্রেড প্রস্তাব করা হয়নি। কেবল মাত্র ইলেকট্রিক্যাল ও কম্পিইটার অপারেশন কোর্স দু'টি সকল টিটিসিতে চালু আছে। সব টিটিসিতে বিষয় ভিত্তিক কোর্স পরিচালনার কথা থাকলেও সব প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি।

একটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরি যে, পশ্চিমা দেশগুলোতে এখন আর কারিগরি শিক্ষা প্রত্যয়টি খুব কমই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারিগরি প্রশিক্ষণকে তারা আর প্রশিক্ষণ কলছেন না বরং একে বলছেন Career and Technical Education (CTE). তারা চিন্তা করছেন যে শুধু প্রশিক্ষণ দিয়ে বাজারে ছেড়ে দিলেই তারা ক্যারিয়ার গড়তে পারবে না। তাদের ক্যারিয়ার পথটা দেখিয়ে দিতে হবে। আমাদের দেশে এ বিষয়টি ভাবা হয়নি বলেই প্রশিক্ষণ শেষে তারা চাকুরীর নিশ্চয়তা দাবী করে। শুধু কারিগরি শিক্ষায় কেন, আমদের দেশে শিক্ষার কোন স্তরেই ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং চালু নেই। যে কারণে শিক্ষা জীবন শেষ করে তরুণরা পথ খুঁজে পায় না।

কারিগরি প্রশিক্ষণ মূলত: একটি বাজারমুখী শিক্ষা। তাই এটিকে শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ যাই বলি না কেন, কোর্স ডিজাইন করার আাগে কিংবা নিয়মিত মেয়াদান্তে বাজার সমীক্ষা পরিচালনা করা খুব জরুরি। যারা সম্ভাব্য চাকুরীদাতা, তাদের ভাবনা ধারণ করে কোর্স পরিচালনা করলে এবং তাদের প্রয়োজন সঠিকভাবে অনুধাবন করে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করলে, তারা নিজের প্রয়োজনেই দক্ষ লোকটিকে খুঁজে নিবেন। প্রতিষ্ঠান কেবল তাকে বাজার উপযোগি দক্ষ করে তৈরি করে দেবে। পশ্চিমা দেশগুলো এভাবেই তাদের প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে তৈরি করার চ্যালেঞ্জ গ্রহন করে এবং বিজয়ী হয়।

সর্বোপরি এটা বলা যায় যে, স্থাপতি ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সর্বোত্তম ব্যবহার (optimal use) এখন অবধি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। নতুন কারিগরি কেন্দ্র স্থাপনের চেয়ে বর্তমান কেন্দ্রগুলো কারিগরি এবং প্রযুক্তিগতভাবে সমৃদ্ধ করে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার দিকেই মনযোগ দেয়াই সমীচীন হবে।

কেস স্টাডিঃ কারিগরি প্রশিক্ষণে স্বাবলম্বী

২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষা অকৃতকার্য হয়ে হতাশ হয়ে পড়া ওবায়দুল ইসলাম এখন একজন স্বাবলম্বী ব্যক্তি। সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার নগরঘাটা গ্রামের সবুর সরদার এর পুত্র ওবায়দুল বিশ্বাস করেন হাতে-কলমে শিক্ষা স্বাবলম্বী হতে আত্নবিশ্বাস জোগায়। হতাশ ওবায়দুল প্রথমে সাতক্ষীরা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রথম ব্যাচ এর ড্রাইভিং কোর্স এর প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন। পরে নিজের আগ্রহে তিনি অটোমোবাইল প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন। শুরুতে তিনি সাতক্ষীরা শহরস্থ একটি 'রেন্ট এ কার' কোম্পনীতে গাড়ি চালাতেন এবং তাতে মাসে ৭/৮ হাজার টাকা আয় হতো।

২১০৯ সালে ব্যাংক ঋণ ও নিজের সঞ্চয়ের টাকা যোগ করে একটি পুরাতন সিডান কার কিনে নিজে চালানো শুরু করেন। সে সময়ে কোভিড-১৯ প্যানডেমিক এর কারণে আশানুরূপ আয় হতো না। পরে তার আয় ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং একটি মাইক্রোবাস ক্রয় করেন। এর ফলে তিনি আরো একজনের কর্মসংস্থান করতে সক্ষম হন। অটোমোবাইল কোর্স করার ফলে তিনি গাড়ি চালনার পাশাপাশি কার ওয়াসের কাজ শুরু করেন, সাথে গাড়ির যন্ত্রাংশ বিক্রিও যুক্ত করেন। তার দোকানটি মহাসড়কের পাশে হওয়ায় আয়ও ক্রমশ বাড়তে থাকে। টিটিসি'র অনেক শিক্ষার্থী প্রায়ই ওবায়দুল এর কাছে প্র্যাকটিস করতে আসেন, তিনি হাসিমুখে তাদের সুযোগ করে দেন। তিনি এখন তিন জনের কর্মসংস্থান করেছেন। তবে তিনি এখানেই থামতে চান না। তিনি আরো অনেক মানুষের জীবিকার উৎস হতে চান।

ওবায়দুল এ ভাবেই যোগ করেন "বর্তমানে আমার মাসিক আয় প্রায় ৪৫ হাজার টাকা। পরিবার পরিজন নিয়ে বেশ ভালাই দিন কাটছে। আমার অনেক বন্ধুর এখনো পড়ালেখাই শেষ হয়নি।" তিনি মনে করেন যে, হতাশ না হয়ে দরিদ্র পরিবারের বেকার তরুণেরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, দেশে-বিদেশে কাজ করে পরিবার ও সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে্। এ ভাবেই দেশ এগিয়ে যাবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন আর যোগ করেন 'সরকারের এ উদ্যোগ যেন অব্যাহত থাকে'।

৩.৭ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট FGD (দলীয় আলোচনা) থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ:

প্রকল্পের প্রভার মূল্যায়ন সমীক্ষায় প্রয়োজনে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট এলাকায় মোট ১২টি এফজিডি বা দলীয় আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিলো। দলীয় আলোচনায় সাধারণত ১০-১২ জন নির্বাচিত অংশগ্রহণকারী ছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আগ্রহী অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় তাদেরও অংশগ্রগণ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি দলীয় আলোচনায় কনসালটেন্ট দলের তিনজন পরিচালনায় নিয়োজিত ছিলেন- ১ জন সঞ্চালক, একজন নোট সংগ্রহকারী ও ১ জন সহকারী। নিচে দলীয় আলোচনার ফলাফল তুলে ধরা হলো। সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের সম্মতি নিয়ে এবং আলোচ্যসূচি অবহিত করে আলোচনা শুরু করেছে।

৩.৭.১ এলাকায় বিদেশে কর্মরত মানুষের সংখ্যা:

দলীয় আলেচনার ফলাফলে দেখা যায় যে অঞ্চল ভেদে ৪-২৫% মানুষ বিদেশে কর্মরত আছেন। তুলনামূলকভাবে শেরপুর, এবং কিশোরগঞ্জ জেলায় বিদেশে কর্মরত মানুষের সংখ্যা দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় বেশ কম। আবার মাদারীপুর, ভোলা এবং মৌলভীবাজার জেলায় এ হার বেশি। সাধারণত ২০-৪৫ বছর বয়সী মানুষ বিদেশে কাজ করতে যান। বিদেশে গমণকারি অধিকাংশ মানুষই অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে বিদেশে কাজ করতে গিয়েছেন। সাম্প্রতিককালে প্রশিক্ষপ্রাপ্ত কর্মীদের বিদেশে কাজ করতে যাবার সংখ্যা বাড়ছে। নিচের সারণিতে সাধারণত বিদেশগামীদের লক্ষ্য দেশ দেখানো হলো।

কর্মীর ধরণ	লক্ষ্য দেশ
অদক্ষ শ্রমিক	সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, কুয়েত, কাতার, ওমান, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি
দক্ষ কর্মী	দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ইইরোপীয় দেশসমূহ

৩.৭.২ বিদেশে কাজ করতে যাবার কারণ:

দলীয় আলোচনায় বিদেশে যাবার কারণ নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা হয়েছে। নীচের সারণিতে বিদেশে কাজ করতে যাবার কারণসমূহ উপস্থাপন করা হলো:

	বিদেশে যাবার কারণ
১	দেশে কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা
২	দেশে কাজের মজুরী কম
৩	অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য বেশি শিক্ষার দরকার হয় না
৪	অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে বিদেশে সহজে কাজ পাওয়া যায়
৫	অল্প সময়ে বেশি টাকা আয় করা যায়
৬	দ্রব্যমূল্য বেশি হওয়ায় দেশের আয়ে সংসার চালানো কঠিন

৩.৭.৩ কাজের অভিজ্ঞতা ছাড়া বিদেশে গেলে কি অসুবিধা হয়:

দক্ষ কিংবা অদক্ষ যারাই হোন না কেন সংশ্লিষ্ট কাজের পূর্বাভিজ্ঞতা ছাড়া বিদেশে পাড়ি জমালে বিদেশে গিয়ে নানা ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। দলীয় আলোচনায় বিদেশে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অংশগ্রহণকারীগণ বিশেষভাবে এ বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন এবং অন্যরাও সহমত পোষণ করেছেন। নিম্নে সমস্যাগুলো তুলে ধরা হলো:

	পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া বিদেশে গেলে সমস্যা
১	বেতন কম দেয়
২	কাজের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়
৩	যে কাজের জন্য বিদেশে যায় সে ধরনের কাজ পায় না
৪	দালালের মাধ্যমে প্রতারিত হয়
৫	ভিসা পেতে বেশি টাকা লাগে
৬	ভাষাগত সমস্যা হয়

৩.৭.৪ বিদেশে যাবার আগে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা:

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ বিদেশে যাবার আগে প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিষয়ে সবাই শতভাগ একমত পোষণ করেছেন। তারা বলেছেন যে, বিদেশে গিয়ে একজন কি কাজ করতে চান সে বিষয়ে আগে সিদ্ধান্ত নেয়া আবশ্যক। তারপর সে বিষয়ে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণে গ্রহণ করে বিদেশে যাওয়া উচিত।

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ৯৬% লোকই তাদের নিজ নিজ এলাকায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কে অবহিত। এমননি কেন্দ্রে কী কী ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। তা'ছাড়া অনেকেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণের কথাও উল্লেখ করেছেন।

৩.৭.৫ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কে ধারণা:

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা নিয়ে বেশ সন্তুষ্ট। বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তিতে তারা বেশ উচ্চকিত ছিলেন। এমনকি আবাসিক প্রশিক্ষণেও কোন খরচ লাগে না বলে অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ স্বল্প খরচে থাকা-খাওয়ার কথাও বলেছেন। পাশাপাশি কোন কোন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করলে প্রশিক্ষণ ভাতা পাওয়া য়ায় সে সম্পর্কেও তারা অবহিত। প্রশিক্ষণ শেষে কেন্দ্র থেকে বিদেশে যেতে সহযোগিতার কথাও তারা বলেছেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুবিধা সম্পর্কে তারা নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লখ করেছেন:

	প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুবিধা
১	যুবদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়
২	বিদেশে গিয়ে উচ্চ বেতনে কাজ করতে পারে
৩	দেশে মিল-ফ্যাক্টরীতে কাজ করা যায়
৪	একক বা যৌথভাবে ব্যবসা শুরু করা যায়
৫	প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট দেয়া হয়

৩.৭.৬ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রদত্ত কোন কোন প্রশিক্ষণ বেশি কাজে লাগছে:

প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ যে সব প্রশিক্ষণ দেশে-বিদেশে বেশি কাজে লাগছে তার একটি তালিকা প্রস্তত করেছেন। নিম্নে তাদের পছন্দের ক্রমানুসারে তালিকাটি দেয়া হলো:

	প্রশিক্ষণ এর নাম	
	দেশে	বিদেশে
১	ড্রাইভিং	ড্রাইভিং
২	ইলেকট্রিক	ইলেকট্রিক এন্ড ইলেকট্রনিক্স
৩	গার্মেন্টস্	ওয়েল্ডিং
৪	অনলাইন বিজনেস, আউটসোর্সিং	প্লাম্বিং, পাইপ ফিটিংস্
৫	মোবাইল সার্ভিসিং	কুকিং, হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট
৬	অটোমোবাইলস্	গ্রাফিক্স ডিজাইন, অটোক্যাড
৭	--	ইংরেজি ও সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা

৩.৭.৭ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তারা আর কী কী সুবিধা চান:

অংশগহণকারীগণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ আরো কার্যকরী দেখতে চান। সরকার যেহেতু জনগণের জন্য এ সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, এ গুলোকে মানুষের প্রয়োজনেই আরো আধুনিক করে গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে যারা বিদেশে কাজ করতে যেতে চান, জরীপ করে বিভিন্ন দেশের চাহিদা অনুসারে প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহকে ঢেলে সাজাতে হবে বলে তারা মনে করেন। অংশগ্রণকারীদের মতে নিম্নলিখিত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এসব কেন্দ্র থেকে মানুষ আরো বেশি উপকৃত হবে:

১. বিভিন্ন দেশে কর্মীর চাহিদার নিরিখে নতুন নতুন ট্রেড চালু করতে হবে
২. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের চাহিদার ভিত্তিতে ট্রেড চালু করলে মানুষ আরো বেশি উপকৃত হবে
৩. প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে আধুনিক যন্ত্রপাতি (টুলস) দিয়ে সুসজ্জিত করতে হবে
৪. ভালো প্রশিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে
৫. প্রশিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করতে হবে
৬. প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে জব প্লেসমেন্ট এর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে
৭. প্রশিক্ষণার্থীদের রেজাল্টের ভিত্তিতে তাদের বিদেশে কাজের সুপারিশ প্রদান করতে হবে
৮. প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সুপারিশের ভিত্তিতে বিদেশ যাবার জন্য স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে
৯. প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে ‘‘জব ফেয়ার’’এর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা সহজে চাকুরীদাতাদের সংস্পর্শে আসতে পারে।

ছবি ১- এফজিডি সেশন, মেহেরপুর, টিটিসি

ছবি ২- এফজিডি সেশন, শেরপুর, টিটিসি

ছবি ৩ - এফজিডি সেশন, গোপালগঞ্জ, টিটিসি

ছবি ৪- এফজিডি সেশন, মৌলভিবাজার, টিটিসি

৩.৮ কেআইআই থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

মূল্যায়ন সমীক্ষায় মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে। সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যের বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ করেছে। সকল সাক্ষাৎকারে যে সব মূল বিষয়গুলো উঠে এসেছে যা মূল্যায়ন সমীক্ষার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত, সেসব বিষয়গুলোর সমন্বিত রূপ এখানে উপস্থাপিত হলো।

৩.৮.১ লক্ষ্য অর্জনে টিটিসি সমূহের চ্যালেঞ্জ:

	চ্যালেঞ্জসমূহ	মতামত
১	প্রয়োজনীয় জনবলের নিয়োগ না হওয়া/ শিক্ষক স্বল্পতা	★★★★★
২	যুগোপযোগি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম স্বল্পতা	★★★★★
৩	প্রযুক্তি পরিবর্তানের সাথে খাপ খাইয়ে শিক্ষাক্রম (সিলেবাস) আধুনিকায়ন না হওয়া	★★★★★
৪	প্রশিক্ষণ শেষে শ্রম বাজারে অন্তর্ভূক্তির সমস্যা/ অপর্যাপ্ত আয়	★★★★
৫	অপ্রতুল শিল্পায়ন/ বাজার সম্প্রসারণ না হওয়া	★★★
৬	কারিগরি প্রশিক্ষণের প্রতি জন-সচেতনতার ঘাটতি	★★★
৭	হোম সিকনেস/ বাড়ি ছেড়ে বেরুতে অনীহা	★★
৮	জেলার সকল বেকার যুবদের প্রশিক্ষণের আওতায় না আনতে পারা	★
৯	টিটিসিসমূহে প্রচার-প্রচারণার জন্য বরাদ্দ না থাকা	★

চুড়ান্ত মূল্যায়ন প্রাক্কালে আমরা বিভিন্ন টিটিসি'র অধ্যক্ষ ও অন্যান্য প্রশিক্ষকবৃন্দের মতামত গ্রহণ করেছি। টিটিসিমূহের চ্যালেঞ্জসমুহ যা তাদের প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনকে ব্যহত করছে, এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে উত্তরদাতাগণ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করেছেন, যার অধিকাংশই খুবই প্রাসঙ্গিক ছিলো। অবশ্য অতি অল্প সংখ্যক চ্যালেঞ্জ ছিলো নিতান্তই ব্যক্তিগত কিংবা অপ্রাতিষ্ঠানিক যা আলোচনায় সন্নিবেশিত না করাই সমীচীন। যাই হোক, দেখা যাচ্ছে যে, (ক) টিটিসিসমূহে প্রয়োজনীয় জনবল এর ঘাটতি, (খ) যুগোপযোগি যন্ত্রপাতি ও ব্যবহারিক সরঞ্জাম এর স্বল্পতা, এবং (গ) প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সোথে সাথে টিটিসিসমূহের শিক্ষাক্রম আধুনিকায়ন না হওয়াকে উত্তরদাতাগণ প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে করেন। এছাড়া কোন কোন এলাকার যুবদের মাঝে হোম সিকনেস, আবার কোন কোন এলাকায় আগ্রহী সকলকে প্রশিক্ষণের সুযোগ দেয়া যাচ্ছে না।

৩.৮.২ যেসব নতুন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা প্রয়োজন:

	প্রস্তাবিত প্রশিক্ষণের বিষয়	মতামত
১	ওয়েব ডিজাইন এন্ড আউট সোর্সিং	☺☺☺☺☺
২	গ্রাফিক্স ডিজাইন	☺☺☺☺☺
৩	হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট এন্ড ট্যুরিজম (হোটেল ম্যানেজমেন্ট)	☺☺☺☺☺
৪	ভাষা শিক্ষা কোর্স (ইংরেজি, কোরিয়ান, চাইনিজ, আরবী)	☺☺☺☺☺
৫	প্লাম্বিং/ পাইপ ফিটিংস	☺☺☺☺☺
৬	রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং	☺☺☺☺
৭	গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং	☺☺☺
৮	অটোক্যাড ডিজাইন	☺☺☺
৯	মোবাইল সার্ভিসিং	☺☺
১০	বিউটিফিকেশন (মেকওভার)	☺
১১	ফুড এন্ড বেভারেজ	☺
১২	ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন	☺

টিটিসিসমূহ সৃষ্টির প্রাক্কালে যে সব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান জরুরি মনে হয়েছিলো সময়ের বিবর্তনে অথবা বৈশ্বিক চাহিদার নিরিখে সেসব বিষয়ের অনকেগুলোরই গুরুত্ব ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। তাই টিটিসিসমূহের প্রশিক্ষকগণ প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নতুন নতুন বিষয় প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে যুক্ত করার পরমর্শ দিয়েছেন। এর মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে যেমন, ওয়েব ডিজাইন ও আউট সোর্সিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, হসপিটালিটি ম্যানেজেমেন্ট, ইংরেজির পাশাপশি অন্যান্য ভাষা শিক্ষা কোর্স (আরবী, কোরিয়ান, জাপানীজ, চায়নিজ), প্লাম্বিং ও পাই ফিটিংস ইত্যাদি বিষয় চালূ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। এ ছাড়া সব টিটিসিসমূহে প্রচলিত সকল কোর্স চালু করা হয়নি। লক্ষ্য দেশে চাহিদার নিরিখে সেসব কোর্স চালু করা জরুরি, যাতে বিদেশের পাশাপাশি যুবারা দেশেও আত্ন-কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পারে। বিশেষ করে মোবাইল সার্ভিসিং ও বিউটিফিকেশন কোর্সসমূহ দেশেও ব্যাপক কর্ম-সংস্থানের উৎস হতে পারে।

৩.৮.৩ টিটিসিসমূহের উল্লেখযোগ্য অর্জন:

	চ্যালেঞ্জসমূহ	মতামত
১	দেশে-বিদেশে কর্ম-সংস্থান নিশ্চিত করা	🏆🏆🏆🏆🏆
২	প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বেকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা	🏆🏆🏆🏆🏆
৩	জেলা-ভিত্তিক উন্নয়ন মেলায় পুরষ্কার অর্জন	🏆🏆🏆🏆🏆
৪	প্রাক-বিদেশ গমণ প্রশিক্ষণ ও নিজ জেলায় ফিঙ্গার প্রিন্ট সেবা প্রদান	🏆🏆🏆🏆🏆
৫	বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অবদান রাখা	🏆🏆🏆🏆
৬	জর্ডানে গার্মেন্টস কর্মী প্রেরণ ((৭৬), সৌদি আরবে গৃহহকর্মী প্রেরণ (৩৪৫৬) (গোপালগঞ্জ টিটিসি)	🏆
৭	বিদেশে চাকুরীর ব্যবস্থা – (জাপান ২৫ জন, কোরয়িা ৫০ জন)-ব্রাহ্মণবাড়িয়া টিটিসি	🏆
৮	বৈদেশিক জব ফেয়ার আয়োজন এর মাধ্যমে প্রশিক্ষিত কর্মীদের বিদেশে প্রেরণ	🏆
৯	জব প্লেসমেন্ট সেন্টার স্থাপন (কিশোরগঞ্জ টিটিসি)	🏆

টিটিসিসমূহ চালু করার পর থেকে নানা সীমাবদ্ধতার মাঝেও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। সবক'টি টিটিসি প্রশিক্ষণ প্রদান করে কম-বেশি শিক্ষার্থীদের বিদেশে পাঠতে সক্ষম হয়েছে যা প্রকারন্তরে বেকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজে ইতবাচক পরিবর্তন আনতে অবদান রেখেছে। ইতোমধ্যে বেশকিছু টিটিসি জেলা পর্যায়ে আয়োজিত উন্নয়ন মেলায় ১ম ও ২য় পুরষ্কার লাভ করেছে। বলাই বাহুল্য প্রাক-বিদেশ গমণ প্রশিক্ষণ একটি অতি প্রশংসনীয় উদ্যোগ যা সকলেই পছন্দ করছে। সবক'টি টিটিসিই এ প্রশিক্ষণ প্রদানে সাফল্য দেখিয়েছে। গোপালগঞ্জ টিটিসি গৃহকর্মী প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রায় ৪ হাজার নারী কর্মীকে সৌদিআরবে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি তারা জর্ডানে গার্মেন্টস কর্মীও পাঠিয়েছে যা বিদেশে দক্ষ কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া টিটিসি জাপান, কোরয়িায় দক্ষ কর্মী পাঠানোয় সাফল্য দেখিয়েছে। কিশোরগঞ্জ টিটিসি'র জন প্লেসমেন্ট সেন্টার স্থাপন ও প্রশিক্ষিত কর্মীদের স্থানীয় শ্রম-বাজারে নিয়োজিত করার একটি উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় প্রয়াস।

৩.৮.৪ বাংলাদেশি যুবদের বিদেশে যাবার প্রবণতা বাড়ছে:

	বিদেশে যাবার প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ	মতামত
১	দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকায় বিদেশে যেতে আগ্রহী হচ্ছে	☑ ☑ ☑ ☑ ☑
২	বিদেশে প্রশিক্ষিত জনশক্তির চাহিদা বাড়ছে	☑ ☑ ☑ ☑ ☑
৩	প্রশিক্ষিত যুবারা সহজে কাজ পাওয়া ও অধিক আয়ের সুযোগ থাকায় বিদেশে যেতে আগ্রহী হচ্ছে	☑ ☑ ☑ ☑ ☑
৪	প্রশিক্ষণ সহজলভ্য হওয়ায় প্রশিক্ষণ শেষে বিদেশে কাজ করতে আগ্রহী হচ্ছে	☑ ☑ ☑ ☑ ☑
৫	সামাজিক সচেতনতা বাড়ছে	☑ ☑ ☑ ☑
৬	বিএমইটি, জেলা জনশক্তি দপ্তরসমূহের মাধ্যমে বিদেশযাত্রা সহজীকরণের ফলে যুবদের আগ্রহ বৃদ্ধি	☑ ☑

	বিদেশে যাবার প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ	মতামত
	পেয়েছে	
৭	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর সহযোগিতা বৃদ্ধির ফলে বিদেশ যাত্রা সজহতর হয়েছে	☑ ☑
৮	বিদেশ যাত্রায় প্রতারণা হ্রাস পেয়েছে	☑

বলাই বাহুল্য অধিক জনসংখ্যার দেশে সবার জন্য কর্ম-সংস্থান নিশ্চিত করা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশও এ চ্যালেঞ্জ বিভিন্ন উপায়ে সরকারের নানা ধরনের উদ্যোগে মোকাবেলা করছে। এ ধারাবাহিকতায়ই একটি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে ৩০ টি জেলায় টিটিসি স্থাপন করেছে এবং এ সুফল দেশের কর্মদ্যোগী যুবারা পাচ্ছে। তবে বলাই বাহুল্য, দেশে কাজের সুযোগ কম থাকায় এবং বিদেশে আয় রোজগার তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় তারা বিদেশে যেতে আগ্রহী। তবে এ ধারাটি নতুন নয়। বেশ কয়েক দশক ধরেই তারা বিদেশে যাচ্ছে। তবে বিগত দশকে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের ফলে প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মীদের বিদেশ ভ্রমণে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। প্রশিক্ষিত কর্মী হওয়ায় তারা বিদেশে গিয়ে দক্ষ কর্মী হিসেবে সহজে এবং উচ্চ বেতনে কাজ পাচ্ছে। তা'ছাড়া সরসকারি বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন, জেলা পর্যায়ে জনশক্তি দপ্তরসমূহের মাধ্যমে বিদেশযাত্রা সহজীকরণ কর হয়েছে। এতে যুবারা ঝামেলা এড়িয়ে বিদেশ যেতে পারছে যা তাদেরকে আগ্রহী করে তুলেছে। এ ছাড়া প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর সহযোগিতা বিদেশমুখী কর্মীদের অভিযাত্রাকে সহজ করছে। সর্বোপরি, বিএমইটি এর ভুমিকা বিদেশমুখী কর্মীদের অনেকে ক্ষেত্রে প্রতারকরদের হাত থেকে রক্ষা করছে। তাই দক্ষ ও অদক্ষ সবাই সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিদেশে কাজ করতে যেতে আগ্রহী হচ্ছে বলে উত্তরদাতাগণ মনে করেন।

৩.৮.৫ প্রাক-বিদেশ গমণ প্রশিক্ষণ:

প্রাক-বিদেশ গমণ প্রশিক্ষণ একটি বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ যা বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে প্রদান করা হয়। দক্ষ কিংবা অদক্ষ কর্মী হিসেবে বিদেশে কাজ করতে গেলে এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। এতে সংশ্লিষ্ট দেশের আর্থ-সামজিক পরিবেশ, জীবন-যাত্রার নিয়মাবলী, কর্মী হিসেবে তার অধিকার ও কর্তব্য, দেশের সুনাম ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা, ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ লেন-দেন করা, সাধারণ শিষ্টাচার ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ধারণা দেয়া হয়, যাতে বিদেশে গিয়ে তার অনাহুত অনুভব না করেন এবং দেশের মান-মর্যাদা ও ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারে। এ প্রশিক্ষণটি প্রত্যেকটি টিটিসিতেই পরিচালিত হচ্ছে। তবে এলাকাভেদে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যায় ব্যবধান থাকাও স্বভাবিক ঘটনা। এখানে উল্লেখ থাকে যে, কয়েকটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রাক-বহিঃগমন ওরিয়েন্টেশন অনলাইনেও প্রদান করা হচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অনলাইন ওরিয়েন্টেশনে অফ-লাইন ওরিয়েন্টেশন এর চেয়েও বেশি সংখ্যক প্রশিক্ষার্থী অংশগ্রহন করছে এবং সফলভাবে উত্তীর্ণ হচ্ছে।

৩.৮.৬ ব্যবহারিক শিক্ষা:

সকল টিটিসিতে যে সব ট্রেডে প্রশিক্ষণ চালু হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ট্রেড এর জন্য ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সকল টিটিসিতে তাই সম-সংখ্যক ব্যবহারিক ল্যাবরেটরি নেই। এ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত টিটিসিসমূহে ৫-১২টি ব্যবহারিক ল্যাবরেটরি আছে। প্রকল্প দলিলে ব্যবহারিক ক্লাশ পরিচালনার জন্য প্রদর্শক এর পদ সৃষ্টি করা হয়নি। তাই ২৭টি টিটিসি'র কোনটিতেই কোন প্রদর্শক নেই। এ ক্ষেত্রে ৯৫% উত্তরদাতাই বলেছেন যে প্রদর্শক এর অনুপস্থিতিতে প্রশিক্ষণ কাজ ব্যহত হচ্ছে। প্রদর্শকদের অনুপস্থিতিতে প্রশিক্ষকগণই ব্যবহারিক ক্লাশ চালিয়ে নিচ্ছেন। ফলে প্রশিক্ষকগণের ওপর কাজের চাপ বেশি বলেই তারা মনে করেন।

উত্তরদাদতাগণ আরো বলেন যে, এখনো সবগুলো টিটিসি রাজস্ব খাতে আত্তীকরণ হয়নি বলে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা যায়নি, ফলে জনবল সংকট একটি বড় সমস্যা। তাছাড়া আলাদা অপারেশন ও মেইনটেনেন্স বাজেট অপ্রতুলতায় প্রয়েজনীয় সব

প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম সময়মত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়না। অধিকাংশ টিটিসিতে ড্রাইভওয়ে যথেষ্ট নয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে ড্রাইভওয়েটি সঠিকভাবে নির্মিত হয়নি ফলে, ড্রাইভিং প্রশিক্ষণে প্রায়শই বাইরের রাস্তায় যেতে হয় যা, প্রশিক্ষণার্থীদের নিরাপত্তা ব্যহত করে।

৩.৮.৭ আবাসিক সুবিধা:

যে ডিজাইনে টিটিসিসমূহ নির্মিত হয়েছে তাতে মোটমুটি ১৪৪ জনের আবাসিক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো জেলা শহর কিংবা উপজেলা সদরে অবস্থিত হওয়ায় প্রশিক্ষণার্থীগণ তাই বিপুল সংখ্যায় আবাসিক থাকে না বরং বাড়ি থেকে এসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেই স্বাচ্ছ্যন্দ বোধ করে। নারীদের জন্য এটি আরো বেশি প্রয়োজ্য। তবে আবাসিক ব্যবস্থায় নারীদের জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা বা আলাদা ডরমিটরি করা হয়নি। প্রয়োজনে কোন সাধারণ ডরমিটরিতেই নারীদের জন্য রুম আলাদা করে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তবে এসব নিয়ে নারী প্রশিক্ষণার্থীগণ এর কোন অভিযোগ নেই।

৩.৮.৮ টিটিসিসমূহে বিদ্যমান সমস্যা:

সাক্ষাৎকারদাতাগণ স্থাপিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে বেশকিছু সমস্যা চিহ্নিত করেছেন এবং তারা প্রত্যাশা করেন যে এগুলোর আশু সমাধান হবে।

১। প্রস্তাবিত সকল প্রশিক্ষক পদে নিয়োগ না দেয়া

২। সকল পদ রাজস্ব খাতে আত্তীকরণ না করা

৩। কেন্দ্রসমূহে ইন্টারনেট সংযোগ না থাকা

৪। নারী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আলাদা আবাসিক ব্যবস্থা না থাকা

৫। সকল কেন্দ্রে সব প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা না থাকা

৬। ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির আধুনিকায়ন না হওয়া

৭। পাঠ্যক্রম যুগোপযুগি করণে উদ্যোগের অভাব

৮। কেন্দ্রীয়ভাবে পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের অপ্রতুলতা

৯। কেন্দ্রসমূহের মধ্যে পারফরমেন্স গ্রেডেশন না করা

ছবি ১- ফেনী টিটিসি প্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহণের (কেআইআই) পরবর্তী স্থিরচিত্র

ছবি ২- ব্রাহ্মণবাড়িয়া টিটিসি প্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহণের (কেআইআই) পরবর্তী স্থিরচিত্র

৩.৮.৯ টিটিসিসমূহকে আরো কার্যকরী করার পরামর্শ:

উত্তরদাতাগণ টিটিসিসমূহকে আরো নিবিড়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং যুবদের জন্য আরো উপযোগি করার জন্য বেশকিছু সুপারিশ রেখেছেন। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো:

১. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদার ভিত্তিতে কোর্স ডিজাইন করা ও পরিচালনা করা;

২. প্রশিক্ষকদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন যাতে তারা সময়ের দাবী মিটিয়ে উপযোগি প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারেন।

৩. কেন্দ্রীয়ভাবে সুপারভিশন ও মনিটরিং জোরদার করা; বিশেষ করে বিএমইটি থেকে যেমন প্ল্যান ও লেসন প্ল্যান সরবরাহ করে সঠিক প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা;

৪. প্রতি বছর সঠিক মূল্যায়ন করে প্রতিটি টিটিসির গ্রেডেশন করা;

৫. আধুনিক ও যুগোপযোগি যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরি নিশ্চিত করা;

৬. বিদেশ গমনেচ্ছুদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ গ্রহন বাধ্যতামূলক করা;

৭. শিল্প কারখানায় দক্ষ শ্রমিক হিসেবে যোগদানের জন্য NTVQF এর Level 1 সার্টিফিকেশন গ্রহন বাধ্যতামূলক করা;

৮. জাতীয়ভাবে ইন্ডাষ্ট্রিয়াল লিংকেজের ব্যবস্থা করা; এবং

৯. নারী শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা ডরমিটরির ব্যবস্থা করা।

৩.৯ কর্মমুখী প্রশিক্ষণ ও বিদেশে কর্মী প্রেরণে বিএমইটি'র অবদান

বাংলাদেশে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিএমইটি ও কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নিবেদিত রাষ্ট্রীয় অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে ভিন্ন সময়কাল ও দক্ষতার মাত্রা নির্ভর করে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। নিচের আলোচনায় বাংলাদেশে দক্ষ কর্মী তৈরি এবং বিদেশে দক্ষ কর্মী প্রেরণে বিএমইটি'র অর্জনসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

৩.৯.১ বিএমইটি পরিচালিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ

বিএমইটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আইএমটি ও টিটিসিসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে তরুণ ও যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বিএমইটি'র ওয়েব পেজ থেকে প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যার ক্ষেত্রে ২০১৫ সালে থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সুবিন্যস্ত পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, উল্লেখিত ছয় বছরে মোট ২৯৮৪৯৬৩ প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং এর মধ্যে ৮৪.২৩%ই প্রাক বহির্গমণ প্রশিক্ষণার্থী। অর্থাৎ এ ছয় বছরে আইএমটি ও টিটিসিসমূহ তেকে মোট ৪৭০৭০৫ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে তথ্যের ধারাবাহিকতায় দেখা যায় যে, বিএমইটি বাস্তবায়িত বিভিন্ন জেলায় ৩০টি টিটিসি স্থাপন প্রকল্পে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবার বেছর থেকে অর্থাৎ ২০১৭ সালে প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা ২০১৬ এর তুলনায় ৪৮% এর বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিলো। কিন্তু এ ধারা অব্যাহত থাকেনি। বিশেষ করে পরবর্তী বছরসমূহে কোভিড -১৯ এ অতিমারীর শিকার হয়ে অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের মতো আইএমটি ও টিটিসিমূহও শিক্ষার্থী হারিয়েছে এবং আগের ধারায় আর ফিরে যেতে সক্ষম হয়নি।

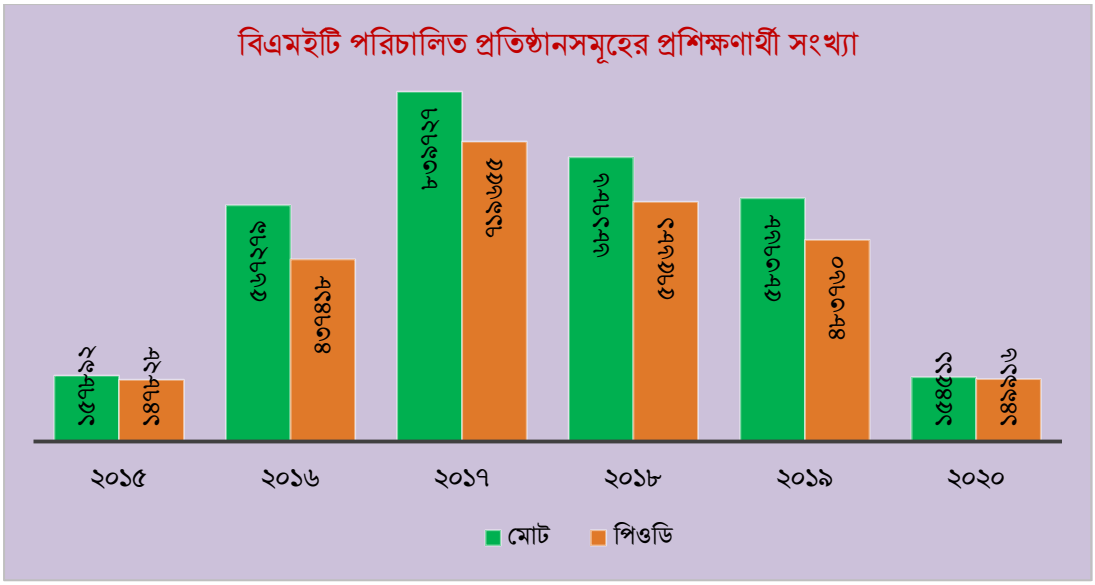

উৎস: http://www.bmet.gov.bd/site/page/6fad54e7-4701-4aea-912c-747e0ff64a13/-

বস্তুত, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর প্রশিক্ষাণার্থী বৃদ্ধির প্রাক্কলন[১] এ চিত্র সমর্থন করে না। যদিও অন্যান্য সমীক্ষায়[২] অনুরূপ মত প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যমতে ১৯৭৬ সাল থেকে বাংলাদেশ ধেকে কর্মী বিদেশ যেতে শুরু করে এবং এ এখনো অব্যাহত আছে। মূলতঃ কর্মী রপ্তানী করে বৈদেশিক মূদ্রা আয় করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। তা'ছাড়া দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির চ্যালেঞ্জতো আছেই। বিএমইটি'র (২০১০-১৫) তথ্যে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ থেকে কাজের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানো কর্মীদের মধ্যে মাত্র ১.৫% পেশাদার, ২৯% এর কিছু বেশি দক্ষ কর্মী, ১২.৭৮% সেমি-দক্ষ কর্মী এবং অর্ধেকের বেশি প্রায় ৫৭% অদক্ষ কর্মী। অর্থাৎ, বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী তৈরির সুযোগ আছে এবং বৃহত্তর স্বার্থেই এ সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।

৩.৯.২ দক্ষ/অদক্ষ কর্মীদের বিদেশ যাত্রার ক্রমধারা

আমাদের দেশে ১৯৭০ এর দশক থেকে যুবদের বিদেশে যাবার উম্মাদনার মতো ছিলো। মাঝে কিছুটা কমলেও আবার সবার আগ্রহ বাড়ছে। নিচের চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে যে, শুরুর কয়েক বছরে কম-বেশি প্রায় এক লক্ষ মানুষ বিদেশে কাজ করতে গিয়েছিলো, এ সংখ্যা ২০১১-২০ দশকে চল্লিশ হাজার ছাড়িয়েছে। বলাই বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীর সংখ্যা আশনুরূপ বাড়ে নি। কারণ, প্রতি বছর শ্রম-বাজারে যতো তরুণ-যুবক প্রবেশ করে তাদের সবাইকে প্রশিক্ষিত করার সামর্থ্য সরকারি, বেসরকারি ও এনজিও প্রচেষ্টার সম্মিলিত শক্তির[৩] পক্ষেও সম্ভব নয়। একটি বাস্তবতা হচ্ছে, বিদেশে যতটানা অদক্ষ কর্মীর চাহিদা রয়েছে, দক্ষ কর্মীর চাহিদা আছে তার চেয়ে বেশি। ড. আমানুল্লাহ খান (২০১৯) তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষিত কর্মীদের দেশের প্রতিষ্ঠানই নিতে চায় না, তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতার/ আধুনিক প্রযুক্তির সাথে

[১] A REPORT ON ENROLLMENT ANALYSIS IN TVET UNDER BANGLADESH TECHNICAL EDUCATION BOARD, BETB, 2016

[2] Situation Analysis of Bangladesh TVET Sector: A background work for a TVET SWAp, Dr M Amanullah (Mak) Khan, 2019

[3] INNOVATIVE STRATEGIES IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING FOR ACCELERATED HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN SOUTH ASIA BANGLADESH, ADB 2015

পরিচিতির অভাব থাকার কারণে। তাই দেখা যায় যে আমাদের বিদেশে পাঠানো কর্মীর সংখ্যা বাড়লেও দক্ষ কর্মীর অনুপাত সে তুলনায় বাড়াতে পারছি না।

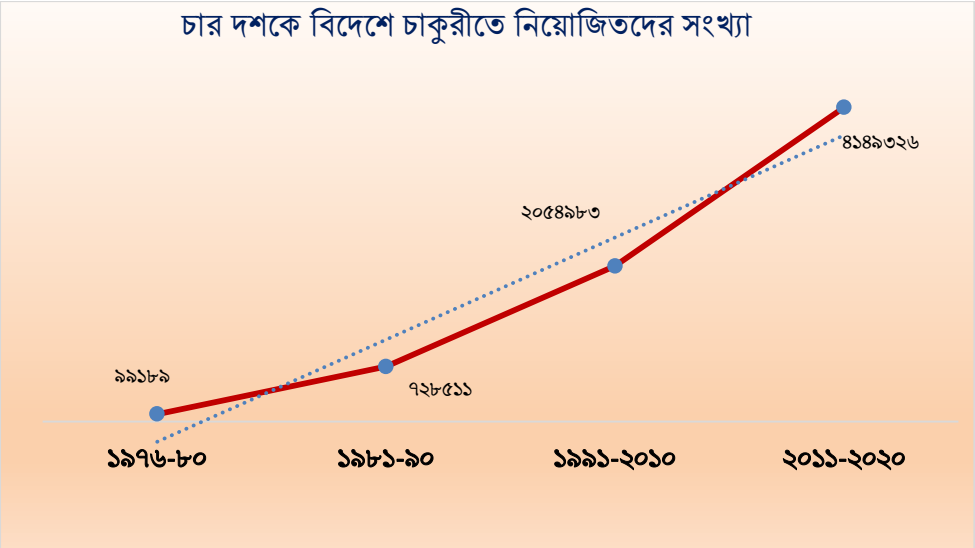

উৎস: old.bmet.gov.bd/BMET/viewStatReport.action?reportnumber=24

৩.১০ স্থানীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ:

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনসাধারণ, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, প্রকল্প কর্মকর্তাগণ, আইএমইডির কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মানিকগঞ্জের টিটিসি সেন্টারে গত ১৮ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে অনামিকা কনসালট্যান্টস কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (টিটিসি), স্থানীয় এবং জাতীয় অর্থনীতিতে এই কেন্দ্রগুলোর আর্থ-সামাজিক প্রভাব ও ক্ষেত্রের ফলাফল যাচাই করা। কর্মশালায় বর্তমান এবং অতীতের প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষক, স্থানীয় ছাত্র অভিভাবক এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এবং পরামর্শক সংস্থার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালাটি টিটিসির অধ্যক্ষ জনাবা ফাতেমা নার্গিসের উদ্বোধনী ভাষণ দিয়ে শুরু হয়। প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণার জন্য মানিকগঞ্জে তার টিটিসি নির্বাচন করার জন্য তিনি আয়োজকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের অর্থপূর্ণ ফলাফলের জন্য আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। অনামিকা কনসালট্যান্টস এর-গবেষণা সমন্বয়ক জনাব ইকবাল কবির এরপর একটি বিশেষ বক্তব্য রাখেন এবং স্বল্প নোটিশে কর্মশালার আয়োজন করায় মানিকগঞ্জের টিটিসি অধ্যক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি কর্মশালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন। তিনি অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয়ভাবে আলোচনায় অংশ নিতে এবং গবেষণার ফলাফল নিয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করতে বলেন।

জনাব বশির আহমেদ, সিনিয়র সহকারী সচিব, আইএমইডি, বিভিন্ন জেলায় ৩০টি টিটিসির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই কেন্দ্রগুলো দেশে এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন করে তৈরি করা হয়েছিল। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, এই কেন্দ্রগুলো কেবল বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগই তৈরি করেছে না, বেকার যুবদের জন্যও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে দক্ষ জনশক্তির অভাবে ৩০টি টিটিসি প্রকল্পের সূচনা হয়েছে, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বৈদেশিক রেমিট্যান্স আয়ে অবদান রাখছে। প্রকল্পের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে, সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও ৪০টি টিটিসি চালু করেছে এবং মন্ত্রণালয় স্থানীয় ও বিদেশী প্রয়োজনীয়তা মেটাতে আরও ৫০টি টিটিসি চালু করার কথা বিবেচনা করছে।

তারপর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনাব ইকবাল কবির মাঠ পর্যায়ের ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। এবং পৃথক প্রশ্নাবলী ও ডেটা বিশ্লেষণ ব্যবহার করে প্রস্তুতকৃত সারণি শেয়ার করেন। তিনি অংশগ্রহণকারীদের গবেষণার উন্নতির জন্য ফলাফলগুলো যাচাই করার এবং তাদের মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। অংশগ্রহণকারীদের কেউই ক্ষেত্রের ফলাফলের সাথে দ্বিমত করেননি। প্রশ্নোত্তর সেশনের মাধ্যমে, আরবি ভাষা কোর্স, হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্স, চাকরির নিয়োগের সুযোগ, কাউন্সেলিং সেশন, ইন্টার্নশিপ বা কোম্পানির সাথে সংযুক্তির বিধান এবং আসবাবপত্র বাণিজ্য কোর্সের অন্তর্ভুক্তিসহ কিছু নতুন বিষয় উঠে আসে। অংশগ্রহণকারীরা ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা হোস্টেল সুবিধা, ল্যাব সুবিধা, ইংরেজি ভাষা কোর্স, গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং কোর্স, ইলেকট্রিক্যাল কোর্স এবং আইটি ও ফ্রিল্যান্সিং কোর্স শক্তিশালী করার পরামর্শ দেন। তারা প্রশিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সুযোগ দেয়ারও সুপারিশ করেছেন।

উপসংহারে, কর্মশালাটি অংশীজনদের ৩০টিটিসির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তাদের আর্থ-সামাজিক প্রভাব এবং মাঠ পর্যায়ের ফলাফল টিটিসিরন প্রদত্ত কোর্স এবং ডেটা যাচাইয়ের জন্য একটি সুযোগ প্রদান করে। অংশগ্রহণকারীরা সুবিধাগুলোকে উন্নত করার জন্য বেশ কয়েকটি সুপারিশের পরামর্শ দিয়েছেন, যা দেশে দক্ষ কর্মীদের সংখ্যা বাড়াতে, কর্মসংস্থানের সুযোগ উন্নত করতে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে সাহায্য করতে পারে।

৩.১০ মাঠ পর্যবেক্ষণ:

প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাদির পর্যবেক্ষণ:

২৭ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে মানিকগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেএকোনা, শেরপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফেনী, নীলফামারী, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, নওগাঁ, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, নড়াইল, মাগুরা, ভোলা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার এ অবস্থিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য প্রায় ২ (দুই) হেক্টর জমি অধিগ্রহন করা হয়েছে। মানিকগঞ্জ, শেরপুর, মাদারীপুর, নওগাঁ, মেহেরপুর, মাগুরায় অবস্থিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য জমিখাস জমি ছিল। অবশিষ্ঠ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি, গণপূর্ত অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মালিকানাধীন ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

খ) প্রকল্পের নির্মাণ এর সময় সাইট ইমপ্রুভমেন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদির পর্যবেক্ষণ:

এ প্রকল্পের অধীনে ২৭ টি টিটিসির জমি অধিগ্রহণ করার পর সাইট ইমপ্রুভমেন্ট করা হয়। এ কাজের জন্য কিছু টিটিসিতে শতভাগ সাইট ইমপ্রুভমেন্ট করা হয়নি যেমন কিশোরগঞ্জ টিটিসিতে ৬০% সাইট ইমপ্রুভমেন্ট করা হয়েছে; অধিকাংশ টিটিসিতে শতভাগ সাইট ইমপ্রুভমেন্ট করা হয়েছে। Inter Component Adjustment Report অনুযায়ী দেখা যায় যে, এ কাজের জন্য মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর, কুড়িগ্রাম,সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, পিরোজপুর, বরগুনা টিটিসির ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি হয়নি আবার ,কোনটির জন্য ব্যয় কমেছে, আবার অধিকাংশ টিটিসির জন্য ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে।

গ) প্রকল্পের অনুমোদিত ডিজাইন ও ড্রয়িং অনুযায়ী অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যবেক্ষণ: ডিপিপি অনুযায়ী২৭ ,টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডিজাইন, ড্রয়িং ও সাইট সুপারভিশন করার জন্য পিডব্লিউডি দায়িত্ব পায়। পিডব্লিউডি এর ডিজাইনকৃত ড্রইং দিয়ে ২৭ টি টিটিসির নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পাদন করে। তবে ডিজাইন ও ড্রয়িং পরিবর্তনের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। ২৭ টি টিটিসির মধ্যে বিশেষ করে ফেণী টিটিসির একাডেমিক ভবন, ডরমিটরি ভবন ও অধ্যক্ষ ভবনের ডিজাইন ও ড্রয়িং পিডব্লিউডি, ফেণী থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং দেখা যায় যে, আর্কিটেকচারাল ডিজাইন অনুযায়ী তিনটি ভবনের নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

ঘ) প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণের গুণগত মান সংক্রান্ত তথ্যাদির পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা:

এ প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত টিটিসি বাস্তব পর্যবেক্ষণ করে তথ্য নিয়ে জনা যায় যে অবকাঠামোর নির্মাণের গুণগত মান অনুমোদিত ডিজাইন ও ড্রয়িং অনুযায়ী হয়েছে। কিন্তু কিছু টিটিসিতে অবকাঠামো নির্মাণের গুণগত মানের কিছু ঘাটতি আছে।

অবকাঠামো নির্মাণের গুণগত মানের বিষয়ে নিম্নে দুটি কেন্দ্রের পর্যবেক্ষণ কেস হিসেবে বর্ণনা করা হল :

ফেণী টিটিসি:

- ফেণী টিটিসির একাডেমিক ৪ তলা ভবনের (৬ তলা ফাউন্ডেশন) নির্মাণের জন্য সময় বেশি লেগেছে এবং নির্মাণ কাজ ড্রইং অনুযায়ী করা হয়েছে (পরামর্শক শুধুমাত্র আর্কিটেকচারাল ড্রইং এর সাথে তুলনা করে দেখেছেন)। জমি অধিগ্রহণে জটিলতা থাকায় ৩০ টিটিসি প্রকল্পের মেয়াদে নির্মাণ কাজ শেষ না হওয়ায় কিছু অর্থায়ন ৪০ টিটিসি প্রকল্প থেকে বরাদ্দ দেযা হয়। তবে ৪ তলা ডরমিটরী ভবন ও ৩ তলা অধ্যক্ষ ভবনের নির্মাণ কাজ ৩০ টিটিসি প্রকল্প থেকে শতভাগ অর্থায়ন করা হয়।
- এ কেন্দ্রের একাডেমিক ৪তলা ভবনের (৬ তলা ফাউন্ডেশন), ৪তলা ডরমিটরি ভবন ও ৩তলা অধ্যক্ষ ভবনের নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু কিছু নির্মাণ কাজ পরবর্তিতে সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে।
- ডরমিটরি ভবনের ৩য় তলায় গোসলখানার দরজার উপরে প্লাস্টার এবং রং নষ্ট হয়ে গেছে।
- ডরমিটরি ভবনের ৩য় ও ৪থ তলায় ফলস সিলিং দরজার প্লাস্টার করার পর রং করা হয়নি।
- ডরমিটরি ভবনের ৪থ তলায় কিছু দেওয়ালে প্লাস্টারে ফাটল দেখা গিয়েছে।
- একাডেমিক ভবনের নিচ তলায় ওয়েল্ডিং ল্যাবে ওয়াল বরাবর ফ্লোরে ইলেকট্রিক লাইনের জন্য ফ্লেরের ঢালাই কেটে তা মেরামত করা হয়নি।
- একাডেমিক ভবনের এবং গভীর নলকুপের পাশে অবস্থিত ড্রেনের ওয়ালে ফাটল দেখা দেওয়ায় বৃষ্টির পানি বের হয়ে য়াওয়ায় বাউন্ডারি ওয়াল ক্ষতিগ্রস্তত হওয়ার ঝুঁকি আছে।
- একাডেমিক ভবনের অধ্যক্ষের কক্ষের সামনের দেয়ালে ফাটল পরিলক্ষীত হয়েছে।
- Rain water hervesting, boundary wall and solar system এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

মাদারীপুর টিটিসি:

- মাদারীপুর টিটিসির একাডেমিক ৪ তলা ভবন, ৪ তলা ডরমিটরি ভবন ও ৩ তলা অধ্যক্ষ ভবনের নির্মাণ কাজ ড্রইং অনুযায়ী শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। (পরামর্শক শুধুমাত্র আর্কিটেকচারাল ড্রইং এর সাথে তুলনা করে দেখেছে) কিন্তু নির্মাণ পরবর্তিতে কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে।
- অধ্যক্ষের অফিসরুমের দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে।
- ডরমিটরি ও একাডেমিক ভবনের কিছু বাথরুমে রংএর কাজ অবশিষ্ট আছে।
- মেইন গেইট এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।
- ডরমিটরি হল রুমে দরজা লাগানো বাকি আছে।
- ডরমিটরি ভবনের রান্না ঘরের ছাদের নিচ দিয়ে প্লাম্বিং লাইন আছে যা ত্রুটিপূর্ণ ফলে বাথরুমের ময়লা পানি রান্নাঘরে ঢোকে।

- একাডেমিক ভবনের সিঁড়ির ওয়াল প্লাস্টার নষ্ট হয়ে গিয়েছে।
- অধ্যক্ষের গেষ্ট রুমের বাথরুমে ফলস সিলিং ও ওয়ালে প্লাস্টার খুলে যাচ্ছে।
- একাডেমিক ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরের টাইলসের স্লপ ঠিক নেই। টাইলসের স্লপ ঠিক না থাকায় বৃষ্টির পানি জমে যায়।
- Rain water hervesting tank construction হয়েছে কিন্তু বৃষ্টির পানি সংগ্রহের জন্য ছাদ থেকে ট্যাংক পর্যন্ত সংযোগ দেয়া হয়নি।
- প্রকল্প থেকে বাস্তবায়িত নলকূপের পানি সুপেয় না পানি উত্তোলন করা হয় না। গভীর নলকূপ টি অকেজো অবস্থায় আছে।
- এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কিছু বাথরুমে ডোর সীল না থাকায় বাথরুমে পানি ব্যবহার করার পরে তা বাইরের ফ্লোরে চলে আসে এবং দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পরে।
- এ প্রকল্প থেকে বাউন্ডারী ওয়ালের তিন দিকে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় কিন্তু দক্ষিণ দিকে খাদ্য গুদামের পাশে বাউন্ডারি দেয়াল নির্মাণ করা হয়নি।
- সিঁড়ির উপরের ফ্লোরের ছাঁদের রডের ২/৩ ফুট ভেতরের দিকে বাড়ানো আছে এবং উক্ত অংশে প্লাস্টার করা হয়নি এবং ছাদের এ অংশ অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে।
- Automatic trade lab এর অফিস রুমের দেয়ালে নির্মাণ পরবর্তি সময়ে ফাটল দেখা দিয়েছে।

মানিকগঞ্জ টিটিসি:

- এ কেন্দ্রের ৪তলা একাডেমিক ভবন, ৪তলা ডরমিটরি ভবন ও ৩তলা অধ্যক্ষ ভবনের নির্মাণ কাজ শত ভাগ সম্পন্ন হয়েছে।
- ভবনের ফ্লোরের মাটি সরে যাওয়ায় ফ্লোর দেবে যাচ্ছে। ফলে দরজা খোলায় অসুবিধা হচ্ছে।
- এ টিটিসিতে সোলার প্যানেল অকেজো অবস্থায় আছে।

ঙ) প্রকল্পের অবকাঠামোর নির্মাণ সামগ্রীর পরিমাণ নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/বিওকিউ (BOQ) সংক্রান্ত তথ্যাদির পর্যবেক্ষণ:

সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় যে কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণের নির্মাণ সামগ্রীর পরিমাণ নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/বিওকিউ (BOQ) অনুযায়ী নির্মীত হয়েছে। তবে সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় কিশোরগঞ্জ টিটিসির অবকাঠামো নির্মাণে ৯৫% BOQ অনুসরণ করা হয়েছে।

চ) প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য,কার্য ও সেবা ক্রয়/ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্বর, ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা সংক্রান্ত তথ্যাদির পর্যবেক্ষণ:

এ প্রকল্পের অধীনে ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে কিছু কেন্দ্রে অবকাঠামো নির্মাণে ঝুকিঁ অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা সংক্রান্ত কোন জটিলতা ছিল না। প্রকল্পের ঝুঁকি জটিলতা না থাকা অনেক টিটিসির মধ্যে মেহেরপুর, নওগাঁ অন্যতম। এসব টিটিসিতে অবকাঠামো নির্মাণ কোন ঝুঁকি ছাড়াই শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

এ প্রকল্পের অধীনে ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে কিছু কেন্দ্রে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা তৈরী হয় যার জন্য সংশ্লিষ্ট টিটিসিসমূহকে মামলার মুখোমুখি হতে হয়। মামলার জটিলতা ভুক্তভোগি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো হচ্ছে ফেণী টিটিস, সাতক্ষীরা টিটিসি ও ঝালকাঠি টিটিসি।

সাতক্ষীরায় অবস্থিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য অধিগ্রহণ করা জমি খাস ছিল। এ খাস জমি প্রভাবশালী ব্যাক্তির দখলে ছিল। খাস জমি হওয়ায় দখলে নেওয়া বড় সমস্যা ছিল। জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ জমি সংক্রন্ত জটিলতা সমাধানের চেষ্টা করেন । জেলা প্রসাশক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর বিশেষ ভূমিকায় জমি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এবং সর্বোপরি টিটিসির অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শতভাগ সম্পাদিত হয়েছে ।

ঝালকাঠিতে অবস্থিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণের জন্য ২ (দুই) একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এ অধিকৃত জমির মালিকানা একজন ব্যক্তি দাবি করে এবং এ দাবির ভিত্তিতে তিনি টিটিসির বিরুদ্ধে মামলা করেন। কিন্তু তার জমি দখলের আইনগত কোন ভিত্তি না থাকায় তিনি আইনি লড়াইয়ে হেরে যান। টিটিসি এ মামলায় রায় পায় এবং এ রায় থেকে অবকাঠামো নির্মাণের অনুমতি পেয়ে কাজ শতভাগ সম্পাদিত করে।

ফেণীতে অবস্থিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ২ (দুই) একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। অধিকৃত জমির এক মালিক টিটিসি নির্মাণ কাজের জন্য জমি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। জমির মালিক জমি দিতে না চাওয়ায় টিটিসির বিরুদ্ধে মামলা করেন এবং তিনি মামলায় রায় না পেয়ে টিটিসির কাছে জমি বিক্রি করতে রাজি হয় এবং জমির সমপরিমাণ মূল্য নিয়ে টিটিসির কাছে জমির মালিকানা হস্তান্তর করেন। এ মামলা চলা অবস্থায় প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় টিটিসির নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রয়ে যায়। পরবর্তিতে টিটিসি যখন মামলার রায় পায় তখন নতুনভাবে অবকাঠামো নির্মাণ শুরু হয় এবং নির্মাণ কাজ ১৬/১১/২০২২ খ্রিঃ সমাপ্ত করে।

ছ) প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যাদির পর্যবেক্ষণ:

প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ২ (দুই) বছর ছিল। কিন্তু নির্মাণ সামগ্রী ও শ্রমিক মজুরী বৃদ্ধিজনিত কারণে ২০১১ সনে পুনরায় পিডব্লিউডির রেট সিডিউল পরিবর্তিত হয়। এছাড়াও জমি অধিগ্রহণের জটিলতা এবং কয়েকটি স্থানে জমির মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্ত কাজ মূল ডিপিপির বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি; সেজন্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি/সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২ (দুই) বার সংশোধন করা হয়।

এ প্রকল্পের অধীনে নির্মিত ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ফেণী টিটিসির একাডেমিক ভবনের শতভাগ বাস্তবায়ন হতে বেশী সময় প্রয়োজন হয় এবং বিএমইটি পরবর্তী প্রকল্প ৪০ টি টিটিসি স্থাপন পপ্রকল্প থেকে কিছু অর্থ স্থানান্তর করে ১৬/১১/২০২২ তারিখে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে।

জ) প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রকল্পের শুরু হতে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সংক্রান্ত তথ্যাদির পর্যবেক্ষণ:

এ প্রকল্পের অধীনে নির্মিত ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামো পরিদর্শন করে এবং তথ্য সংগ্রহ করে জানা যায় যে, অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রকল্পের শুরু হতে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী শতভাগ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তবে যেসব

টিটিসিতে জমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত মামলা হয়েছে এবং জমি সংক্রান্ত জটিলতা ছিল সে সব টিটিসির অবকাঠামো নির্মাণের জন্য কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

ঝ) প্রকল্পের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং এবং সোলার প্যানেল স্থাপন সংক্রান্ত তথ্যাদির পর্যবেক্ষণ:

এ প্রকল্পের অধীনে মূল অবকাঠামোর পাশাপাশি বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং এবং সোলার প্যানেল স্থাপন অপরিহার্য ছিল। কিছু টিটিসিতে বাউন্ডারি ওয়লের নির্মাণ কাজ ৮০/৯০% হয়েছে, অধিকাংশ টিটিসিতে শতভাগ হয়েছে। কিছু টিটিসিতে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং এর কাজ আংশিক হয়েছে, আবার কিছু টিটিসিতে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং এর কাজ শতভাগ হয়েছে; এ রেইন ওয়াটার সংগ্রহ ও ব্যবহার সিষ্টেম অধিকাংশ টিটিসিতে পরিত্যাক্ত অবস্থায় আছে যা ব্যবহার করা হয় না। এ প্রকল্পের অধীনে সব টিটিসিতে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে যেগুলো সচল আছে। কিন্তু যখন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকে তখন স্থাপিত সোলার প্যানেল থেকে টিটিসি কোন সুবিধা পায় না। সোলার প্যানেল থেকে বিদ্যুৎ গ্রিডে যায়। অধ্যক্ষ মহোদয়ের মতামতে জানা যায় যে, ব্যবহৃত বিদ্যুৎ এর বৈদুতিক চার্য বিদ্যুৎ বিভাগ সমন্বয় করে নেয় যেহেতু সোলার প্যানেল থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ গ্রিডে যায়।

সীমানা দেয়াল নির্মাণ, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সংক্রান্ত বিশেষ কিছু টিটিসির তথ্যাদি নিম্নে বর্ণনা করা হল:

বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি:

এ প্রকল্প থেকে মাদারীপুর টিটিসিতে বাউন্ডারি ওয়ালের তিন দিকে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় কিন্তু দক্ষিণ দিকে খাদ্য গুদামের পাশে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ হয়নি। খাদ্য গুদামের পাশে গুদামের বাউন্ডারি ওয়ালের সাথে দুই পাশে টিটিসির বাউন্ডারি ওয়ালের সংযোগ হয়েছে। সুতরাং মাদারীপুর টিটিসিতে শতভাগ বাউন্ডারি ওয়ালের নির্মাণ হয়নি।

মানিকগঞ্জ টিটিসিতে বাউন্ডারি ওয়ালের চারদিকে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় কিন্তু গেটের কাছে কিছু অংশ পাশের বাউন্ডারি ওয়ালের সাথে সংযোগ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং টিটিসিতে শতভাগ বাউন্ডারি ওয়ালের নির্মাণ হয় নাই।

রেইনওয়াটার হার্ভেস্টিং সংক্রান্ত তথ্যাদি:

এ প্রকল্প থেকে কিশোরগঞ্জ টিটিসিতে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেমের নির্মাণ কাজ ৮০% হয়েছে। এখানে বিল্ডিং এর ছাদ থেকে পানি সংগ্রহের জন্য ট্যাংক পর্যন্ত পাইপের সংযোগ অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে।

এ প্রকল্প থেকে মাদারীপুর টিটিসিতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু সংগ্রহের জন্য ছাদ থেকে ট্যাংক পর্যন্ত পাইপের সংযোগ দেয়া হয়নি এবং ট্যাংক থেকে বাথরুমে পানি উঠানোর জন্য পাইপের সংযোগ দেওয়া হয়নি। রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম নির্মাণ কাজ শতভাগ হয়নি এবং ত্রুটিপূর্ণ এ সিস্টেম নির্মাণের সময় থেকে অকেজো অবস্থায় আছে।

প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের অফিসে ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আর্কিটেকচারাল, স্ট্রাককচারাল ড্রইং, স্পেসিফিকেশন/বিওকিউ (BOQ) ও ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট না থাকায় প্রভাব মূল্যায়নের পরামর্শক উক্ত ড্রইং ও রিপোর্ট সংগ্রহ করতে পারেনি। তবে inter component adjustment report প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের অফিস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এ রিপোর্টে উক্ত ভবনের শুধু প্লান পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কিছু ড্রইং পাওয়া গিয়েছে এবং কিছু ড্রইং ও ডিজাইন পাওয়া যায়নি। পরামর্শক ফেণী টিটিসির একাডেমিক ভবন, ডরমিটরি ভবন ও অধ্যক্ষ ভবনের ডিজাইন ও ড্রইং পিডব্লিউডি, ফেণী থেকে সংগ্রহ করেন।

পর্যালোচনা:

- সোলার প্যানেল সচল থাকলেও TTC electric supply পায় না । সোলার প্যানেল থেকে বিদ্যুৎ গ্রিডে যায়। সুতরাং পরামর্শকের পক্ষ থেকে সুপারিশ যেহেতু সোলার প্যানেল TTC ভবনে অবস্থিত সেহেতু TTC এর শিক্ষক, শিক্ষর্থী ও ল্যাব সুবিধার জন্য সোলার প্যানেল থেকে load shedding এর সময় TTC তে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে অবশিষ্ট বিদ্যুৎ গ্রিডে দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হল।

- যে সব নতুন ভবন defect liability period এর মধ্যে আছে সে সব ভবনের জন্য জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET) পরিলক্ষীত ডিফেক্ট (wall crack in different locations of building, damage plaster up of bath door, incomplete painting on wall around false celling door, incomplete plaster, incomplete rainwater harvesting system,কিচেনে ত্রুটিপূর্ণ প্লাম্বিং লাইন) ঠিকাদারের মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করে নিতে পারে।

- যে সব নতুন ভবন defect liability period এর মধ্যে নেই, সে সব ভবনের জন্য জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET) পরিলক্ষীত ডিফেক্ট (wall crack in different locations of building, damage plaster up of bath door, incomplete painting on wall around false celling door, incomplete plaster, incomplete rainwater harvesting system,ত্রুটিপূর্ণ প্লাম্বিং লাইন) নতুন ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে মেরামত করে নিতে পারে যা অতীব জরুরি। যদি এসব ডিফেক্ট মেরামত করা না হয়, তবে সময় অতিক্রম করার সাথে সাথে ভবনের সমস্যাগুলো প্রকট হতে থাকবে।

- যে সব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কিছু বাথরুমে ডোর সীল না থাকায় বাথরুমে পানি ব্যবহার করার পরে তা বাইরের ফ্লোরে চলে আসে এবং দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পরে, সেসব বাথরুমে ডোর সীল তৈরি করা জরুরি।

- বৃষ্টির পানি সংগ্রহের জন্য ছাঁদ থেকে ট্যাংক পর্যন্ত পাইপের সংযোগ,ট্যাংক থেকে বাথরুমে বৃষ্টির পানি উঠানোর জন্য পাইপের সংযোগের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করে এ সিষ্টেমকে চালু করা যেতে পারে।

- প্রকল্প থেকে বাস্তবায়িত গভীর নলকূপ থেকে উত্তলনকৃত পানি সুপেয় না হওয়ায় নলকূপ থেকে পানি উত্তোলন করা হয়না। যে সব নলকূপ অকেজো অবস্থায় আছে সেগুলো রিজেনারেশন করে অথবা পাম্প পরিবর্তন করে সচল রাখা প্রয়োজন।

মাঠ পর্যবেক্ষণের সময় সংগৃহীত ছবিসমুহ

ফেনী টিটিসি:

ছবি ৫- ফেনি টিটিসি অধ্যক্ষের সাথে সাক্ষাতকার

ছবি ৬- ফেনি টিটিসির বাথরুমের দরজার ওয়ালে নষ্ট প্লাস্টার

ছবি ৭- ফেনি টিটিসির বাথরুমের ফলস সিলিং এর দরজার ওয়ালে রং হয়নি

ছবি ৮- ফেনি টিটিসির সোলার সিষ্টেম

ছবি ৯- ফেনি টিটিসির নতুন নির্মিত ভাংগা ড্রেন

ছবি ১০- ফেনি টিটিসির অধ্যক্ষের রুমের সামনে ওয়ালে ফাটল

মাদারিপুর টিটিসি:

ছবি ১১- মাদারিপুর টিটিসি অধ্যক্ষের রুমের ভেতরে ফাটল

ছবি ১২- মাদারিপুর টিটিসির ল্যাব রুমের ভেতরে ওয়ালের কর্নারে ফাটল

ছবি ১৩- মাদারিপুর টিটিসির সোলার সিষ্টেম

ছবি ১৪- মাদারিপুর টিটিসির প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবন

ছবি ১৫- মাদারিপুর টিটিসির সিড়ির উপরের ছাদে অসম্পন্ন কাজের রড দেখা যায়

ছবি ১৬- মাদারিপুর টিটিসির বাথরুমে ডোর সীল না থাকায় ময়লা ও দুর্গন্ধ

৩.১১ প্রকল্পের ক্রয় পদ্ধতি ও হিসাব নিরীক্ষা:

প্রকল্পের ক্রয় পরিবল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পে তিন ধরনের ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে সরাসরি ক্রয় (DPM), উম্মুক্ত ক্রয় পদ্ধতি (OTM) এবং রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল (RFQ)। প্রকল্পের পূর্ত কাজ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে গণপুর্ত বিভাগ করেছে, যদিও মাঠপর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রেই উম্মুক্ত ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহার করেছে বলে জানা যায়।

প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ডিজেল প্লান্ট (BDP) মাধ্যমে মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের যাবতীয় প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি ক্রয় করেছে। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন ট্রেড এর প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি। ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ এর সকল বিধি যথারীতি মেনেই এসব ক্রয় সম্পন্ন করেছে। এ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে।

১. সরবরাহী কর্তৃক পণ্য সরবরাহের অনুরোধ পত্র

২. ক্রয় কমিটি ও মূল্যায়সন কমিটি গঠন

৩. কমিটি কর্তৃক বাজার দর পর্যবেক্ষণ

৪. কমিটি কর্তৃক দরপত্র (স্পেসিফিকেশনসহ) পর্যালোচনা

৫. কমিটির সদস্যদের পিপিআর ২০০৮ এর ৩১ ধারা অনুসারে “নো কনফ্লিক্ট অব ইনটারেস্ট” সার্টিফিকেট প্রদান (ব্যক্তিগতভাবে এবং দলগতভাবে)

৬. দর মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহন

৭. সকল দরদাতাকে NOA প্রদান

৮. মালামাল গ্রহন (স্পেসিফিকেশন অনুয়ারী)

৯. বিল প্রদান

নিরীক্ষা

বিএমইটি থেকে এখন অবধি নিরীক্ষা প্রতিবেদন সরবরাহ করা হয়নি।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পদ্ধতি, সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই ও পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে (SWOT) পর্যালোচনা

৪.১ SWOT পর্যালোচনা:

বাংলাদেশে ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন দেশের কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করা বিশেষত দেশের চাকরির বাজারে দক্ষ কর্মীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলার জন্য একটি স্মার্ট পদক্ষেপ। দেশের শ্রম বাজারের দক্ষ জনশক্তি যোগানের পাশাপাশি কর্মহীন যুবদের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে বৈদেশিত মুদ্রা আহরণও এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। প্রভাব মূল্যায়নকালে বিভিন্ন দলিলাদি পর্যালোচনা ও প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ করেছে। প্রভাব মূল্যায়নে SWOT বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে প্রকল্পের যে শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকিগুলো উঠে এসেছে তার সংক্ষিপ্ত সার নিচের ম্যাট্রিক্সে দেখানো হলো। বিস্তারিত বিশ্লেষণ এর পরে সংযোজিত হলো।

ম্যাট্রিক্স: সবলতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ

• নাগরিকদের দোরগোড়ায় কারিগরি প্রশিক্ষণ সুবিধা পৌঁছে দেয়া • স্বল্প খরচে উন্নত প্রশিক্ষণ • পেশাদার ও আন্তরিক প্রশিক্ষকমন্ডলী • প্রাক-বিদেশ ভ্রমণ প্রশিক্ষণ • আবাসিক ব্যবস্থা • ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ • স্বীকৃত পাঠ্যক্রম • প্রশিক্ষিতদের বিদেশ গমনে সরকারি সহযোগিতা	• সীমিত সম্পদ • অপ্রতুল অবকাঠামো • অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষক ও জনবল • পাঠ্যক্রম যুগপোযুগী না করা • কেন্দ্রীয় তদারকি ও তত্ত্বাবধানে ঘাটতি • প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের অপ্রতুল সুযোগ • কেন্দ্রসমূহে ইন্টারনেট সংযোগ • শিল্প সংযোগ সৃষ্টি না হওয়া
• দক্ষ জনশক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদা • সরকারের আন্তরিকতা ও সমর্থন • তহবিল এবং সম্পদের প্রাপ্যতা • আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতা • অনলাইন প্রশিক্ষণ • বিশেষায়িত কোর্স • দক্ষ প্রশিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞ • শিল্প সংযোগ স্থাপন ✷ আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব • গবেষণা ও উন্নয়ন ✷ উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ • ইন্টার্ণশীপ প্রোগ্রাম ✷ মানসিকতার পরিবর্তন • এনজিওর সাথে অংশীদারিত্ব	• ব্যক্তিখাতের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতা • আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের সর্বশেষ তথ্য না থাকা • বেসরকারি খাতের সাথে সমন্বয়ে ঘাটতি • প্রযুক্তি বান্ধব প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণে পিছিয়ে থাকা • বাজার সম্প্রসারণ • স্বীকৃতির অভাব • গৃহকর্মীদের বিদেশে নির্যাতনের প্রচারণা

৪.১.১ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ (Strengths):

১. **নাগরিকদের দোরগোড়ায় কারিগরি প্রশিক্ষণ সুবিধা পৌঁছে দেয়া:** সরকারের জনমুখী কার্যকমের অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে জেলায় জেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। এর ফলে বেকার নারী-পুরুষ বিশেষতঃ যুবক শ্রেণী রাজধানী কিংবা বিভাগীয় শহরে না গিয়ে বাড়ির কাছেই প্রশিক্ষণ গ্রহন করে নিজের কর্ম সংস্থান করতে পারছে।

২. **স্বল্প খরচে উন্নত প্রশিক্ষণ:** এ প্রকল্প স্থাপনের আগে আগ্রহী যুবকেরা কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ব্যয়বহুল প্রশিক্ষণ গ্রহন করতে হতো। কিন্তু সরকারিভাবে এসব কেন্দ্র স্থাপন করায় প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ পরিবারের সদস্যগণও প্রশিক্ষণ সুবিধা লাভ করছে। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা এসব কেন্দ্র থেকে নামমাত্র খরচে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ গ্রহন করতে পারছে।

৩. **পেশাদার ও আন্তরিক প্রশিক্ষকমন্ডলী:** এ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়োজিত প্রশিক্ষকমন্ডলী অত্যন্ত পেশাদারিত্ব বজায় রেখে প্রশিক্ষণ প্রদান করে চলেছেন। ফলে অংশগ্রহনকারী তরুণ-যুবকেরা যেমন প্রশিক্ষনে মনযোগী তেমনই প্রশিক্ষণে ঝড়ে পড়ার হার খুবই কম।

৪. **প্রাক-বিদেশ ভ্রমণ প্রশিক্ষণ:** এ প্রশিক্ষণটি সবক'টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রদান করা হচ্ছে এবং এতে অংশগ্রহনকারির সংখ্যাও বিশাল। অর্থাৎ এটি প্রশিক্ষিত কিংবা প্রশিক্ষণহীন সকল বিদেশগামী যুবারা এটি পছন্দ করছে। এ প্রশিক্ষণের প্রতি বিদেশগামীদের আগ্রহ একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের একটি বড় শক্তি।

৫. **আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিতি:** প্রকল্পের আওতায় ২৭টি কিারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আধুনিক যন্ত্রপাতিসমেত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এগুলো স্থাপনের আগে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষজন এসব আধুনিক যন্ত্রপাতির সাথে পরিচিত ছিলো না। একারণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে অনেকেই কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ লাভে আগ্রহী হচ্ছে।

৬. **আবাসিক ব্যবস্থা:** বাংলাদেশে স্বল্প-মেয়াদি প্রশিক্ষণে আবাসিক ব্যবস্থার ধারণা খুব বেশি প্রচলিত নয়। সরকারিভাবে স্থাপিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে চমৎকার আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে যা আগ্রহীদের জন্য একটি বিশেষ প্রাপ্তি। যদিও বাড়ির নিকটবর্তী হওয়ায় অনেকেই আবাসিক ব্যবস্থার সুযোগ নিতে চায় না।

৭. **ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ:** দেশে বিভিন্ন স্থানে কারিগরি প্রশিক্ষণ এর নামে স্থাপিত কেন্দ্রগুলোতে ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ খুবই সীমিত। এ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রতিটি ট্রেড এর জন্য স্বতন্ত্র ব্যবহারিক পরীক্ষাগার রয়েছে, যা প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষাদানের মাধ্যমে পেশাগতভাবে সুদক্ষ করে গড়ে তুলতে সহায়তা করছে।

৮. **স্বীকৃত পাঠ্যক্রম:** স্থাপিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর স্বীকৃতি প্রাপ্ত। ফলে এসব কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষিত যুবারা সহজেই বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ করে নিতে পারছে।

৯. **প্রশিক্ষিতদের বিদেশ গমনে সরকারি সহযোগিতা:** সরকার প্রশিক্ষিত জনশক্তি রপ্তানীতে বদ্ধপরিকর। তাই বিএমইটি, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ও প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এর মাধ্যমে প্রশিক্ষিত যুবদের বিদেশে কাজ লাভের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদান করছে।

৪.১.২ প্রকল্পের দুর্বলদিক (Weaknesses):

১. **সীমিত সম্পদ:** একটি প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত কেন্দ্রগুলোতে বাজেট বরাদ্দ কম। তাই এসব কেন্দ্রসমূহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনায় অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। কেন্দ্রসমূহের সকল কার্যক্রম রাজস্ব খাতে অন্তর্ভূক্ত না হওয়া অবধি এ সমস্যা চলতেই থাকবে।

২. **অপ্রতুল অবকাঠামো:** প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সব কেন্দ্রের জন্যই দু'একর করে জায়গা এবং অভিন্ন স্থাপনা তৈরি করা কিন্তু প্রশিক্ষণের ব্যাপ্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেলে শ্রেণী পাঠদান এবং ব্যবহারিক শিক্ষা দু'টোতেই নিশ্চিতভাবে সঙ্কট দেখা দিবে। বিশেষ করে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং প্রয়োজনীয় ড্রাইভওয়ে না থাকা অদূর ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণার্থীদের নিরুৎসাহিত করতে পারে।

৩. **অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষক ও জনবল:** প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত প্রায় সব ক'টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই প্রস্তাবিত সকল প্রশিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। ফলে বর্তমান প্রশিক্ষকগণকে অনেক ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে প্রশিক্ষন কার্যক্রম সচল রাখতে হচ্ছে। প্রয়োজনীয় বাজেট ঘাটতিই এ অচলাবস্থার মূল কারণ। তা'ছাড়া একই কারণে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেনীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগেও সমস্যা বিদ্যমান। এসব সমষ্যার আশু সমাধান না হলে কেন্দ্রসমূহের কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে পারে।

৪. **পাঠ্যক্রম যুগপোযুগি না করা:** ২০০৯ সালে গৃহীত প্রস্তাবনার আলোকে ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপতি হয়েছিলো। তাই সে সময়ে প্রণীত এবং স্বীকৃত পাঠ্যক্রমেই এখনো প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। যেহেতু এসব কেন্দ্রে বিশ্ব-বাজারে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানী লক্ষ্যে এসব কেন্দ্র প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে, এগুলো যদি প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে না পারে তাহলে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৫. **কেন্দ্রীয় তদারকি ও তত্ত্বাবধানে ঘাটতি:** কেন্দ্রীয়ভাবে যথাযথ তত্ত্বাবধানের ঘাটতি থাকায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে পাঠদান পরিকল্পনা ও পাঠদান মূল্যায়নের আধুনিকায়ন হয়নি। ফলে একযুগ আগে প্রণীত পাঠদান পরিকল্পনা অনুসারেই এখনো পাঠদান চলছে যা কেন্দ্রগুলোর গুণগত উৎকর্ষতাকে ক্রমশঃ সীমিত করে তুলতে পারে।

৬. **প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের সুযোগ অপ্রতুল:** কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ লাবের সুযোগ পান না বললেই চলে। ফলে, প্রশিক্ষক যেমন নিজেদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারছেন না অন্যদিকে কেন্দ্রসমূহে শিখনমান ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। ফলে এসব কেন্দ্র স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হতে পারে।

৭. **কেন্দ্রসমূহে ইন্টারনেট সংযোগ না থাকা:** এ শতাব্দীতে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ না থাকা অবশ্যই হতাশার। কেন্দ্রসমূহে ইন্টারনেট সংযোগ না থাকায় প্রশিক্ষকগণ এবং আগ্রহী শিক্ষার্থীরা পাঠ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বশেষ বিষয়াবলী সম্পর্কে অবহিত থাকতে পারছেন না। এটি একদিকে যেমন হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে অন্যদিকে প্রশিক্ষণের মানও হ্রাস পাবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

৮. **শিল্প সংযোগ সৃষ্টি না হওয়া:** এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দেশের শ্রম বাজারে দক্ষ জনশক্তির যোগান দেয়া। কিন্তু কেন্দ্রসমূহ প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে প্রশিক্ষণার্থীদের কাজের সুযোগ তৈরি করে দিতে পারছেন না। কারণ যারা দক্ষ লোক খুঁজছেন তাদের সাথে কেন্দ্রগুলোর কোন সংযোগ স্থাপিত হয়নি। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ শেষে হতাশায় পতিত হচ্ছে।

৪.১.৩ প্রকল্পের সুযোগসমূহ (Opportunities):

১. **দক্ষ জনশক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদা:** বাংলাদেশে এবং দেশের বাইরে দক্ষ জনমক্তির চাহিদা ক্রমশঃ বাড়ছে। আধুনিক প্রযুক্তিলব্ধ জ্ঞানের অধিকারি কর্মীর চাহিদা আরো বেশি। তাই স্থাপিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রয়োজনীয়তাও সময়ের সাথে বেড়ে চলবে। তবে, এ কেন্দ্রসমূহকেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদাপূরণে নিজেদের সক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে হবে।

২. **সরকারের আন্তরিকতা ও সমর্থন:** বলাই বাহুল্য দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সরকারের আন্তরিকতার অভাব নেই। নিজেদের সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েই স্থাপিত কারিগরি কেন্দ্রসমূহকে সরকারের বাড়তি সমর্থন আদায় করে নিতে হবে। জাতির আকাঙ্খা পূরণ করতে কেন্দ্রসমূহের উদ্যোগী ভুমিকা সরকার নিশ্চয়ই অব্যাহতভাবে সমর্থন জুগিয়ে যাবে।

৩. **তহবিল এবং সম্পদের প্রাপ্যতা:** সত্যিকার অর্থে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহকে আরো কার্যকর করতে এগুলোকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। এ জন্য এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় তহবিল এবং সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে, সঠিক তদারকির আওতায় এনে এগুলোকে আরো দক্ষ কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

৪. **আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতা:** কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে প্রকৃতভাবে জনশক্তি রপ্তানীর কেন্দ্র হিসবে গড়ে তুলতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থা (IOM) এর মতো প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে কাজ করার মানসিকতা ও কদক্ষতা অর্জন করা আবশ্যক। এর ফলে প্রশিক্ষণার্থীদের কাজের সুযোগ এর পাশাপাশি প্রশিক্ষকদের আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৫. **অনলাইন প্রশিক্ষণ:** সমাসাময়িক কালে অনলাইন প্রশিক্ষণ একটি অতি জনপ্রিয় বিষয়। অনেক অদক্ষ শ্রমিক বিদেশে গিয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনূভব করছে। কিন্তু কাজ ছেড়ে দেশে এসে প্রশিক্ষণ গ্রহনের সুযোগ তাদের নেই। বাংলাদেশ উম্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহও অনলাইন কোর্স চালু করে তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা পূরণ করতে পারে। তা'ছাড়া দেশেও অনেকেই কর্মরত অবস্থায় অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজের দক্ষতার উন্নতি ঘটিয়ে নিজ নিজে পেশায় এগিয়ে যেতে পারবেন।

৬. **বিশেষায়িত কোর্স:** বাংলাদেশে খাদ্য ও ঔষধ শিল্প জাতীয় ও অন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করছে এবং এদু'টো খাতের দ্রুত প্রসার ঘটছে। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ এ দু'টো খাত বিবেচনায় রেখে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে দক্ষ কর্মীর যোগান দিতে পারে, যা প্রকৃতপক্ষে অনেক বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটাতে সক্ষম হবে।

৭. **দক্ষ প্রশিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞ:** এ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত কেন্দ্রসমূহ বর্তমানে দক্ষতার মাত্রায় ক্ষুদ্র হলেও যথাযথ উন্নত প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি করে এ কেন্দ্রসমূহও উৎকর্ষ লাভ করতে পারে যা প্রকারন্তরে জাতিকেই লাভবান করবে।

৮. **শিল্প সংযোগ স্থাপন:** কেন্দ্রসমূহের সাথে স্থানীয় শিল্প উদ্যোক্তাদের সংযোগ স্থাপনরে মাধ্যমে প্রশিক্ষিত যুবদের সরাসরি কাজে নিয়োজিত করা যেতে পারে। এতে করে দু'পক্ষই লাভবান হবে। উদ্যোক্তাদের কর্মী নির্বাচনের অর্থ, সময় ও প্রশিক্ষণ ব্যয় কমবে আর প্রশিক্ষিত কর্মীরা প্রশিক্ষণ শেষে সহজেই কাজে নিয়োজিত হতে পারবে।

৯. **গবেষণা ও উন্নয়ন:** কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো প্রযুক্তিগত অগ্রগতির অগ্রভাগে থাকার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর মনোনিবেশ করা আবশ্যক। কেন্দ্রগুলোর পক্ষে কেন্দ্রীয়ভাবে এ কাজগুলো করতে হবে যাতে প্রাশক্ষণ কর্মসূচিগুলো সবসময় প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগি থাকে।

১০. **ইন্টার্ণশীপ প্রোগ্রাম:** বিএমইটি অথবা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এলাকাভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর ইন্টার্ণশীপ এর ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হলে শিক্ষার্থীরা যেমন হাতে কলমে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ শিখবে তেমনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহও নিজেদের পছন্দমত কর্মী বাছাই করে নিতে পারবে। এ ধরনের একটি ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের দেশেই কাজ করতে আরো বেশি উৎসাহিত করবে।

১১. **আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব:** মন্ত্রণালয় অথবা বিএমইটি এর উদ্যোগে বিশ্বের বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রশিক্ষিত কর্মী সরবরাহের চুক্তি হতে পারে। কেন্দ্রসমূহ এ ক্ষেত্রে কাস্টমাইজড প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন কিংবা চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের চাহিদামত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে দক্ষ জনশক্তি বিদেশে পাঠাতে সমর্থ হবে, যা দেশের অর্থনৈদিক অগ্রগতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

১২. **এনজিওর সাথে অংশীদারিত্ব:** বাংলাদেশে কর্মরত বেশ এনজিও কিছু নিম্ন আয়ের মানুষদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাদের স্বকর্মে নিয়াজিত হতে সহযোগিতা করে থাকে। এসব এনজিওর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে। যেহেতু, এনজিওরা প্রশিক্ষনার্থীদের কর্মসংস্থানে সহযোগতিা করে, তাই এতে কেন্দ্রসমূহের সাফল্যের হার অনেকাংশে বাড়তে পারে।

১৩. **উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ:** যারা দেশে কাজ করতে চায় বিশেষ করে যেসব প্রশিক্ষণার্থী স্বকর্মে নিয়োজিত হতে চায়, কারিগরি প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর কেন্দ্রসমূহ তাদের জন্য উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে পারে। প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতার বিকাশের এ সুযোগ থাকা খুবই জরুরি। কারণ, প্রশিক্ষণের পর বাজার কিংবা কাজের ধরণ না বুঝেই অনেকেই কোন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে সময় ও অর্থ দু'টোরই অপচয় করে। এ জন্য উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ হতে পারে তাদের জন্য একটি বড় সুযোগ, যা তারা হাতছাড়া করতে চাইবে না।

১৪. **মানসিকতার পরিবর্তন:** আগে মানুষ প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলো না। এখন বিদেশগামী যুবারা প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী হচ্ছে, তাদের পরিবারও এ বিষয়ে ইতিবাচক। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের জন্য দেশ ও জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে নিজেদের অববদান রাখার এটি একটি বিড়াট সুযোগ।

৪.১.৪ প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ (Threats):

১. **ব্যক্তিখাতের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এর সাথে প্রতিযোগিতা:** মানুষ এখন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বূঝতে শুরু করেছে। তাই চাহিদার নিরিখে ব্যক্তি খাতের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্প সময়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে পারে, অন্যদিকে সরকারি প্রতিষ্ঠনসমূহ সব নিয়ম-নীতি মেনে কাজ করতে গিয়ে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠানগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারে।

২. **বেসরকারি খাতের সাথে সমন্বয়ে ঘাটতি:** বর্তমান সময়ে সরকারি-বেসরকারি খাতের সমন্বয়ে অনেক কাজ দেশে-বিদেশে পরিচালিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কাজেও এ ধরনের সমন্বয়ের সুযোগ আছে। এতে করে সরকারি ও বেসরকারি খাত নিজ নিজ সবলতা কাজে লাগিয়ে এবং দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সরকারি অবকাঠমো ও স্বীকৃতির সুবিধা বেসরকারি প্রতিষ্ঠনসমূহ নিতে পারে আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্রুত সিদ্ধান্তি গ্রহণ করে কাজের সুবিধা সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজে লাগিয়ে দ্রুততম সময়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে পারে।

৩. **প্রযুক্তি বান্ধব প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা:** বর্তমান যুগ প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার যুগ। প্রযুক্তির বিকাশ এবং এর ব্যবহার অতি দ্রুত মানুষকে আকৃষ্ট করে। তাই সময়ের সাথে এগিয়ে যেতে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে আধুনিক

প্রযুক্তিবান্ধব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে হবে, যাতে কোন ক্রমেই প্রতিযোগিতায় তারা পিছিয়ে না পড়ে। আন্তর্জাতিক শ্রম-বাজার পর্যালোচনা করে প্রযুক্তির বিকাশ এবং এর সাথে খাপ খাইয়ে চলার চ্যালেঞ্জে বিজয়ী হতে হবে, কারণ যুবারা প্রযুক্তির সাথে এগিয়ে চলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে থাকে।

৪. **সকল পদ রাজস্ব খাতে আনয়ন ও প্রয়োজনীয় নতুন পদ সৃজন:** স্থাপিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের সকল পদ এখনো রাজস্ব খাতে আত্তীকরণ করা হয়নি। আর প্রকল্পের সীমিত অর্থে সকল পদে নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি। তাতে কেন্দ্রসমূহের নিয়মিত প্রাশাসনিক কাজে ব্যহত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকবৃন্দ বাড়তি দায়িত্ব পালন করে সকল কাজ চালিয়ে নিয়ে প্রতিষ্ঠানসমূহ সচল রাখছেন। জরুরি ভিত্তিতে সে সব পদ রাজস্ব খাতে কর্মচারী নিয়োগ না হলে প্রশিক্ষণ কাজ দারূণভাবে ব্যহত হবে। তা'ছাড়া ব্যবহারিক শিক্ষার প্রদর্শকসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদ সৃজন করে প্রশাসনকে গতিশীল করতে না পারলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন দীর্ঘ মেয়াদে হুমকির মুখে পড়তে পারে।

৫. **বাজার সম্প্রসারণ:** কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো বিশেষ করে দারিদ্র পীড়িত অঞ্চলে এবং কিছুটা পশ্চাদপদ এলাকায় স্থাপন করেছে যাতে সেসব অঞ্চলের মানুষ এর সুফল পেতে পারে। অন্যদিকে এ সব অঞ্চলে শিল্পের প্রসার আশানুরূপ নয়, ফলে প্রশিক্ষিত জনশক্তি কাজের সুযোগ স্থানীয় বাজারে খুবই সীমিত। শিল্পায়ন সমহারে না হলে এসব অঞ্চলের মানুষ প্রশিক্ষণ শেষে কাজের সুযোগ না পেলে অন্যরা প্রশিক্ষণ গ্রহণের আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে।

৬. **স্বীকৃতির অভাব:** প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা বেরিয়ে এসে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। দেখা যায় যে, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান কম বেতনে অদক্ষ কর্মীদের কাজে নিচ্ছে। কারণ স্থানীয় শ্রম বাজারে শিল্পে কর্মী মান ঠিক করা হয়নি, তাই প্রশিক্ষিত কর্মীরা তাদের দক্ষতার যথাযথ স্বীকৃতি পাচ্ছে না।

৭. **গৃহকর্মীদের বিদেশে নির্যাতনের প্রচারণা:** যেসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গৃহকর্মী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে সেখানে প্রশিক্ষণার্থী ক্রমশঃ বাড়ছে। অর্থাৎ গ্রহকর্মী হিসেবে বিদেশে কাজ করার প্রতি নারীদের আগ্রহ বাড়ছে। পাশাপাশি বিরূপ প্রচারণাও কম নয়। বিদেশে ঘটে যাওয়া কিছু অনাকাংখিত ঘটনা অনেক নারীকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং গৃহকর্মী হিসেবে বিদেশে যেতে অনাগ্রহী করে তুলছে।

পঞ্চম অধ্যায়

পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প সরকারের একটি অগ্রাধিকার প্রকল্প। এর মাধ্যমে দেশে কর্মহীন যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশে দক্ষ কর্মীর অভাব মেটানোর পাশাপাশি বিদেশে কাজ করতে আগ্রহীদের প্রশিক্ষিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। ফলে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে পরিবার তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মূল্যায়ন কার্যক্রমে দেখা যায় যে, শুরুর দিকে এসব কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নিয়ে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিলো সময়ের পরিক্রমায় তা ক্রমশঃ কমে এসেছে। যদিও সকল কেন্দ্রে সব ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু হাতে গোণা কয়েকটি টিটিসি বাদ দিলে অন্য সব কেন্দ্রসমূহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। সরকারি প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ বেসরকারি বা ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের মতো প্রচার-প্রচারণা চালায় না বিধায় এসব প্রশিক্ষণ সুবিধা এখনো অনেক যুবদের কাছে অজানা রয়ে গেছে। প্রাক-বহির্গমণ প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে আনেককেই এসব প্রশিক্ষণ সুবিধা এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কে জানে না। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো যুবদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তারা নিজে স্বাবলম্বী হবে, পরিবারের খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে আর পাশাপাশি মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে। সার্বিক বিশ্লেষণে মূল্যায়ন দলের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপঃ

১. **প্রশিক্ষণের সুবিধা যুবদের জন্য আশীর্বাদঃ** দেশে একসময় সকল কারিগরি শিক্ষার কেন্দ্র ছিলো ঢাকা কিংবা অন্য বড় শহরগুলো। কারিগরি প্রশিক্ষণের প্রসার এবং যুবদের স্বল্প খরচে নিজ এলাকায় প্রশিক্ষণ সুবিধা বিস্তারের মাধ্যমে কর্মহীন যুবদের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধনের শুভ সূচনা হয়েছে মাত্র। সৃষ্ট সুবিধাসমূহ কাজে লাগিয়ে আর্থিক ও সামাজিকভাবে সম্মানজনক অবস্থান লাভ করায় যুবকেরা ব্রতী হতে পারলে এ কেন্দ্রগুলো তাদের জীবনে আশীর্বাদ হয়ে উঠবে।

২. **প্রশিক্ষণের সামাজিক গুরুত্ব বাড়ছেঃ** শিক্ষা একসময় এদেশের প্রান্তিক মানুষদের জন্য ছিলো একটি বিলাস সামগ্রী। কিন্তু সময় বদলেছে, মানুষ শিক্ষায় আগ্রহী হচ্ছে, যারা আর্থিক কারণে উচ্চ-শিক্ষা লাভে সক্ষম হচ্ছে না, তারা কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের কর্মমুখী করে তুলতে চেষ্টা করছে। এসব কারণে সামাজিকভাবে কারিগরি প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

৩. **টিটিসিসমূহের প্রশিক্ষণ এর সাথে বাজার সংযোগে ঘাটতিঃ** টিটিসিসমূহে বিভিন্ন কেন্দ্রে ১০টি ট্রেড এ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রশিক্ষণার্থীরা দেশে কাজ পাবার ক্ষেত্রে খুব বেশি সুবিধা লাভ করছে না। দেশে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠছে এবং এসব শিল্প-কারখানায় অনেক দক্ষ কর্মী প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দক্ষ কর্মীর জন্য বিদেশী কর্মীর উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। আমাদের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ বাজারের চাহিদা অনুসারে কর্মী তৈরি করতে পারছেনা বলেই আমরা বিদেশী কর্মী নির্ভরতা কমাতে পারছি না। বিদেশী কর্মী নির্ভরতা কমানোও প্রকল্পের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো, যা অর্জন এখনও সুদূর পরাহত বরে মনে হচ্ছে।

৪. **বিদেশে কাজ করাই একমাত্র লক্ষ্য নয়ঃ** প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিদেশে না গিয়ে অনেকেই দেশে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের সাফল্য বেশ ভালো। তা'ছাড়া কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীরাও দেশে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হচ্ছে। এমনকি টিটিসিতে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ নিয়ে সেখানেই ড্রাইভার হিসেবে চাকুরী পেয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ট্রেডে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা সে সুযোগ খুব কমই পাচ্ছে। দেশে চাকুল বা স্ব-কর্মে নিয়োজিত করতে সক্ষম এমন ট্রেড চালু করতে পারলে বেকার যুবকরা বেশি উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়।

৫. **আন্তর্জাতিক শ্রম-বাজারে প্রতিযোগিতাঃ** অলোচ্য ২৭টি টিটিসি দক্ষ কর্মী গড়ে তুলে বিদেশে পাঠানোর লক্ষ্যে স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা বলছে, বিদেশী শ্রম-বাজারে আমাদের কর্মীদের প্রবেশ অতটা সহজ হচ্ছে না। যে কারণে টিটিসিসমূহে প্রশিক্ষণ গ্রহণে লক্ষিত জনগোষ্ঠী আগ্রহ হারাচ্ছে। আন্তর্জাতিক শ্রম-বাজার মূল্যায়ন করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শ্রম-বাজারের চাহিদা মত দক্ষ কর্মী তৈরি না করতে পারলে, এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিযোগি দেশসমূহ আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে যাবে, এবং আমাদের পক্ষে এ শ্রম-বাজারে প্রবেশ কঠিনতর হয়ে উঠতে পারে।

৭. **আধুনিক প্রযুক্তির ধারা সমুন্নত রেখে এগিয়ে চলাঃ** প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ২৭টি টিটিসির জন্য কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত পাঠ্যক্রম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিয়মিত শিক্ষার্থীদের জন্য বোর্ডের পাঠ্যক্রম উপযোগি হলেও কর্মমুখী প্রশিক্ষণে ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়মিত বিরতিতে এসব পাঠ্যক্রমের আধুনিকায়ন অত্যন্ত জরুরি। এটি না করতে পারলে এসব প্রশিক্ষণ যেমন তার উপযোগিতা হারাবে তেমনি শত শত শ্রম-ঘন্টার প্রশিক্ষণও পন্ডশ্রম হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। কারণ, কাংখিত শ্রম-বাজারে কর্মী প্রবেশ করত না পারলে এটি সমাজ ও রাষ্ট্র সবার জন্য ক্ষতিকর প্রভাব বয়ে আনতে পারে। তাই চলমান পাঠ্যক্রম এর আধুনিকায়ন এর পাশাপাশি সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন প্রশিক্ষণ চালু করলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আকর্ষণীয় হবে এবং এর উপযোগিতা বাড়বে।

৮. **কারিগরি প্রশিক্ষণ এর প্রচার ও প্রসারঃ** দু' একটি বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ বাদ দিলে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে তেমন প্রচারণা পরিলক্ষিত হয়নি। এ কারণেই অনেকগুলো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থী সঙ্কট দেখা যায়। একটি সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেখানে প্রায় বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, সেখানে ৫/৬ বছরে মাত্র দু'হাজার প্রশিক্ষনার্থী এক প্রকার সংকটেরই ধারণা দেয়। বিভিন্ন সূত্রে[৪] জানা যায় যে বাংলাদেশে ১৫-২৪ বছর বয়সী জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০% এবং এদের ১৪.৭১% কাজের সন্ধানে আছে কিন্তু কাজ পাচ্ছে না। এমতাবস্থায় কর্মমুখী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থী সঙ্কট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতি এক প্রকার আস্থার সঙ্কট হিসেবে দেখা যেতে পারে। অন্য কথায় এসব কেন্দ্রকে এসব কর্ম সন্ধানী যুবক/তরুণ নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের উপযোগি মনে করে না কিংবা এমনও হতে পারে যে এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। তাই টিটিসিসমূহের সেবা সম্পর্কে কার্যকর প্রচার-প্রচারণা এ সঙ্কট কাটাতে ভূমিকা রাখতে পারে।

৯. **পাঠ্যক্রম নির্ধারণে অংশীজনদের অংশগ্রহণ এর ব্যবস্থা নেইঃ** টিটিসিতে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের প্রাথমিক অংশীজন (stakeholder) হলো তরুণ-যুবক এবং তাদের অবিভাবকগণ। প্রশিক্ষণ কোর্স ডিজাইনকালে তাদের চাহিদা নিরূপণের কোন ব্যবস্থা বাংলাদেশে চালু নেই। ২০০৯ সালে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে। সরকারও জনহিতকর বিধায় এতে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, স্থাপিত অনেকগুলো কেন্দ্রই জন-আকাঙ্খা পূরণে করতে পারেছে না কিংবা প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে সফলতা দেখাতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে মূল অংশীজনদের কেন্দ্রসমূহের পাঠ্যক্রম ডিজাইনে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে সাফল্য পাওয়া দু'পক্ষের জন্যই সহজতর হবে।

[৪] Bangladesh Youth Unemployment Rate 1991-2023 | MacroTrends

১০. **টিটিসিসমূহে জনবল সঙ্কটঃ** টিটিসিসমূহে জনবল সঙ্কট তাদের সাফল্যের পথে একটি বড় অন্তরায়। মূল্যায়ন কাজের জন্য নমুনা টিটিসিসমূহের কোনটিতেই পূর্ণাঙ্গ জনবল নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। জনবল যে কোন প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের বড় নিয়ামক ফলে টিটিসিসমূহ তাদের দুর্বল পারফরমেন্স এর জন্য সহজেই জনবল সংকটকে অজুহাত হিসেবে দেখাতে পারেন।

১১. **প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণঃ**

ক) নির্মাণ কাজে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি মাঠ পরিদর্শনকালে দেখা গেছে, সঠিক সময়ে মনিটরিং করা সম্ভব হলে এর অনেকগুলোই হয়তো এড়ানো যেত। যে সব টিটিসির পূর্ত কাজ দেরীতে শূরু হয়েছে, বিএমইটি উদ্যোগী হলে সেসব টিটিসি'র ক্ষেত্রে ঠিকাদারদের (চুক্তি বলবৎকালীণ সময়ের মধ্যে) দিয়ে মেরামত কাজ করিয়ে নিতে পারেন;

খ) আমাদের দেশে অনেক অবকাঠামোর ক্ষেত্রেই এটি ঘটে যে, স্থাপনাটি তৈরির করার সময়কার উচ্ছ্বাস, সেটি উদ্বোধন হয়ে গেলে আর থাকে না। ফলে অপারেশন এন্ড মেইনটেনেন্স বাজেট নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সজাগ থাকলে এ সমস্যাটি সহজে অতিক্রম করা যায়;

গ) রেইন ওয়াটার হোর্ভেষ্টিং ব্যবস্থা রাষ্ট্রের মূল্যবান অর্থে স্থাপিত হয়েছে। এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে এ ব্যবস্থা থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে না পারলে, তা হবে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয়েরই নামান্তর;

ঘ) খুব উল্লেখযোগ্য না হলেও, অবকাঠামো নির্মাণ কাজে অঘোষিত সাব-কন্ট্রাক্ট প্রথা বাতিলের পরামর্শ দিয়েছেন বেশ ক'জন। তাদের দাবী এতে করে জবাবদিহীতা থাকে না এবং কাজের গুণগত মানও প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুপারিশ ও উপসংহার

৬.১ সুপারিশ:

৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উপর প্রভাব মূল্যায়নের ফলাফলের ভিত্তিতে, প্রকল্পের কার্যকারিতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য নিম্নে সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হলো:

১. **শিল্প বিকাশে প্রণোদনাঃ** বিনিয়োগকারীগণ মুনাফার উদ্দেশ্যে শিল্পের প্রসার ঘটান। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের বিশেষ প্রণোদনা দিয়ে হলেও যেসব এলকায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে অথচ শিল্প প্রতিষ্ঠান কম সেসব এলাকায় শিল্প গড়ে তোলার সুযোগ করে দিতে হবে। এতে প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের নিজের এলাকায় কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২. **সর্বশেষ প্রযুক্তির ব্যবহারঃ** প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় অগ্রগামী করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা সময়ের চ্যালেঞ্জে বিজয়ী হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যভহার করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ঢেলে সাজোতে হবে। যেমন বর্তমানে রোবট প্রযুক্তি জনপ্রিয় হচ্ছে। তাই বিভিন্ন দেশে রোবট প্রযক্তির ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়বে। বাংলাদেশে যদি রোবট ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী গড়ে তুলতে পারি সহজেই আমাদের দেশের কর্মীরা আন্তর্জাতিক শ্রম-বাজারে প্রবেশ করতে পারবে।

৩. **আন্তর্জাতিক বাজার পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাঃ** টিটিসিসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যুগোপযোগি করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রম-বাজার ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে, প্রয়োজনে গবেষণা পরিচালনা করতে হবে। তাহলে বাস্তবমুখি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে যা যুবদের বিদেশে কর্মসংস্থানে ইতিবাচক ভুমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে ধারণা করা যায়। অধিকন্তু কারিগরি নয় অথচ বিদেশে চাহিদা আছে এমন সব প্রশিক্ষণও কেন্দ্রগুলোকে আয়োজন করতে হবে এবং আমাদের দেশের যুবারা সহজেই বিদেশে শ্রম বাজারে প্রবেশ করতে পারবে।

৪. **প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণঃ** আমাদের টিটিসিসমূহের প্রশিক্ষকবৃন্দের আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ খুবই কম। আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হলে সেমানের দক্ষ প্রশিক্ষকও জরুরি। ভালো মানের প্রশিক্ষণ না থাকলে কেবলমাত্র পাঠ্যক্রমের আধুনিকায়ন করে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

৫. **শিল্প প্রতিষ্ঠানে দক্ষ কর্মীর মানদন্ড নির্ধারণঃ** সরকার কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠানে দক্ষ কর্মী নিয়োগে মানদন্ড (standard) করে দিলে দেশি শিল্পের মান উন্নয়নে যেমন সহায়ক হবে তেমনি সকল প্রশিক্ষিত কর্মীদেরও কাজের সুযোগ বাড়বে। ফলে আমাদের দেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা নিয়েও অনেকে বিদেশে কাজ করতে সক্ষম হবে।

৬. **চাকুরী মেলা আয়োজনঃ** মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার সময় অনুসন্ধানে জানা যায় যে, অনেক দেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকরা আমাদের টিটিসি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে জানেন না। ফলে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে চাকুরি মেলা করলে আয়োজন করে দেশী শিল্প মালিকদের আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। এমনকি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে বিদেশী শিল্প মালিকদেরও আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। কোন কোন টিটিসি ইতোমধ্যেই এ ধরনের চাকুরী মেলা অয়োজন করে বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। এর ফলে দেশী শিল্প উদ্যোক্তাদের সাথে যেমনি একটি সম্পর্ক স্থাপিত হবে তেমনি দক্ষ ও যোগ্য প্রার্থীরা সহজে কাজ পাবে।

৭. **ব্যবহারিক শিক্ষার আধুনিকায়নঃ** কারিগরি প্রশিক্ষণের বড় অঙ্গ হলো ব্যবহারিক শিক্ষা। প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে ব্যবহারিক গবেষণাগারগুলোর আধুনিকায়ন আবশ্যক। অন্যথায় বাতিল হওয়া যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়ে বিদেশে ভালো কাজে নিযুক্ত হওয়া খুবই উচ্চাভিলাষী প্রচেষ্টা হবে। ব্যবহারিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীলতাকে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা থাকলে প্রশিক্ষণার্থীরা বেশি উপকৃত হবে।

৮. **ইন্টার্ণশীপ এর ব্যবস্থা করাঃ** কারিগরি প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সাধারণতঃ খুব বেশি বাস্তব কাজের সুযোগ পায় না। ফলে ক্লাশরুম প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর বাস্তবক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়। প্রশিক্ষণ সমাপনের পর যদি ইন্টার্ণ হিসেবে কোন প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ পেলে তাদের শিখণ প্রক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হতে পারে। ফলে তারা শ্রম-বাজার প্রতিযোগিতা টিকতে পারবে বলে আশা করা য়ায়।

৯. **কারিগরি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার দর্শণ পরিবর্তনঃ** আমাদের কারিগরি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাটিকে ধীরে ধীরে বদলে ক্যারিয়ারমুখী কারিগরি শিক্ষার দিকে অগ্রসর হতে হবে। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আমরা সাধরণতঃ একটি অস্থায়ী বা আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করায় এটি অন্যান্য শিক্ষার মতো গুরুত্ব পায় না। ফলে প্রশিক্ষণে কর্ম জীবনে অভিযোজনের (career orientation) বিষয়টি প্রায়শই উপেক্ষিত থেকে যায়। তাই আমাদের কারিগরি প্রশিক্ষণের বদলে কর্মমুখী কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তূলতে মনযোগি হতে হবে।

১০. **প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুপারিশ**

ক) প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় কিংবা সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নিয়মিত তদারকি এবং নিরীক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সময়মতো এবং নিয়মিত বিরতিতে কার্যকর মনিটরিং সম্ভব হলে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি সহজেই এড়ানো যায়। বিশেষ করে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণকালে কারিগরি বিশেষজ্ঞের তদারকি ও নিরীক্ষা কাজের গূণগত মান নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে।

খ) ক্রয়-পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে মনিটরিং করা সম্ভব হলে জবাবদিহীতার ব্যবস্থা অনেক বেশি কার্যকর হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের শেষে ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা খুব একটা ফলপ্রসু হয় না। কারণ, তখন প্রকল্প সংশ্লিস্ট অনেককেই অন্য কাজে নিয়োজিত হয়ে যান, অনেক সময় প্রয়োজনীয় দলিলাদি খুঁজে পাওয়া যায় না। যারা থাকেন একে অন্যের কাঁধে দায় চাপিয়ে দায়িত্ব শেষ করতে চেষ্টা করেন।

গ) অনেক সময়ই হিসাব নিরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে হয় না। প্রকল্পের নিরীক্ষা না হলে জবাবদিহীতার পথে এটি একটি বড় অন্তরায় হয়। এ প্রকল্পের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি।

৬.২ উপসংহার:

উপসংহারে বলা যায় যে, বাংলাদেশে ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন একটি সফল উদ্যোগ যা দেশে দক্ষতার ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীর সংখ্যা বাড়লেও সে অনুপাতে দক্ষ কর্মী বাড়ছে না কারণ আমাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার চ্যালেঞ্জে উৎরে যেতে পারছে না। প্রাপ্ত সুবিধাগুলো অর্থাৎ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে আধুনিক প্রযুক্তি-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের কেন্দ্রস্থল হিসেবে তৈরি করত পারলে অবশ্যই দক্ষ জনশক্তির চাহিদা মিটবে, বিদেশে কর্মসংস্থান বাড়বে, আর দেশে আসবে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা। উপরে প্রদত্ত সুপারিশগুলোর বাস্তবায়ন প্রকল্পের কার্যকারিতা এবং স্থায়িত্বকে নিশ্চিত করতে সহায়তা করেবে বলে আশা করা যায়। বিদেশি শ্রম-বাজারের চাহিদা মোতাবেক দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থাই সার্বিক পরিস্থিতি আমাদের দেশের কর্মীদের অনুকূলে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানোর চেয়ে, আধুনিক প্রযুক্তির বলে বলীয়ান হয়ে বর্তমানে স্থাপিত কেন্দ্রগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতেই মুক্তি।

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-১: পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি ((TOR

পরিশিষ্ট-২: সমীক্ষার প্রশ্নমালা

পরিশিষ্ট-৩: প্রধান তথ্য দাতার সাক্ষাৎকার (কেআইআই)

পরিশিষ্ট-৪: ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)-গাইডলাইন

পরিশিষ্ট-৫: মাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

পরিশিষ্টমাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের নির্বাচিত ছবিসমূহ ৬-

পরিশিষ্ট-৭ কেস স্টাডি: ক্রয় ব্যবস্থাপনা

পরিশিষ্ট-১: পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (TOR)

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)-শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation) কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত বাজেটে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন:

(ক) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

০১. প্রকল্পের বিবরণ (প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

০২. প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে সমীক্ষা করা হয়েছিল কিনা, এ বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

০৩. প্রকল্পের অর্থ বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থ বছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় এবং সার্বিক ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ,সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

০৪. ডিপিপি/আরডিপিপি ও লগফ্রেমের আলোকে output, outcome ও impact পর্যায়ে অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

০৫. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লেখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন হয়েছে কি-না, ক্রয় কার্যক্রমের প্যাকেজসমূহ ভাঙ্গা হয়েছে কিনা, ভাঙ্গা হলে তার কারণ যাচাই এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে হয়েছে কিনা, সে বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

০৬. প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ঠ সুবিধাদি (পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

০৭. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BoQ/ToR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণকি না সে বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করেছে যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ/;

০৮. প্রকল্পের ঝুকিঁ অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্বকার্য ও সেবা ,বাস্তবায়নে পণ্য , সংগ্রহের/ক্রয় ক্ষেত্রে বিলম্বরব্যবস্থাপনার অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক , পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ,বিশ্লেষণ;

০৯. প্রকল্পের শুরু হতে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে কিনা তা পরীক্ষা করা এবং পরিকল্পনার সাথে ব্যত্যয় ঘটলে তা চিহ্নিত করে অনুরুপ প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিকারের জন্য সুপারিশ প্রদান;

১০. প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়স্থানীয় / (যদি থাকে) এবং বেজলাইন সার্ভের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) তথ্যে আলোকে পর্যালোচনা করা;

১১. পরার্শক প্রতিষ্ঠান যে সব FGD, KII সহ সরেজমিন পরিদর্শন সম্পন্ন করবেন তার একটি ভিডিও (নূন্যতম ৩০ মিনিটের) প্রমাণক হিসেবে আবশ্যিকভাবে জাতীয় কর্মশালার পূর্বে আইএমইডি'তে দাখিল করতে হয়েছে;

১২. প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন ও পর্যবেক্ষণ;

১৩. প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) হয়েছে কিনা সে বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১৪. প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসৃষ্ট সুবিধাদি টেকসহ বিষয়ক ও সৃষ্ট সুবিধাদি ,সৃষ্ট সুবধিাদি ,বাস্তবায়ন পদ্ধতি , পরিচালনা ইত্যাদির SWOT ANALYSIS;

১৫. উল্লিখিত পর্যালোচনাভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ;

১৬. প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন; এবং

১৭. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

(খ) ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্র:	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
(১)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	-	• গবেষণা/ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্ট্যাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ৩(তিন) বছরের অভিজ্ঞতা;
(২)	পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	-	• পরামর্শক/পরামর্শক দলের সদস্যদের বুদ্ধিবৃত্তিক, শারিরিক ও মানসিকভাবে এ কাজে উপযুক্ত হতে হয়েছে।
	(ক) দলনেতা (Team Leader)	• সামাজিক বিজ্ঞান/ বিজ্ঞান/সমাজকল্যাণ অনুরূপ বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি • প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা যে কোন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অথবা উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।	• সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম ১০(দশ) বছরের কাজের অভিজ্ঞতা; • বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন/পরিবীক্ষণে ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা; • গবেষণা, নমুনায়ন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, বিভিন্ন ধরণের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান; • ন্যূনতম ১(এক)টি প্রভাব মূল্যায়ন কাজের অভিজ্ঞতা; • উপস্থাপনা দক্ষতা (Presentation Skill); এবং • অন্য কোন সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।
	খ) প্রকৌশলী	• সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং -এ নূন্যতম স্নাতক ডিগ্রি • এতদসংক্রান্ত উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।	• সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হয়েছে; • পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর) -এর বিষয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা। এছাড়া e-GP তে কাজ করার অভিজ্ঞতা;এবং • নদী ও সমুদ্রগামী জলযান পরিচালনা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনশক্তি তৈরী সম্পর্কিত কাজের অভিজ্ঞতা;
	গ) সমীক্ষা মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ	• সামাজিক বিজ্ঞান/বিজ্ঞান অনুরূপ বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি • এতদসংক্রান্ত উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।	• গবেষণা/স্ট্যাডি পরিচালনায় কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা; • কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন/মূল্যায়ন কাজের অভিজ্ঞতা ; • বৈদেশিক শ্রমবাজারের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কাজের অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার।

(ঘ) **নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হয়েছে:**

ক্র নং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়
১)	ইনসেপশন রিপোর্ট	চুক্তি সম্পাদনের ১৪ দিনের মধ্যে
২)	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে
৩)	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৮ দিনের মধ্যে
৪)	ওয়ার্কশপের সুপারিশের আলোকে Draft Final Report	চুক্তি সম্পাদনের ৮০ দিনের মধ্যে
৫)	চূড়ান্ত প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৯০০ দিনের মধ্যে

(ঙ) **ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:**

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: আরডিপিপি/পিসিআর)।

প্রভাব মূল্যায়নের (Impact Evaluation) জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):

০১. প্রকল্পের নাম : বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)

০২. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

০৩ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)

০৪. প্রকল্প এলাকা : মানিকগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, শেরপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, বাক্ষণবাড়িয়া, ফেনী, নীলফামারী, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, নওগাঁ, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, নড়াইল, মাগুরা, ভোলা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার জেলা।

০৫. প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

(লক্ষ টাকায়)

		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	প্রকৃত ব্যয়
(ক) মোট	:	৬৯৮১৬.৭৬	৮২৫৭১.৭৩	৮২৫৭১.৭৩
(খ) জিওবি	:	৬৯৮১৬.৭৬	৮২৫৭১.৭৩	৮২৫৭১.৭৩

০৬. বাস্তবায়নকাল :

মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	প্রকৃত বাস্তবায়ন মেয়াদ
০১/০৭/২০১০ থেকে ৩০/০৬/২০১২	০১/০৭/২০১০ থেকে ৩১/১২/২০১৫	০১/০৭/২০১০ থেকে ৩০/০৬/২০১৯

০৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বেকার যুব এবং যুব মহিলাদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- বৈদেশিক শ্রম বাজারের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মদক্ষতা অর্জন করা;
- সর্বনিম্ন সময়ে এবং স্বল্প খরচে অপ্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষিত জনশক্তিতে রূপান্তর করা;
- দক্ষ জনশক্তি সরবরাহের মাধ্যমে শিল্প উৎপাদন ক্ষমতার উন্নয়ন;
  দেশব্যাপী কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং এর প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা।

০৮. প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ৫৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়;
- ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিটিতে ৪ তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ৩তলা বিশিষ্ট অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ এর বাসভবন নির্মাণ, প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার জন্য ৪তলা বিশিষ্ট ডরমিটরি ভবন নির্মাণ সংশ্লিষ্ট ২১৫৫৯২ বর্গমিটার পূর্ত কাজ;
- সাইট ইমপ্রুভমেন্ট (২৮৯৩৪৭ আরএম);
- ৮৪২৪ বর্গমিটার বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ;
- রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং এবং সোলার প্যানেল স্থাপন ইত্যাদি।

০৯. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আর্থিক অগ্রগতি: ২৩৯৫১.২৬(৯৮.০৮%), বাস্তব অগ্রগতি: ৯৯%।

পরিশিষ্ট-২: সমীক্ষার প্রশ্নমালা

বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

জরিপ প্রশ্নমালা

বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) সারা দেশে বেশকিছু কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আপনার এলাকায়ও একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং কেন্দ্র থেকে বিশেষ করে বিদেশগামী যুবকেরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সহজে কাজ পাচ্ছেন। জন-সুবিধার কথা বিবেচনায় বিভিন্ন অংশীজনদের সুপারিশে সরকার এ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং আমরা এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুফল সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। আশা করি একজন সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আপনি আপনার মতামত নির্দ্বিধায় ও নিরপেক্ষভাবে প্রদান করবেন। জরিপে দৈবচয়ন ভিত্তিতে আপনাকে একজন উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচিত করেছে। এতে ৩০-৪০ মিনিট সময় লাগতে পারে এবং আমরা আপনার সম্মতিতে আপনার মতামত গ্রহণ করব। আপনার মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।

উত্তরদাতার তথ্য	
নাম:	
বয়স: ..... বৎসর	**লিঙ্গ:**❑ পুরুষ ❑ নারী
পিতা/স্বামীর নাম:	
শিক্ষা:❑ স্নাতকোত্তর বা তদূর্ধ্ব/ সমমান ❑ স্নাতক/সমমান ❑ এইচএসসি/ সমমান ❑ এসএসসি/সমমান ❑ দশম শ্রেণি পর্যন্ত ❑ পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ❑ পড়তে এবং লিখতে পারেন ❑কখনও স্কুলে যাননি	
বর্তমান পেশা:❑ ছাত্র ❑ কৃষক ❑ কৃষি শ্রমিক ❑ শিক্ষক ❑ চাকুরী ❑ ক্ষুদ্র ব্যবসা ❑ ব্যবসায়ী ❑ শিল্প শ্রমিক ❑ পরিবহন কর্মী ❑ ইমাম ❑ মৎসজীবী ❑ হকার ❑ মেকানিক ❑ কাঠ মিস্ত্রি ❑ হস্তশিল্প ❑ কুটির শিল্প ❑ হাঁস-মুরগি পালন ❑ বেকার ❑ অন্যান্য	
গ্রাম:	**ইউনিয়ন:**
উপজেলা:	**জেলা:**
উত্তরদাতার মোবাইল ফোন নম্বর: ০১	
উত্তরদাতার স্বাক্ষর:	**তারিখ:** ..... / ...../ ২০২৩
সাক্ষাৎকার গ্রহনকারির নাম:	**স্বাক্ষর:**

	সেকশন-১	***(অনুগ্রহ করে উপযুক্ত ঘরে টিক দিন)***
১	আপনি কতদিন ধরে এই এলাকায় বসবাস করছেন?	❑ ২ বছরের কম ❑ ৩- ৪ বছর ❑ ৫-৬ বছর ❑ ৭-৮ বছর ❑ ১০ বছরের বেশি
২	আপনার পরিবার, আত্নীয়-স্বজন কিংবা পরিচিতজনদের মাঝে কেউ কি বিদেশে কাজ কেরতে গেছেন?	❑ হ্যাঁ ❑ না
৩	আপনার এলাকার যুবকেরা সাধারণতঃ কোন কোন দেশে বেশি সংখ্যক গিয়েছেন?	❑ মধ্যপ্রাচ্য (সৌদি, কুয়েত কাতার ইত্যাদি) ❑ দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া (দক্ষিন কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, জাপান) ❑ ইউরোপ ❑ উত্তর আমেরিকা (ইউএসএ, কানাডা) ❑ দক্ষিন আফ্রিকা ❑ মালদ্বীপ ❑ অন্যান্য (লিখুন) .....
৪	আপনার জানামতে, আপনার এলাকার বিদেশগামী যুবকেরা কি কি অসুবিধার মুখোমুখী হয়ে থাকনে?	❑ সঠিক তথ্য ❑ কাজের ধরণ জানতে পারে না ❑ এক কাজের কথা বলে অন্য কাজে নিয়োজিত করে ❑ ভুয়া ভিসা/ ভুয়া ভিসা ❑ অতিরিক্ত টাকা প্রদান করতে হয়ে ❑ যে দেশে যাচ্ছে সে দেশ সম্পর্কে কোন ধারণা থাকে না ❑ প্রশিক্ষনের অভাব ❑ পরিবারের আর্থিক অক্ষমতা

		❑ অন্যান্য (লিখুন) ....
৫	আপনি কি মনে করেন যে যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব যুবদের বিদেশে ভালো কাজ পাবার পথে একটি বড় অন্তরায়?	❑ হ্যাঁ ❑ না
৬	যদি হ্যাঁ হয়, তবে এ সমস্যা সমাধানে কি পদক্ষেপ গ্রহন করা উচিৎ?	❑ সরকারিভাবে প্রশিক্ষণ ❑ বেসরকারিভাবে প্রশিক্ষণ ❑ এনজিওদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ
৭	এ সমস্যা সমাধানে কোনও সরকারি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করেছেন?	❑ হ্যাঁ ❑ না
৮	যদি হ্যাঁ হয়, সেটি কি?	❑ আই এমটি স্থাপন ❑ টিটিসি স্থাপন ❑ অন্যান্য (লিখুন) .....
৯	টিটিসিতে সাধরণতঃ কি কি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে?	❑ চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স ❑ ২ বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্স ❑ ২ বছর মেয়াদি (এসএসসি) ভোকেশনাল কোর্স ❑ ১ বছর মেয়াদি দক্ষতা সার্টিফিকেট কোর্স ❑ স্বল্প মেয়াদি মড্যুলার কোর্স ❑ অন্যান্য (লিখুন) .....

	সেকশন-২	***(অনুগ্রহ করে উপযুক্ত ঘরে টিক দিন)***
১০	**আপনি কি প্রশিক্ষণ শেষে বিদেশে যেতে চেষ্টা করছেন? হ্যাঁ ❑ না ❑**	
১০.১	আপনি কত বছর যাবৎ বিদেশে যেতে চেষ্টা করছেন?	❑ ২ বছরের কম ❑ ৩- ৪ বছর ❑ ৫-৬ বছর ❑ ৬ বছরের বেশি
১১	কোন দেশে যেতে মনস্থির করেছেন?	❑ মধ্যপ্রাচ্য (সৌদি, কুয়েত কাতার ইত্যাদি) ❑ দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া (দক্ষিন কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, জাপান) ❑ ইউরোপ ❑ উত্তর আমেরিকা (ইউএসএ, কানাডা) ❑ দক্ষিন আফ্রিকা ❑ মালদ্বীপ ❑ অন্যান্য (লিখছুক?.....
১২	কোন মাধ্যমে বিদেশে যেতে চেষ্টা করছেন?	❑ সরকারি ❑ বেসরকারি ❑ আত্নীয় / বন্ধুর মাধ্যমে ❑ অন্যান্য (লিখুন) .....
১৩	বিদেশে গিয়ে কোন ধিরনের কাজ করতে আগ্রহী?	❑ ড্রাইভিং ❑ অটোমোবাইল ❑ কনস্ট্রাকশন ❑ ইলেকট্রোনিক্স ❑ আই টি (কম্পিউটার) ❑ ফ্রিজ ও এয়ার কন্ডিশনিং ❑ গার্মেন্টস্ ❑ ফুড প্রসেসিং ❑ ক্যাটারিং ❑ কৃষি কাজ ❑ অন্যান্য (লিখুন) .....
১৪	আপনি যে কাজ করতে চান সে বিষয়ে আপনার কোন প্রশিক্ষণ আছে কি?	❑ হ্যাঁ ❑ না
১৫	প্রশিক্ষণ গ্রহন না করে বিদেশে গিয়ে যে কোন কাজ কি ভালোভাবে করা সম্ভব?	❑ হ্যাঁ ❑ না
১৬	আপনি কি জানেন প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশে গেলে কি কি সুবিধা পাওয়া য়ায়??	❑ হ্যাঁ ❑ না
	উত্তর হ্যাঁ হলে কি কি সুবিধা পাওয়া য়ায়?	❑ সহজে কাজ পাওয়া যায় ❑ ভালো বেতন পাওয়া যায় ❑ ভালো পরিবেশে থাকা যায় ❑ অন্যান্য সুবিধাও ভালো থাকে

		❑ অন্যান্য (লিখুন) ……..
১৭	আপনার এলকার কাছাকাছি কোথাও কি বিদেশগামীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে?	❑ হ্যাঁ ❑ না
১৮	উত্তর হ্যাঁ হলে, আপনি কিভাবে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কে জেনেছেন?	❑ মাইকিংয়ের মাধ্যমে ❑ লিফলেট এর মাধ্যমে ❑ অন্যান্য
১৯	আপনার মতোই আপনার বয়সী অন্যরাও কি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কে জানেন?	❑ হ্যাঁ, জানেন ❑ না, জানেন না ❑ বলতে পারছি না
২০	আপনার বয়সী তরূণ / যুবকেদের কি আপনি এ ধরনেরে প্রশিক্ষণ গ্রহণের আহবান জানাবেন?	❑ হ্যাঁ ❑ না
২১	২০ নং প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা না যাই হোক, আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তিসমূহ কি?	❑ প্রশিক্ষণের মান ভালো / ❑ ভালো না ❑ আবাসিক ব্যবস্থা ভালো / ❑ ভালো না ❑ প্রশিক্ষকগণ খুই আন্তরিকভাবে শেখান / ❑ মোটেই আন্তরিক নয় ❑ ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ ভালো/ ❑ সুযোগ নেই; অপর্যাপ্ত ❑ প্রশিক্ষণ শেষে কাজের সুযোগ আছে/ ❑ সুযোগ নেই; অপর্যাপ্ত ❑ প্রশিক্ষণ শেষে চাকুরি না করে নিজেও কিছু করা সম্ভব/ ❑ চাইলেও সম্ভব নয় ❑ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি বাড়ির কাছাকাছ হওয়ায় করচ কম লাগে/ ❑ প্রশিক্ষণের ব্যয় মেটানো সম্ভব নয় ❑ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিদেশে গেলে ভালো বেতনে কাজ পাওয়া যায়/ ❑ প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশে গিয়েও তেমন লাভ হয় না

সেকশন-৩		**(অনুগ্রহ করে উপযুক্ত বক্সটি চেক করুন)**
২০	আপনার নিকটস্থ টিটিসি টি কোথায় অবস্থিত?	❑ উপজেলা সদরে ❑ জেলা সদরে
২১	এ কেন্দ্র থেকে আপনি/ আপনার পরিবার/ আত্নীয়-স্বজন কিংবা পরিচিতজনদের কেউ কি কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন?	❑ হ্যাঁ ❑ না
২২	উত্তর হ্যাঁ হলে কোন বিষয়ে তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন সেটি বলতে পারবেন কি?	❑ মেরিন ❑ অটোমোবাইল ❑ সিভিল ❑ মেকানিক্যাল ❑ ইলেকট্রিক্যাল ❑ আই টি (কম্পিউটার) ❑ ইলেকট্রোনিক্স ❑ ফ্রিজ ও এয়ার কন্ডিশনিং ❑ গার্মেন্টস্ ❑ ফুড প্রসেসিং ❑ ক্যাটারিং ❑ অন্যান্য (লিখুন) ……

২৩	প্রশিক্ষণ গ্রহনের ফলে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষনার্থীর কি কি সুবিধা হয়েছে?	❑ সহজে কাজ পেয়েছে ❑ ভালো বেতন পেয়েছে ❑ ভালো কোম্পানীতে কাজ পেয়েছে ❑ কোন লাভ হয়নি ❑ বলতে পারছি না
২৪	আপনার নিকটস্থ টিটিসি'তে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের মান সম্পর্কে আপনার মন্তব্য	❑ খুব ভালো ❑ ভালো ❑ মোটামুটি ❑ খারাপ ❑ খুব খারাপ
২৫	প্রশিক্ষণ গ্রহন করে সবাই কি বিদেশে যেতে পেরেছেন?	❑ হ্যাঁ ❑ না
২৬	বিদেশে যেতে না পারলেও কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহন করে দেশে কি তাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব বলে মনে করেন?	❑ হ্যাঁ ❑ না
২৭	১৬ নং প্রশ্নে উত্তর হ্যাঁ হলে, প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে দেশে তারা কি করতে পারে?	❑ নিজের উদ্যোগে কিছু করতে পারে ❑ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পারে ❑ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েকজন মিলে নতুন প্রতিষ্ঠন করতে পারে
২৮	১৬ নং প্রশ্নে উত্তর না হলে, কেন তারা প্রশিক্ষণ কাজে লাগাতে পারবেন না?	❑ সাহসের অভাব ❑ পরিবারের সমর্থনের অভাব ❑ জমির দাম বাড়ায় জমি সহজলভ্য নয় ❑ চাইলেও ব্যাংক লোন পাওয়া যায় না ❑ বাজারের চাহিদা সঠিকভাবে বুঝতে পারে না ❑ এনজিওরা সব কাজের জন্য ঋণ দেয় না ❑ অন্যান্য (লিখুন) ……..
২৯	যুবদের বিদেশযাত্রা আরো সহজতর করার জন্য প্রশিক্ষণ এর পাশাপাশি আর কি কি করা যেতে পারে?	১। ২। ৩।
৩০	প্রশিক্ষণ বিষয়ে আপনার কোন সুপারিশ থাকলে বলুন:	১। ২। ৩।
মূল্যবান সময় প্রদান করে সহযোগিতার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ		

পরিশিষ্ট-৩: প্রধান তথ্য দাতার সাক্ষাৎকার (কেআইআই)

বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধনী)-শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা

বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) সারা দেশে বেশকিছু কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আপনার এলাকায়ও একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্তাপিত হয়েছে এবং কেন্দ্র থিকে বিশেষ করে বিদেশগামী যুবকেরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সহজে কাজ পাচ্ছেন। জন-সুবিধার কথা বিবেচনায় বিভিন্ন অংশীজনদের সুপারিশে সরকার এ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং আমরা এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুফল সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। আশা করি একজন সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আপনি আপনার মতামত নির্দ্বিধায় ও নিরপেক্ষভাবে প্রদান করবেন। জরিপে দৈবচয়ন ভিত্তিতে আপনাকেএকজন উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচিত করেছে। এতে ৩০-৪০ মিনিট সময় লাগতে পারে এবং আমরা আপনার সম্মতিতে আপনার মতামত গ্রহণ করব। আপনার মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।

উত্তরদাতার তথ্য	
নাম:	
বয়স: ……..…….. বৎসর	**লিঙ্গ:**❑ পুরুষ ❑ নারী
পিতা/স্বামীর নাম:	
শিক্ষা:❑ স্নাতকোত্তর বা তদূর্ধ্ব/ সমমান ❑ স্নাতক/সমমান ❑ ডিপ্লোমা	
পদবী:	
প্রতিষ্ঠান:	
উপজেলা:	**জেলা:**
উত্তরদাতার মোবাইল ফোন নম্বর: ০১	
উত্তরদাতার স্বাক্ষর:	**তারিখ:** …….. / ……../ ২০২৩
সাক্ষাৎকার গ্রহনকারির নাম:	**স্বাক্ষর:**

	সেকশন-১ (সবার জন্য) (অনুগ্রহ করে প্রশ্নের নিচের ফাঁকা অংশে উত্তর লিখুন; প্রয়োজনে আলাদা কাগজ ব্যবহার করতে পারেন)
১	আপনি কত সময় ধরে এ দপ্তর/ প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন?
২	এ দপ্তর/ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্যসমূহ কি কি?
৩	আমাদের দেশের যুবদের বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা কমছে না বাড়ছে? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন।

	সেকশন ২ (কেবলমাত্র টিটিসি ফ্যাকাল্টিদের জন্য)			
৪	এ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি কতসালে স্থাপিত হয়েছে?			
৫	এ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক সংখ্যা:			
৬	এ কেন্দ্রে কয়টি ল্যাব আছে এবং কিকি?			
		নাম		নাম
	ক.		ঘ.	
	খ.		ঙ.	
	গ.		চ.	
৭	কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রদর্শক (ডেমনস্ট্রেটর) আছেন কি? ❑ হ্যাঁ ❑ না না থাকলে, কারণ কি? প্রদর্শকদের অনুপস্থিতি প্রশিক্ষণ কার্য়ক্রম ব্যহত করছে কি?			

৮	এ কেন্দ্রে একসাথে কতজনকে আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করার সুযোগ আছে? ..... জন
৯	নারী প্রশিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা এবং সুরাক্ষিত আবাসিক ব্যবস্থা আছে কি? না থাকলে তাদের জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে?
১০	টিটিসিতে সাধরণতঃ কি কি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে?

	নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষনার্থী সংখ্যা
ক.			
খ.			
গ.			
ঘ.			
ঙ,			
চ.			
ছ.			
জ.			
ঝ.			
ঞ.			
চ.			

১১	আপনার প্রতিষ্ঠান/ কেন্দ্রে নারীদের জন্য বিশেষ কোন প্রশিক্ষনের সুযোগ আছে কি? ❑ হ্যাঁ ❑ না
	উত্তর হ্যাঁ হলে, প্রশিক্ষণের নাম, সময়কাল ও প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা বলুন ..
১২	কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনি/ আপনারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কি? ❑ হ্যাঁ ❑ না উত্তর যাই হোক না কেনো, এর পক্ষে আপনার যুক্তি কি??
১৩	আপনার বিশেষ কোন সুপারিশ আছে কি, যা কেন্দ্রসমূহকে আরো দক্ষ ও কার্যকর হিসেবে পরিগণিত করবে?? ১. ২. ৩. ৪.

	সেকশন-৩ (কেবলমাত্র মন্ত্রণালয় এবং বিএমইটি কর্মকর্তাদের জন্য)
৪	সারা দেশে মোট কতটি আইএমটি ও টিটিসি আছে? এসব কেন্দ্র থেকে একই সাথে কতজনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব?
৫	এ আবধি এসব কেন্দ্র থেকে মোট কতজনকে কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়েছে? পুরুষ: ..... জন নারী: ..... জন
৬.	এ অবধি আমরা কতজন প্রশিক্ষিত জনশক্তি বিদেশে কর্মী হিসেবে পাঠাতে পেরেছি?
৭	প্রশিক্ষিত জনশক্তি বিদেশে গেলে কি কি সুবিধা পেয়ে থাকে? ১। ২।
৮	ইতোমধ্যে স্থাপিত আইএমটি ও টিটিসিসমূহে প্রস্তাবিত জনবল নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়েছে কি? না হলে কেন সম্ভব হয়নি?
৯	সরকারের আরো কতটি আইএমটি ও টিটিসি স্থাপনের পরিকল্পনা আছে? ক. আইএমটি ..... টি খ. টিটিসি ..... টি
১০	আপনার মতে দেশে স্থাপতি আইএমটি ও টিটিসিসমূহের শতকরা কতভাগ আমরা পরিকল্পনামাফিক ব্যবহার করতে পেরেছি? এ হারটি দৃষ্টিকটুভাবে (যদি কম হয়) তাহলে কারণ জিজ্ঞেস করুন:
১১	আপনার মতে এসব কেন্দ্রসমূহ থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য আর কি কি করা আবশ্যক ? ১। ২। ৩।
১৭	সার্বিকভাবে আরো কোন পরামর্শ থাকলে বলুন ....

পরিশিষ্ট-৪: ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)-গাইডলাইন

বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধনী)-শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

দলীয় আলোচনা নির্দেশিকা

প্রিয় অংশগ্রহণকারী: রাষ্ট্রের বিভিন্ন সেবা লাভ এ দেশের মানুষের নাগরিক অধিকারের একটি। রাষ্ট্র সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরের মাধ্যমে জনগণের দোড় গোড়ায় সেবা পৌছে দিতে চেষ্টা করছে। অপনার এলাকার বিদেশগামী তরুণ-তরুণীদের জন্য বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। এ এলাকার একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে অপনাকে এ বিষয়ে একটি দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এ কারিগরি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এলাকার বিদেশগামী তরুণ-যুবকেরা কিভাবে উপকৃত হচ্ছে, কিংবা আদৌ উপকৃত হচ্ছে কিনা, কি করলে আরো বেশি পরিবার উপকৃত হতে পারে এসব নিয়েই আমরা আলোচনা করবো। আপনার যদি এ ধরনের আলোচনায় অয়শগ্রহণ করতে আপত্তি না থাকে তবে, আমরা শুরু করতে পারি।

আলোচনা শূরুর আগে দলীয় আলোচনার নিয়শগুলো আমরা জেনে নিই:

১. আপনারা এ এলাকায় দৈবচয়ন ভিত্তিতে নির্বাচিত নাগরিকদের মধ্যে কয়েকজন, যারা অনেক বছর ধরে এখানে বসবাস করছেন এবং আপনাদেরকে প্রকল্পের কার্যক্রম ও এর ফলাফল সম্পর্কে মতামত দেয়ার জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিবর্গের কয়েকজন হিসেবে অপনাদের দৈবচয়ন ভিত্তিতে নিরআবাচিত করা হয়েছে।
২. আলোচনায় অংশগ্রহণ না করা বা আলোচনা চলাকালীন যে কোনো সময় চলে যাওয়ার অধিকার আপনাদের আছে।
৩. আপনাদের অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক। যেহেতু এটি সরকারি প্রকল্পের মূল্যায়ন, তাই আপনাদের দেয়া সময় ও মতামত প্রদানের জন্য কোনো সম্মানী দেয়ার ব্যবস্থা নেই।
৪. মূল্যায়ন প্রতিবেদনে আপনাদের ব্যক্তিগত পরিচয় কারো কাছে কোনো ভাবেই প্রকাশ করেছে না।
৫. এ আলোচনায় আনুমানিক একঘন্টার মত সময় লাগতে পারে। আপনাদের মধ্যে কেউ যদি সময় দিতে না পারেন তবে তা আমাদের আগেই জানিয়ে দিন।
৬. আপনি যেমন আপনার মত প্রকাশে স্বাধীন, তেমনি আপনার দায়িত্ব হচ্ছে অন্যের এ অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা, যাতে তারাও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারেন। আমরা একে আপরের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করলেই এটি সম্ভব। অনুগ্রহ করে আলোচনার সময় নিজেদের মধ্যে বিতর্কে না জড়ানোই উত্তম। কারণ আমরা সবাই অপরের মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি।
৭. অনুগ্রহ করে একসাথে সবাই কথা বলবেন না, বরং আপনাদের নিজেদের মতামত দিন এবং অন্যদেরকে ও মতামত প্রকাশ করতে সাহায্য করুন।
৮. মনে রাখবেন: এটি কোন পরীক্ষা নয়, তাই এখানে কোন সঠিক বা ভুল উত্তর নেই। আপনি যা ভাবছেন তা'ই বলুন।

সেকশন-১: পরিচিতি		
	বিষয় নির্দেশনা: **(ব্র্যাকেটে আন্ডারলাইন করা)**	এ কলামে লিখুন ***(প্রয়োজনে অন্য কাগজ ব্যবহার করুন)***
১	আপনি কত সময় ধরে এ এলাকায় বসবাস করছেন?	
২	এ এলাকা কেন বা কোন কোন বিষয়ের জন্য বিখ্যাত? আপনাদের এলাকার বিখ্যাত বিষয়গুলো সম্পর্কে বলুন … (Probe)	
৩	আপনাদের এলাকায় বিদেশে কাজ করে এমন লোকের হার কত (আনুমানিক)? কোন বয়সী লোকেরা সাধারনথ বিদেশে কাজের জন্য বিদেশে যেতে বেশি আগ্রহী?	
৪	অপনাদের এলাকায় নারীরাও কি বিদেশে গিয়েছেন? আপনার জানামতে এ এলাকার কতজন নারী বিদেশে কাজ করতে গেছেন?	
৫	আপনাদের এলাকার মানুষজন সাধারণত কোন দেশে	

	কাজের সন্ধানে গিয়ে থাকে? ঐ নির্দিষ্ট দেশে বেশি সংখ্যক মানুষের যাবার কারণ কি??	
৬	এ ছাড়া আর কোন কোন দেশে এ এলাকার মানুষ কাজের জন্য গেয়েছে (আপনাদের জানামতে)	

সেকশন-২: কাজের সন্ধানে বিদেশ গমনে সমস্যা		
	বিষয় নির্দেশনা: **(ব্র্যাকেটে আন্ডারলাইন করা)**	এ কলামে লিখুন ***(প্রয়োজনে অন্য কাগজ ব্যবহার করুন)***
১	আপনাদের ধারণা মতে, কেন যুবকেরা কাজের সন্ধানে বিদেশে যেতে চায়?	
২	বিদেশে গিয়ে সাধারণত: কি ধরনের কাজে নিয়োজিত হয়ে থাকে? এ ধরনের কাজে এ যুবদের কি পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকে?	
৩	আপনার পযর্বেক্ষণে কাজের অভিজ্ঞতা ছাড়া বিদেশগামী যুবকেরা সাধারণত: কি কি ধরনের অসুবিধায় পড়ে থাকে?	
৪	বিদেশগামী যুবক/যুবতীরা জানেন কি কাজরে জন্য তারা বিদেশে যাচ্ছেন? এ ধরনের কাজে তাদের কি পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকে?	

সেকশন-৩: চাকুরী পুর্ব প্রশিক্ষণ		
	বিষয় নির্দেশনা: **(ব্র্যাকেটে আন্ডারলাইন করা)**	এ কলামে লিখুন ***(প্রয়োজনে অন্য কাগজ ব্যবহার করুন)***
১	আপনারা কি মনে করেন যে বিদেশে যাবার আগে যুবক- যুবতীদের বিদেশে কাজের ধরণ অনুসারে প্রশিক্ষিত করা প্রয়োজন?	
২	এ ধরনের প্রশিক্ষণের সুযোগ কি আপনাদের এলাকায় আছে? থাকলে কোথায় আছে? এসুযোগগুলো কি সরকারি নাকি বেসরকারি?	
৩	আপনাদের এলাকটি কর্মমুখী প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদানকারি অফিসটি কোথায় অবস্থিত? সেখানে কি কি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় জানেন কি?	

সেকশন-৪: প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সুবধাদি		
	বিষয় নির্দেশনা: **(ব্র্যাকেটে আন্ডারলাইন করা)**	এ কলামে লিখুন ***(প্রয়োজনে অন্য কাগজ ব্যবহার করুন)***
১	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আবাসিক ব্যভস্তা আছে কি?? আবাসিক ব্যবস্থায় কতজন প্রশিক্ষণার্থি একসাথে থাকতে পারেন?	
২	প্রশিক্ষ কেন্দ্রে অন্যান্য সুবিধাদি কেমন? - ক্লাশ রুম - থাকার যায়গা - খাবার যায়গা - খাবার মান	

	- ইন্টারনেট - পর্যাপ্ত লাইট/ ফ্যান ইত্যাদি	
৩	প্রশিক্ষ কেন্দ্রে পর্যাপ্ত শিক্ষক/ প্রশিক্ষক/ ডেমনস্ট্রেটর আছেন কি? না থাকলে বাইরের প্রশিক্ষকদের আমন্ত্রণ জানানো হয় কি?	
৪	এখানে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়? না হলে, এখানে প্রশিক্ষণের খরচ কেমন? প্রশিক্ষণের বিষয়ভেদে খরচের ভিন্নতা আছে কি?	
৫	কেন্দ্রে যেসব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে, সেগুলোর সময়কাল/ মেয়াদ অনুসারে প্রশিক্ষণ ব্যয় কি যথার্থ কি?	

সেকশন-৫: প্রশিক্ষণ এর প্রভাব		
	বিষয় নির্দেশনা: **(ব্র্যাকেটে আন্ডারলাইন করা)**	এ কলামে লিখুন ***(প্রয়োজনে অন্য কাগজ ব্যবহার করুন)***
১	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশে কাজ পেতে কিংবা কাজ করতে সুবিধে হচ্ছে কি?	
২	কোন প্রশিক্ষণটি প্রশিক্ষণার্থিদের বেশি কাজে লাগছে? কিভাবে?	
৩	প্রশিক্ষিত যুবকগণ বিদেশে গিয়ে সহজে কাজ পাচ্ছে কি?	
৪	প্রশিক্ষিত যুবকগণ বিদেশে গিয়ে অন্যদের (যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন নি) চেয়ে বেশি বেতন পাচ্ছে কি?	
৫	কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশ না গিয়ে দেশেও কি কাজ পাওয়া যায়?? কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেশের ভেতরে কাজ পেতে বেশি সহায়ক?	
৬	প্রশিক্ষণ গ্রহনের পর বিদেশে গিয়ে কাজ পায়নি কিংবা দেশেও কাজ পাচ্ছে না এমন ঘটনা আছে কি?	

সেকশন-৬: পরামর্শ		
	বিষয় নির্দেশনা: **(ব্র্যাকেটে আন্ডারলাইন করা)**	এ কলামে লিখুন ***(প্রয়োজনে অন্য কাগজ ব্যবহার করুন)***
১	দক্ষতা অর্জনের জন্য কেন্দ্রে প্রদানকুত প্রশিক্ষণের মেয়াদ/ সময়কাল বাড়ানো প্রয়োজন আছে কি?	
২	দেশে-বিদেশে কাজের সুযোগ বিবেচনায় আর কোন কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে যুবকগণ আরো বেমি উপকৃত হয়েছেন?	
৩	প্রশিক্ষণের পাশাপাশি স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান এর সুযোগ পেলে বিদেশগামী যুবকেরা কিংবা যারা দেশে কাজ করতে চান তারা উপকৃত হয়েছেন কি?	
৪	এ ধরনের প্রশিকক্ষণ কেন্দ্র আরো বেশি হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?	

পরিশিষ্ট-৫: মাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধনী)-শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (MoEWOE)**
অংশগ্রহণকারীঃ উত্তরদাতা অবশ্যই উক্ত উন্নয়ন প্রকল্প অবকাঠামো নির্মাণ কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন এমন ব্যক্তি (পিডি/ডিপিডি/সহকারী প্রকৌশলী/ উপসহকারী প্রকৌশলীও স্থানীয় প্রকল্প সংশ্লিষ্ঠ কর্মকর্তা)

আসসালামুআলাইকুম/আদাব। আমি অনামিকা কনসালট্যান্টস থেকে আপনাদের এলাকায় **বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য়সংশোধনী)-এর প্রভাব মূল্যায়ন** এর সমীক্ষার কাজে এসেছি। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণব্যুরো (বিএমইটি) এই প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দশ্যে হল বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বেকার যুব এবং যুব মহিলাদের কে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা; বৈদেশিক শ্রম বাজারের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মদক্ষতা অর্জন করা; সর্বনিম্ন সময়ে এবং স্বল্প খরচে অপ্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী কে প্রশিক্ষিত জনশক্তিতে রূপান্তর করা; দক্ষ জনশক্তি সরবরাহের মাধ্যমে শিল্প উৎপাদন ক্ষমতার উন্নয়ন; দেশব্যাপী কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং এর প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা। এ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কাজে আমরা নিম্নলিখিত তথ্যাবলী আপনার কাছে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানতে এসেছি। আপনার সুচিন্তিত মতামত শুধুমাত্র সমীক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে ও কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছে। আপনি অনুমতি দিলে আমি আপনার সাক্ষাৎকার গ্রহণ শুরু করতে পারি।

আপনাকে ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম:		সাক্ষাৎকার গ্রহনের তারিখ:
সাক্ষাৎকার গ্রহণ শুরুর সময়:		মোবাইলনং:

(ক) তথ্য প্রদানকারীর সাধারণ তথ্যঃ	
১	নাম:
২	পেশা:
৩	পদবী:
৪	বয়স:
৫	ঠিকানা/অফিসের নাম:
৬	উপজেলার নাম:
৭	জেলার নাম:
৮	মোবাইল নম্বর: ই-মেইল:

(খ) প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ		
	প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ.....১ না.....২
	হ্যাঁ হলে, জমি অধিগ্রহনের কাজ ডিপিপি অনুযায়ী কতটুকু হয়েছে?	জমি.....হেক্টর: (%)
	না হলে, কতটুকু ও কেন হয়নাই, পরামর্শ সহ বিস্তারিত বলুন?	
(গ) প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ		
(গ-১)অবকাঠামো নির্মাণ		
	প্রকল্পের অনুমোদিত ডিজাইন ও ড্রয়িং অনুযায়ী অবকাঠামো নির্মাণশেষ হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ.....১ না.....২
	হ্যাঁ হলে, নির্মাণকাজ অনুমোদিত ডিজাইন ও ড্রয়িং অনুযায়ী কতটুকু হয়েছে?	.....(%)
	নাহলে, কতটুকু ও কেনহয়নাই, পরামর্শ সহ বিস্তারিত উল্লেখ করুন?	
(গ-২) অবকাঠামো নির্মাণ এর গুণগত মান		
	অবকাঠামো নির্মাণ এর গুণগত মান ডিজাইন ও ড্রয়িং অনুযায়ী করেছে কিনা?	হ্যাঁ.....১ না.....২
	হ্যাঁ হলে, গুণগত মান ডিজাইন ও ড্রয়িং অনুযায়ী কাজ কতটুকু	

	হয়েছে?	……(%)
	না হলে, কতটুকু ও কেন হয়নাই, পরামর্শ সহ বিস্তারিত উল্লেখ করুন?	
(গ-৩) অবকাঠামো নির্মাণ এর নির্মাণ সামগ্রীর পরিমাণ		
	অবকাঠামো নির্মাণ এর নির্মাণ সামগ্রীর পরিমাণ নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/বিওকিউ (BOQ) অনুযায়ী শেষ হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ……১ না……২
	হ্যাঁ হলে, কাজ নির্মাণ সামগ্রীর পরিমাণ নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/বিওকিউ (BOQ) অনুযায়ী কতটুকু হয়েছে?	……(%)
	না হলে, কতটুকু ও কেন হয়নাই, পরামর্শ সহ বিস্তারিত উল্লেখ করুন?	
(গ-৪) প্রকল্পের ঝুকিঁ অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্বসংগ্রহের /কার্য ও সেবা ক্রয়,স্তবায়নে পণ্যবা , ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা ,ক্ষেত্রে বিলম্বর		
	প্রকল্পের ঝুকিঁ অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা ছিল কিনা?	হ্যাঁ……১ না……২
	হ্যাঁ হলে, প্রকল্পের ঝুকিঁ অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা কী ছিল?	
	নাহলে, পরামর্শ সহ বিস্তারিত উল্লেখ করুন?	
(গ-৫) প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি		
	প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ……১ না……২
	হ্যাঁ হলে, বাস্তবায়ন মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি কতটুকু হয়েছে তা বিস্তারিত উল্লেখ করুন?	…… (%)
	না হলে, পরামর্শ সহ বিস্তারিত উল্লেখ করুন?	
(গ-৬) প্রকল্পের শুরু হতে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে কিনা তা পরীক্ষা করা		
	কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে কিনা?	হ্যাঁ……১ না……২
	উত্তর হ্যাঁ হলে,কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কতটুকু হয়েছে?	…… (%)
	না হলে, কতটুকু ও কেন হয়নাই, পরামর্শ সহ বিস্তারিত উল্লেখ করুন?	
(গ-৭) সাইট ইমপ্রুভমেন্ট		
	প্রকল্পের নির্মাণ এর সময় সাইট ইমপ্রুভমেন্ট করেছে কিনা?	হ্যাঁ……১ না……২
	উত্তর হ্যাঁ হলে, নির্মাণ এর সময় সাইট ইমপ্রুভমেন্ট ডিপিপি অনুযায়ী কতটুকু হয়েছে?	…… (%)
	নাহলে, কতটুকু ও কেন হয়নাই, পরামর্শ সহ বিস্তারিত উল্লেখ করুন?	
(গ-৮)বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং এবং সোলার প্যানেল স্থাপন		
	বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং এবং সোলার প্যানেল স্থাপন হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ……১ না……২
	উত্তর হ্যাঁ হলে, ডিপিপি অনুযায়ী কোনটা কতটুকু শেষ হয়েছে?	…… (%)
	নাহলে, কোনটা কতটুকু ও কেন হয়নাই, পরামর্শ সহ বিস্তারিত উল্লেখ করুন?	

তথ্য সংগ্রহকারী (পরামর্শক/ইঞ্জিনিয়ার/সুপারভাইজার/ ইনুমারেটর) বাঁধ নির্মাণ / পুন:নির্মাণ, খাল খনন, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো, ফ্লাশিং ইনলেট, বাঁধের ঢাল, নদী তীর ও ক্লোজার নির্মাণ প্রভৃতি পরিদর্শন করবেন এবং কাজের বর্তমান অবস্থাও মান পর্যবেক্ষণ করবেন। ডিপিপির সাথে তুলনা করে সে অনুযায়ী বিশ্লেষণ ও মতামত দেবেন।.

তথ্য সংগ্রকারীর স্বাক্ষর: তারিখ:

সুপারভইজারের স্বাক্ষর: তারিখ:

মূল্যবান সময়, তথ্য ও সুচিন্তিত মতামত দেয়ার জন্য আপনাদেরকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশিষ্ট-৬ মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের নির্বাচিত ছবিসমূহ

ছবি ১- এফজিডি সেশন, মেহেরপুর, টিটিসি

ছবি ২- এফজিডি সেশন, শেরপুর, টিটিসি

ছবি ৩ - এফজিডি সেশন, গোপালগঞ্জ, টিটিসি

ছবি ৪- এফজিডি সেশন, মৌলভিবাজার, টিটিসি

ছবি ৫- এফজিডি সেশন, নীলফামারী, টিটিসি

ছবি ৬- নওগাঁ টিটিসি থেকে ড্রাইভিংয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

ছবি ৭- ফেনী টিটিসি প্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহণের(কেআইআই) পরবর্তী স্থিরচিত্র

ছবি ৮- ব্রাহ্মণবাড়িয়া টিটিসি প্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহণের (কেআইআই) পরবর্তী স্থিরচিত্র

পরিশিষ্ট-৭ কেস স্টাডি: ক্রয় ব্যবস্থাপনা

১.১ কমিটি গঠন

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব খোরশেদ আলম চৌধুরী স্বাক্ষরিত পরিপত্রে (স্মারক নং-বিএমইটি/প্রপ/৫টি আইএমটি/দরপত্র কমিটি গঠন/৭৪/২০১০/৩৪৪) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা. ২০০৯ এর আলোকে জনশক্তি, কর্ম সংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ২২.১২.২০১২ ইয় তারিখে চারটি কমিটি গঠন করে- (১) দরপত্র ও প্রস্তাব উম্মুক্তকরণ কমিটি (পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা. ২০০৯ এর সংশোধিত তফসিল -২ অনুযায়ী); (২) দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি ও (৩) স্বল্পমূল্যের ক্রয়ের জন্য দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি এবং (৪) যন্ত্রপাতি ও মালামাল গ্রহণ কমিটি ।

	(১) দরপত্র ও প্রস্তাব উম্মুক্তকরণ কমিটি:	
ক.	দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি	চেয়ারপারসন
খ.	পরিচালক প্রশিক্ষণ পরিচালনা), বিএমইটি	সদস্য
গ.	উপপ্রকল্প পরিচালক/ উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা)	সদস্য
ঘ.	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক	সদস্য-সচিব
	(২) দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি:	
ক.	অতিরিক্ত মহা-পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	চেয়ারপারসন
খ.	পরিচালক প্রশিক্ষণ (বিএমইটি)	সদস্য
গ.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদিশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রলারয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
ঘ.	বিটাক/ কম্পিউটার কাউন্সিল/ বিআরটিএ/ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
ঙ.	সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক/ উপ-পরিচালক, বিএমইটি	সদস্য
চ.	সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক	সদস্য-সচিব

(৩) স্বল্পমূল্যের ক্রয়ের জন্য দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি

ক্রয়কারী সংস্থা বা অন্য কোন সংস্থার ০১ (এক) জন প্রতিনিধিসহ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির ০৩ (তিন) জন সদস্য এ কমিটিতে থাকবেন।

(৪) যন্ত্রপাতি ও মালামাল গ্রহণ কমিটি

ক.	পরিচালক, প্রশিক্ষণ, বিএমইটি	সভাপতি
খ.	বিটাক/কম্পিউটার কাউন্সিল/বিআরটিএ/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
গ.	অধ্যক্ষ, বি-কে টিটিসি/ বি-জি টিটিসি	সদস্য
ঘ.	সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক/ উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা) বিএমইটি	সদস্য
ঙ.	প্রকল্প পরিচালক	সদস্য-সচিব

১.২ বাজারদর প্রাক্কলন

প্রকল্প পরিচালক জনাব কুবলেশ্বর ত্রিপুরা স্বাক্ষরিত এবং ১৭/০১/২০১৩ ইং তারিখে জারিকৃত অফিস আদেশ (স্মানক নং-বিএমইটি/৩০টিটিসি/অফিস আদেশ/৮৮/২০১১/১২৮০) বলে

১। জনাব চন্দন লাল ঘোষ, উপ-প্রকল্প পুরচালক, ৩০ টিটিসি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প, বিএমইটি, ঢাকা এবং

২। জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, সহকারী পরিচালক, বিএমইটি, ঢাকা, ৫ টি টিটিসির প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্তে সংযুক্ত তালিকা অনুযায়ী স্পেসিফিকেশনসহ বাজারদর প্রাক্কলন প্রস্তত করার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়।

১.৩ পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

প্রকল্প পরিচালক জনাব কুবলেশ্বর ত্রিপুরা স্বাক্ষরিত ০৯/০১/২০১৪ ইং তারিখের পত্রে দু'টো জাতীয় দৈনিক- (১) দৈনিক ইত্তেফাক ও (২) দি ডেইলী ষ্টার এর বিজ্ঞাপন ম্যানজার কে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অনুরোদ জানানো হয়।

অতপর, যথাক্রমে ১১/০১/২০১৪ ইং তারিখে দি ডেইলী ষ্টার এবং ১২/০১/২০১৪ ইং তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় উক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। পাশাপাশি সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এর ওয়েব সাইটেও দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

১.৪ দরপত্রের বিবরণ

ক.	দরপত্র আহবান কারী:	জনাব কুবলেশ্বর ত্রিপুরা, প্রকল্প পরিচালক,বিভিন্ন জেলায় ৩০টি টিটিসি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।
খ.	ক্রয়কারী দপ্তরঃ	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)
গ.	প্রকিউরমেন্ট এন্টিটি কোড:	৬৫৩১
ঘ.	মন্ত্রণালয়/ বিভাগঃ	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
ঙ.	দরপত্র রেফারন্স নং	৪৯.০১.০০০০.৩২৫.০৭.০০২.১৪.১৬৯১; তারিখ: ০৯/০১/২০১৪।
চ.	পদ্ধতিঃ	উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (জাতীয়)
ছ.	প্রকল্প কোডঃ	৫০১৩
জ.	দরপত্র প্যাকেজ/ লট নং-	(১) কম্পিউটার অপারেশন ট্রেড, লট-২, (২) ইলকটিক্যাল ট্রেড, লট-৪, (৩) ইলেকট্রিক ট্রেড, লট-৩, (৪) অফিস ইক্যুইপমেন্ট ট্রেড, লট-২
ঝ.	দরপত্র বিক্রয়ের তারিখঃ	১১/০২/২০১৪ ইং
ঞ.	দরপত্রের শেষ তারিখ ও সময়ঃ	১২/০২/২০১৪; ১২.০০ অপরাহ্ন
ট.	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়ঃ	১২/০২/২০১৪; ০১.০০ অপরাহ্ন
ঠ.	দরপত্রের মূল্যঃ	১০০০.০০ টাকা (প্রতি গ্রুপের জন্য)
ড.	কাজের বিবরণঃ	দরপত্রের বর্ণনামত

ঢ. দরপত্র সংক্রান্ত বিষয়াদি:

স্থান	গ্রুপ নং	ট্রেড	লট	দরপত্র নিরাপত্তার পরিমান (টাকা)	কর্ম সম্পদনের সময় (সপ্তাহ/ মাস)
দরপত্রের বর্ণনামত	১	কম্পিউটার অপারেশন	এ	২৪৩,০০০.০০	১২০ দিন
			বি	৪৬,০০০.০০	
	২	ইলেকট্রিক্যাল	এ	১৪৩,০০০.০০	
			বি	১৭৮,০০০.০০	
			সি	১৫৫,০০০.০০	
			ডি	২০০,০০০.০০	
	৩	ইলেকট্রিক	এ	১২৩,০০০.০০	
			বি	১০০,০০০.০০	
			সি	১০০,০০০.০০	
	৪	অফিস ইক্যুইপমেন্ট	এ	২২,০০০.০০	
			বি	২৮,০০০.০০	

১.৫ দরপত্র বিক্রয়ের বিবরণ

	গ্রুপের নাম	বিক্রিত দরপত্রের সংখ্যা
১	কম্পিউটার অপারেশন	১৩
২	ইলেকট্রিক্যাল	১৫
৩	ইলেকট্রিক	১৪
৪	অফিস ইক্যুইপমেন্ট	১২

১.৬ দরপত্র উম্মুক্তকরণের সময় উপস্থিত দরদাতা প্রতিনিধিদের তালিকা

	প্রতিষ্ঠানের নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
১.	এম/এস নেক্সিম	৮.	সিলিকন ইআই এন্ড কম্পিউটার্স
২.	অ্যাডভান্স বায়োসায়েন্স লিমিটেড	১০.	স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেড
৩.	এডুটেক সিস্টেম লিমিটেড	১১.	এস এস ইন্টারন্যাশনাল
৪.	আর এম সিস্টেম লিমিটেড	১২.	তাম্মাম কর্পোরেশন

৫.	দ্য ওয়ার্ল্ড বিজনেস সেন্টার	১৩.	অ্যাডভান্স টেকনোলজি কনসোটিয়াম
৬.	আদর্শ বিজ্ঞান বিপণী	১৪.	ইন্টিম্যাসি কম্পিউটার
৭.	এক্সবেক আইটি লিমিটেড	১৫.	এনটেক লজিস্টিক্স লিমিটেড
৮.	আহম্মেদ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস		

১.৭ দরদাতাদের দাখিলকৃত দরপত্রের বিবরণ

ক. গ্রুপ নং –১

	প্রতিষ্ঠানের নাম	উদ্ধৃত দর	
		লট-এ	লট-বি
১.	স্মার্ট টেকনোলজিস	৮২,৭৯,২৫০/-	২২,২০,৫০৫/-
২.	এস এস ইন্টারন্যাশনাল	৮৮,৩৫,০০০/-	১,৬৪,৫০০/-
৩.	এম/এস নেক্সিম	১,০৫,৪৯,৬৯০/-	
৪.	সিলিকন ইলেকট্রনিক্স	--	১৬,৭৪,০০০/-
৫.	জিবেক আইটি লিমিটেড	৮৯,৬২,৫০০/-	২২,৭০,০০০/-
৬.	তামাম কর্পোরেশন	৮১,৬৭,৫০০/-	২২,৭০,৭২৫/-
৭.	আর এম সিস্টেমস লিমিটেড	৭৩,১২,৫০০/-	--
৮	ইনটিমেসী কম্পিউটার এন্ড সল্যুশনস	৭২,৩৩,৭৫০/-	১০,৭২,৫০০/-

খ. গ্রুপ নং –২

	প্রতিষ্ঠানের নাম	উদ্ধৃত দর			
		লট-এ	লট-বি	লট-সি	লট-ডি
১.	আদর্শ বিজ্ঞান বিপণী	৫২,৯৭,৮০০/-	--	৬৯,৯৪,৪০০/-	--
২.	দ্য ওয়ার্ল্ড বিজনেস সেন্টার	--	--	৪৭,৮৮,১০০/-	--
৩.	এডু টেক সিস্টেমস লিমিটেড	--	৩৬,৬০,০০০/-	--	৪১,০২,৭৫০/-
৪.	এম/এস জননী ট্রেডিং	৫৫,৯৭,৫০০/-	৬৮,০০,০০০/-	৬৪,২৭,৫০০/-	৭৫,৭৫,০০০/-
৫.	অ্যাডভান্স টেকনোলজী	৪৯,৫৫,০০০/-	৬৪,৭৫,০০০/-	৬৬,৫২.৮৭০/-	৮৬,৬৫,০০০/-
৬.	এম/ এস নাফে ট্রেডিং	--	--	--	৭৬,০৭,৫০০/-
৭.	এনটেক লজিষ্টিকস	৬৯,৬৫,০০০/-	৭১,০০,০০০/-	৫৭,৪৭,৫০০/-	--
৮.	আহম্মেদ ইঞ্জিনিয়ারিং	৪৭,৭৫,০০০/-	--	৫০,৪৪,০০০/-	--

গ. গ্রুপ নং –৩

	প্রতিষ্ঠানের নাম	উদ্ধৃত দর		
		লট-এ	লট-বি	লট-সি
১.	দ্য ওয়ার্ল্ড বিজনেস সেন্টার	৩৮,৮৯,৮০০/-	--	--
২.	এম/এস জননী ট্রেডিং	৫২,১২,৫০০/-	৩৫,৩৮,৫০০/-	৩৭,৯২,০০০/-
৩.	এম/এস আদেল এন্টারপ্রাইজ	--	৩৫,৮৮,০০০/-	--
৪.	এনটেক লজিষ্টিকস	৪৮.০৯,০০০/-	৪০,২১,৫০০/-	৪৩,০২,০০০/-
৫.	আদর্শ বিজ্ঞান বিপণী	৩৩,৮৭,০৩৬/-	৩৪,৭৪,৬৯৯/-	৩৭,৮৭,৮০০/-
৬.	অ্যাডভান্স টেকনোলজী	৪৫,৪২,০০০/-	৩৯,২২,৫০০/-	৪৫,২৮,৫০০/-
৭.	আহম্মেদ ইঞ্জিনিয়ারিং	৪০,০৫.০০০/-	৩৫,১১,৫০০/-	৩৭,৩২,০০০/-
৮.	অ্যাডভান্স বায়ো সায়েন্স	২৫,১৮,৫০০/-	--	--

ঘ. গ্রুপ নং –৪

	প্রতিষ্ঠানের নাম	উদ্ধৃত দর	
		লট-এ	লট-বি
১.	এস এস ইন্টারন্যাশনাল	৬,৫৭,০০০/-	৯,৭০,০০০/-
২.	জিবেক	৮,৩২,৫০০/-	১০,২০,৪০০/-
৩.	তামাম কর্পোরেশন	১২,৭০,৫০০/-	১০,০৭,২১৭/-
৪.	কনফিডেন্স ইন্টারন্যাশনাল	৬,৩৩,০০০/-	৯,৯১,৬০০/-

১.৮ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা

সভা-১: ১৮ মার্চ ২০১৪ ইং

বিএমইটি'র অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব জাবেদ আহমেদ এর সভাপতিত্বে ১৮/০৩/২০১৪ ইং তারিখে মূল্যায়ন কমিটির সভায় গ্রুপ-১ (কম্পিউটা অপারেশন) ও গ্রুপ-৪ (অফিস ইক্যুইপমেন্ট) এর জন্য প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ মূল্যায়ন করা হয়।

মূল্যায়নকালে সকল প্রবিধানমালা, কার্যবিধি ও দরপত্র দলিলাদির আবশ্যকতাসমূহ যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। আরো দাবী করা হয় যে, মূল্যায়নকালে সকল বিষয়াদি ও তথ্যাদি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে যথাযতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং কোন প্রাসঙ্গিক বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ দেয়া হয়নি। প্রাপ্ত দরপত্রসমূহের প্রাথমিক মূল্যায়ন (preliminary evaluation), কারিগরি মূল্যায়ন (technical evaluation) এবং আর্থিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন (financial evaluation report) এর খসড়া সভায় উপস্থাপিত হয় এবং কমিটির সদস্যগণ প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ পিপিআর-২০০৮ মোতাবেক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও যাচাই করেছেন বলে সভার কার্যবিবরণীতে উল্লেখ রয়েছে।

১.১ কম্পিউটার অপারেশন ট্রেড, লট-এঃ সিদ্ধান্তসমূহ

লট-এ তে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহের মধ্যে এস এস ইন্টারন্যাশনাল, মেসার্স নেক্সিম, ও মেসার্স ইন্টিমেসী কম্পিউটার সল্যুশন, এ তিনটি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র প্রস্তাব দরপত্র দলিলের শর্তাদি যথাযথভাবে অনুসৃত না হওয়ায় প্রাথমিক মূল্যায়নে অগ্রহণযোগ্য (non-responsive) বিবেচিত হয়।

নিচের টেবিলে সভার কার্যবিবরণী মতে গ্রহনযোগ্য চারটি দরপত্র প্রস্তাবের ফলাফল ও সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হলোঃ

	দরদাতা প্রতিষ্ঠান	উদ্ধৃত দর	মন্তব্য
০১	মেসার্স স্মার্ট টেকনোলজী (বিডি) লিঃ	৮২,৭৯,২৫০/-	--
০২	মেসার্স জিবেক আইটি লিমিটেড	৮৯,৬২,৫০০/-	--
০৩	মেসার্স তামাম কর্পোরেশন	৮১,৬৭,৫০০/-	দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দর
০৪	মেসার্স আর এম সিষ্টেম লিমিটেড	৭৩,১২,৫০০/-	প্রথম সর্বনিম্ন দর

গ্রহণযোগ্য দরপত্রসমূহে উদ্ধৃত দর দাপ্তরিক বাজার দর ৯০,০০,০০০/- (নব্বই লক্ষ) এর কম হওয়ায়, কমিটি দরসমূহ গ্রহণ করেন এবং সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান, ইলেকট্রনিক্স এন্ড কম্পিউটার্স এর ৭৩,১২,৫০০/- (তিয়ত্তর লক্ষ বার হাজার পাঁচশত) টাকার প্রদত্ত দর গ্রহণ ও এর অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান করার সুপারিশ করেন।

১.২ কম্পিউটার অপারেশন ট্রেড, লট-বিঃ সিদ্ধান্তসমূহ

লট-বি তে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহের মধ্যে এস এস ইন্টারন্যাশনাল, মেসার্স নেক্সিম, ও মেসার্স ইন্টিমেসী কম্পিউটার সল্যুশন, এ তিনটি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র প্রস্তাব দরপত্র দলিলের শর্তাদি যথাযথভাবে অনুসৃত না হওয়ায় প্রাথমিক মূল্যায়নে অগ্রহণযোগ্য (non-responsive) বিবেচিত হয়।

নিচের টেবিলে সভার কার্যবিবরণী মতে গ্রহনযোগ্য চারটি দরপত্র প্রস্তাবের ফলাফল ও সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হলোঃ

	দরদাতা প্রতিষ্ঠান	উদ্ধৃত দর	মন্তব্য
০১	মেসার্স স্মার্ট টেকনোলজী (বিডি) লিঃ	২২,২০,৫০৫/-	--
০২	মেসার্স জিবেক আইটি লিমিটেড	২২,৭০,০০০/-	--
০৩	মেসার্স তামাম কর্পোরেশন	২২,৭০,৭২৫/-	--
০৪	মেসার্স সিলিকন ইলেকট্রনিক্স এন্ড কম্পিউটার্স	১৬,৭৪,০০০/-	প্রথম সর্বনিম্ন দর

প্রাপ্ত গ্রহণযোগ্য দরপত্রের মধ্যে মেসার্স সিলিকন ইলেকট্রনিক্স এন্ড কম্পিউটার্স এর প্রস্তাবিত দর গ্রহণযোগ্য ও দাপ্তরিক বাজার এর কম হওয়ায়, কমিটি সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিলিকন ইলেকট্রনিক্স এন্ড কম্পিউটার্স এর প্রদত্ত দর ১৬,৭৪,০০০/- (ষোল লক্ষ চুয়াত্তর হাজার) টাকার দর গ্রহণ এবং তাদের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান করার সুপারিশ করেন।

১.৩ অফিস ইক্যুইপমেন্ট, লট-এ: সিদ্ধান্তসমূহ

লট-এ তে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহের মধ্যে মেসার্স কনফিডেন্স ইন্টারন্যাশনাল এর দরপত্র প্রস্তাব দরপত্র দলিলের শর্তাদি যথাযথভাবে অনুসৃত না হওয়ায় প্রাথমিক মূল্যায়নে অগ্রহণযোগ্য (non-responsive) বিবেচিত হয়।

প্রাথমিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য তিনটি দরপত্রের চুড়ান্ত মূল্যায়ন ফলাফল নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

	দরদাতা প্রতিষ্ঠান	উদ্ধৃত দর	মন্তব্য
০১	মেসার্স এস এস ইন্টারন্যাশনাল	৬,৫৭,০০০/-	প্রথম সর্বনিম্ন দর
০২	মেসার্স জিবেক আইটি লিমিটেড	৮,৩২,৫০০/-	দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দর
০৩	মেসার্স তামাম কর্পোরেশন	১২,৭০,৫০০/-	--

প্রাপ্ত গ্রহণযোগ্য দরপত্রের মধ্যে মেসার্স এস এস ইন্টারন্যাশনাল এর উদ্ধৃত দর ৬,৫৭,০০০/- (ছয় লক্ষ সাতান্ন হাজার) টাকা সর্বনিম্ন হওয়ায় এবং দাপ্তরিক বাজার দর এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকায় কমিটি অফিস ইক্যুইপমেন্ট, লট-এ এর জন্য প্রস্তাবটি গ্রহন এবং তাদের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করেন।

১.৪ অফিস ইক্যুইপমেন্ট, লট-বি: সিদ্ধান্তসমূহ

লট-বি তে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহের মধ্যে মেসার্স কনফিডেন্স ইন্টারন্যাশনাল এর দরপত্র প্রস্তাব দরপত্র দলিলের শর্তাদি যথাযথভাবে অনুসৃত না হওয়ায় প্রাথমিক মূল্যায়নে অগ্রহণযোগ্য (non-responsive) বিবেচিত হয়।

প্রাথমিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য তিনটি দরপত্রের চুড়ান্ত মূল্যায়ন ফলাফল নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

	দরদাতা প্রতিষ্ঠান	উদ্ধৃত দর	মন্তব্য
০১	মেসার্স এস এস ইন্টারন্যাশনাল	৯,৭০,৬০০/-	প্রথম সর্বনিম্ন দর
০২	মেসার্স জিবেক আইটি লিমিটেড	১০,২০,৪০০/-	--
০৩	মেসার্স তামাম কর্পোরেশন	১০,০৭,২১৭/-	দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দর

প্রাপ্ত গ্রহণযোগ্য দরপত্রের মধ্যে মেসার্স এস এস ইন্টারন্যাশনাল এর উদ্ধৃত দর ৯,৭০,৬০০/- (নয় লক্ষ সত্তর হাজার ছয়শত) টাকা সর্বনিম্ন হওয়ায় এবং দাপ্তরিক বাজার দর এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকায় কমিটি অফিস ইক্যুইপমেন্ট, লট-এ এর জন্য প্রস্তাবটি গ্রহন এবং তাদের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করেন।

১.৫ জামানত ফেরৎ

কমিটির সভায় কার্যাদেশ প্রাপ্ত দরদাতা ব্যতীত অন্য সকল অসফল দরদাতাদের জামানতের টাকা ফেরৎ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় কমিটির সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন এবং কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করেছেন।

সভা-২: ৩১ মার্চ ২০১৪ ইং

০৯/০১/২০১৪ ইং তারিখে আহবানকৃত দরপত্রের গ্রুপ-১ এবং গ্রুপ-৩ এ প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন কমিটির সভা ৩১/০৩/২০১৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

২.১ ইলেকট্রিক্যাল ট্রেড, লট-এঃ সিদ্ধান্তসমূহ

লট-এ তে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহের মধ্যে মেসার্স আদর্শ বিজ্ঞান বিপণী ও মেসার্স আহম্মদ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস এর দরপত্র প্রস্তাব দরপত্র দলিলের শর্তাদি যথাযথভাবে অনুসৃত না হওয়ায় প্রাথমিক মূল্যায়নে অগ্রহণযোগ্য (non-responsive) বিবেচিত হয়।

প্রাথমিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য তিনটি দরপত্রের চুড়ান্ত মূল্যায়ন ফলাফল নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

	দরদাতা প্রতিষ্ঠান	উদ্ধৃত দর	মন্তব্য
০১	মেসার্স জননী ট্রেডিং	৫৫,৯৭,৫০০/-	দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দর
০২	মেসার্স এনটেক লজিষ্টিক লিমিটেড	৫৯,৬৫,০০০/-	--
০৩	মেসার্স অ্যাডভান্স টেকনোলজী কনসোর্টিয়াম	৪৯,৫৫,০০০/-	প্রথম সর্বনিম্ন দর

প্রাপ্ত গ্রহণযোগ্য দরপত্রের মধ্যে মেসার্স অ্যাডভান্স টেকনোলজী কনসোর্টিয়াম এর উদ্ধৃত দর ৪৯,৫৫,০০০/- (উণপঞ্চাশ নয় পঞ্চান্ন হাজার ছয়শত) টাকা সর্বনিম্ন হওয়ায় এবং দাপ্তরিক বাজার দর ৫১,৯৫,০০০/- (বায়ান্ন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) টাকা এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকায় কমিটি ইলেকট্রিক্যাল ট্রেড, লট-এ এর জন্য মেসার্স অ্যাডভান্স টেকনোলজী কনসোর্টিয়াম এর প্রস্তাবটি গ্রহণ এবং তাদের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করেন।

২.২ ইলেকট্রিক্যাল ট্রেড, লট-বিঃ সিদ্ধান্তসমূহ

লট-বি তে প্রাপ্ত চারটি দরপত্রের মধ্যে মেসার্স এডুটেক সিষ্টেমস লিমিটেড এর দরপত্র প্রস্তাব দরপত্র দলিলের শর্তাদি যথাযথভাবে অনুসৃত না হওয়ায় প্রাথমিক মূল্যায়নে অগ্রহণযোগ্য (non-responsive) বিবেচিত হয়।

প্রাথমিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য তিনটি দরপত্রের চুড়ান্ত মূল্যায়ন ফলাফল নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

	দরদাতা প্রতিষ্ঠান	উদ্ধৃত দর	মন্তব্য
০১	মেসার্স জননী ট্রেডিং	৬৮,০০,০০০/-	দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দর
০২	মেসার্স এনটেক লজিষ্টিক লিমিটেড	৭১,০০,০০০/-	--
০৩	মেসার্স অ্যাডভান্স টেকনোলজী কনসোটিয়াম	৬৪,৭৫,০০০/-	প্রথম সর্বনিম্ন দর

প্রাপ্ত গ্রহণযোগ্য দরপত্রের মধ্যে মেসার্স অ্যাডভান্স টেকনোলজী কনসোর্টিয়াম এর উদ্ধৃত দর ৬৪,৭৫,০০০/- (চৌষট্টি লাখ পঁচাত্তর হাজার) টাকা সর্বনিম্ন হওয়ায় এবং দাপ্তরিক বাজার দর ৬৬,০০,০০০/- (ছেষট্টি লক্ষ) টাকা এর কম হওয়ায় কমিটি ইলেকট্রিক্যাল ট্রেড, লট-বি এর জন্য মেসার্স অ্যাডভান্স টেকনোলজী কনসোর্টিয়াম এর প্রস্তাবটি গ্রহণ এবং তাদের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করেন।

২.৩ ইলেকট্রিক্যাল ট্রেড, লট-সিঃ সিদ্ধান্তসমূহ

লট-সি তে প্রাপ্ত ছয়টি দরপত্রের মধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে মেসার্স আদর্শ বিজ্ঞান বিপণী, মেসার্স দ্য ওয়ার্ল্ড বিজনেস সিষ্টেম এবং মেসার্স আহম্মদ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস এর দরপত্র প্রস্তাব দরপত্র দলিলের শর্তাদি যথাযথভাবে অনুসৃত না হওয়ায় প্রাথমিক মূল্যায়নে অগ্রহণযোগ্য (non-responsive) বিবেচিত হয়।

প্রাথমিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য তিনটি দরপত্রের চুড়ান্ত মূল্যায়ন ফলাফল নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

	দরদাতা প্রতিষ্ঠান	উদ্ধৃত দর	মন্তব্য
০১	মেসার্স জননী ট্রেডিং	৬৪,২৭,৫০০/-	দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দর
০২	মেসার্স এনটেক লজিষ্টিক লিমিটেড	৫৭, ৭৪,৫০০/-	প্রথম সর্বনিম্ন দর
০৩	মেসার্স অ্যাডভান্স টেকনোলজী কনসোটিয়াম	৬৬,৫২,৮৭০/-	--

প্রাপ্ত গ্রহণযোগ্য দরপত্রের মধ্যে মেসার্স এনটেক লজিষ্টিক লিমিটেড এর উদ্ধৃত দর ৫৭,৭৪,৫০০/- (সাতান্ন লক্ষ চুয়াত্তর হাজার পাঁচশত) টাকা সর্বনিম্ন হওয়ায় এবং দাপ্তরিক বাজার দর এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় কমিটি ইলেকট্রিক্যাল ট্রেড, লট-সি এর জন্য মেসার্স এনটেক লজিষ্টিক লিমিটেড এর প্রস্তাবটি গ্রহণ এবং তাদের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করেন।

২.৪ ইলেকট্রিক্যাল ট্রেড, লট-ডিঃ সিদ্ধান্তসমূহ

লট-ডি তে প্রাপ্ত চারটি দরপত্রের মধ্যে দু'টি প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে মেসার্স এডুটেক সিষ্টেমস লিমিটেড এবং মেসার্স নাফী ট্রেডিং এর দরপত্র প্রস্তাব দরপত্র দলিলের শর্তাদি যথাযথভাবে অনুসৃত না হওয়ায় প্রাথমিক মূল্যায়নে অগ্রহণযোগ্য (non-responsive) বিবেচিত হয়।

প্রাথমিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য দু'টি দরপত্রের চুড়ান্ত মূল্যায়ন ফলাফল নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

	দরদাতা প্রতিষ্ঠান	উদ্ধৃত দর	মন্তব্য
০১	মেসার্স জননী ট্রেডিং	৭৫,৭৫,০০০/-	প্রথম সর্বনিম্ন দর
০২	মেসার্স অ্যাডভান্স টেকনোলজী কনসোটিয়াম	৮৬,৬৫০০০/-	দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দর

প্রাপ্ত গ্রহণযোগ্য দরপত্রের মধ্যে মেসার্স জননী ট্রেডিং এর উদ্ধৃত দর ৭৫,৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা সর্বনিম্ন হওয়ায় এবং দাপ্তরিক বাজার দর ৭৬,১০,০০০/- (ছিয়াত্তর লক্ষ দশ হাজার) টাকা এর কম হওয়ায় কমিটি ইলেকট্রিক্যাল ট্রেড, লট-ডি এর জন্য মেসার্স জননী ট্রেডিং এর প্রস্তাবটি গ্রহণ এবং তাদের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করেন।

৩. ইলেকট্রনিক্স ট্রেড

৩.১ ইলেকট্রনিক্স ট্রেড, লট-এঃ সিদ্ধান্তসমূহ

ইলেকট্রনিক্স ট্রেড, লট-এ তে প্রাপ্ত সাতটি দরপত্রের মধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে মেসার্স ওয়ার্ল্ড বিজনেস, মেসার্স আদর্শ বিজ্ঞান বিপণী এবং অ্যাডভান্স বায়ের সায়েন্স এর দরপত্র প্রস্তাব দরপত্র দলিলের শর্তাদি যথাযথভাবে অনুসৃত না হওয়ায় প্রাথমিক মূল্যায়নে অগ্রহণযোগ্য (non-responsive) বিবেচিত হয়।

প্রাথমিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য চারটি দরপত্রের চুড়ান্ত মূল্যায়ন ফলাফল নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

	দরদাতা প্রতিষ্ঠান	উদ্ধৃত দর	মন্তব্য
০১	মেসার্স জননী ট্রেডিং	৫২,১২,৫০০/-	--
০২	মেসার্স এনটেক লজিষ্টিক লিমিটেড	৪৮,০৯,০০০/-	--
০৩	মেসার্স অ্যাডভান্স টেকনোলজী কনসোটিয়াম	৪৫,৪২,০০০/-	দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দর
০৪	মেসার্স আহম্মদ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস	৪০,০৫,০০০/-	প্রথম সর্বনিম্ন দর

প্রাপ্ত গ্রহণযোগ্য দরপত্রের মধ্যে মেসার্স আহম্মদ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস এর উদ্ধৃত দর ৪০,০৫,০০০/- (চল্লিশ লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা সর্বনিম্ন হওয়ায় এবং দাপ্তরিক বাজার দর ৪৫,৫১,০০০/- (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ একান্ন হাজার) টাকা এর কম হওয়ায় কমিটি ইলেকট্রনিক্স ট্রেড, লট-এ এর জন্য মেসার্স আহম্মদ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস এর প্রস্তাবটি গ্রহণ এবং তাদের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করেন।

৩.২ ইলেকট্রনিক্স ট্রেড, লট-বিঃ সিদ্ধান্তসমূহ

ইলেকট্রনিক্স ট্রেড, লট-বি তে প্রাপ্ত ছয়টি দরপত্রের মধ্যে দু'টি প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে মেসার্স আদেল এন্টারপ্রাইজ ও মেসার্স আদর্শ বিজ্ঞান বিপণী এর দরপত্র প্রস্তাব দরপত্র দলিলের শর্তাদি যথাযথভাবে অনুসৃত না হওয়ায় প্রাথমিক মূল্যায়নে অগ্রহণযোগ্য (non-responsive) বিবেচিত হয়।

প্রাথমিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য চারটি দরপত্রের চুড়ান্ত মূল্যায়ন ফলাফল নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

	দরদাতা প্রতিষ্ঠান	উদ্ধৃত দর	মন্তব্য
০১	মেসার্স জননী ট্রেডিং	৩৫,৩৮,৫০০/-	দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দর
০২	মেসার্স এনটেক লজিষ্টিক লিমিটেড	৪০,২১,৫০০/-	--
০৩	মেসার্স অ্যাডভান্স টেকনোলজী কনসোটিয়াম	৩৯,২২,৫০০/-	--
০৪	মেসার্স আহম্মদ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস	৩৫,১১,৫০০/-	প্রথম সর্বনিম্ন দর

প্রাপ্ত গ্রহণযোগ্য দরপত্রের মধ্যে মেসার্স আহম্মদ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস এর উদ্ধৃত দর ৩৫,১১,৫০০/- (পঁয়ত্রিশ লক্ষ এগার হাজার পাঁচশত) টাকা সর্বনিম্ন হওয়ায় এবং দাপ্তরিক বাজার দর ৩৬,৭০,৫০০/- (ছত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার পাঁচশত) টাকা এর কম হওয়ায় কমিটি ইলেকট্রনিক্স ট্রেড, লট-বি এর জন্য মেসার্স আহম্মদ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস এর প্রস্তাবটি গ্রহণ এবং তাদের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করেন।

৩.৩ ইলেকট্রনিক্স ট্রেড, লট-সিঃ সিদ্ধান্তসমূহ

ইলেকট্রনিক্স ট্রেড, লট-সি তে প্রাপ্ত পাঁচটি দরপত্রের মধ্যে মেসার্স আদর্শ বিজ্ঞান বিপণী এর দরপত্র প্রস্তাব দরপত্র দলিলের শর্তাদি যথাযথভাবে অনুসৃত না হওয়ায় প্রাথমিক মূল্যায়নে অগ্রহণযোগ্য (non-responsive) বিবেচিত হয়। পরবর্তীতে কারিগরি মূল্যায়নে মেসার্স আহম্মদ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস এর দরপত্রও অগ্রহণযোগ্য (non-responsive) বিবেচিত হয়
প্রাথমিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য তিনটি দরপত্রের চুড়ান্ত মূল্যায়ন ফলাফল নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

	দরদাতা প্রতিষ্ঠান	উদ্ধৃত দর	মন্তব্য
০১	মেসার্স জননী ট্রেডিং	৩২,৯২,০০০/-	প্রথম সর্বনিম্ন দর
০২	মেসার্স এনটেক লজিষ্টিক লিমিটেড	৪৩,০২,০০০/-	দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দর
০৩	মেসার্স অ্যাডভান্স টেকনোলজী কনসোটিয়াম	৪৫,২৮,৫০০/-	--

প্রাপ্ত গ্রহণযোগ্য দরপত্রের মধ্যে মেসার্স জননী ট্রেডিং এর উদ্ধৃত দর ৩২,৯২,০০০/- (বত্রিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার) টাকা সর্বনিম্ন হওয়ায় এবং দাপ্তরিক বাজার দর ৩৮,৪৭,৫০০/- (আটত্রিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকা এর কম হওয়ায় কমিটি ইলেকট্রনিক্স ট্রেড, লট-সি এর জন্য মেসার্স জননী ট্রেডিং এর প্রস্তাবটি গ্রহণ এবং তাদের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করেন।

৩.৪ জামানত ফেরৎ

কমিটির সভায় কার্যাদেশ প্রাপ্ত দরদাতা ব্যতীত অন্য সকল অসফল দরদাতাদের জামানতের টাকা ফেরৎ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪. মূল্যায়ন সভাসমূহে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকাঃ

	নাম	পদবী
১	জনাব জাবেদ আহমেদ	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (কর্মসংস্থান), বিএমইটি, ঢাকা
২	জনাব কুবলেশ্বর ত্রিপুরা	প্রকল্প পরিচালক, ৩০টি টিটিসি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।
৩	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান	পরিচালক, (প্রশিক্ষণ পরিচালনা) বিএমইটি, ঢাকা
৪	জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন পাটোয়ারী	অতিরিক্ত পরিচালক, বিটাক, ঢাকা
৫	জনাব চন্দন লাল ঘোষ	উপ-প্রকল্প পরিচালক, ৩০টি টিটিসি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।

৬	জনাব সৈয়দ জাহিদুল আনাম	সিনিয়র সহকারী প্রধান, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৭	জনাব রুহুল আমিন	সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

৫. সফল দরদাতাদের আবহিতকরণ (Notoification of Award)

মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সফল দরদতাদের বিভিন্ন গ্রপ ও সংশ্লিষ্ট লট এর জন্য স্মারক নং ৪৯.০১.০০০০.৩২৫.০৭.০০২.১৪.১৮৮৭-১৮৯৭ মোট ১১টি অবহিতকরণ পত্র (Notoification of Award) ০১/০৪/২০১৪ ইং তারিখে প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষরে জারী করা হয়।

৬. কার্যাদেশ জারী

প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষরে ২০/০৪/২০১৪ ইং তারিখে সকল সফল দরদাতার অনুকূলে স্মারক নং ৪৯.০১.০০০০.৩২৫.০৭.০০২.১৪.১৯৪৩-১৯৫৩ মোট ১১ টি কার্যাদেশ জারী করা হয়। কার্যাদেশ প্রত্রে সংশ্লিষ্ট লট এর জন্য নির্ধারিত মালামাল/ দ্রব্যাদির স্পেসিফিকেশন সংযুক্ত করা হয়েছে।

ক্রয় কাজের সার-সংক্ষেপ

গ্রুপ নং	ট্রেড এর নাম	লট	দাপ্তরিক বাজার দর (প্রাক্কলন)	উদ্ধৃত দর	মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	কম্পিউটার অপারেশন	এ	৯০,০০,০০০/-	৭৩,১২,৫০০/-	আর এম সিষ্টেমস লিমিটেড
		বি	১৬,৮৭,৫০০/-	১৬,৭৪,০০০/-	সিলিকন ইলেকট্রনিক্স এন্ড কম্পিউটার্স
০২	ইলেকট্রিক্যাল	এ	৫২,৯৫,০০০/-	৪৯,৫৫,০০০/-	অ্যাডভান্স টেকনোলজী কনসোটিয়াম
		বি	৬৬,০০,০০০/-	৬৪,৭৫,০০০/-	অ্যাডভান্স টেকনোলজী কনসোটিয়াম
		সি	৫৭,৫৫,০০০/-	৫৭,৪৭,৫০০/-	এনটেক লজিষ্টিক লিমিটেড
		ডি	৭৬,১০,০০০/-	৭৫,৭৫,০০০/-	জননী ট্রেডিং
০৩	ইলেকট্রনিক্স	এ	৪৫,৫১,০০০/-	৪০,০৫,০০০/-	আহম্মদ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস
		বি	৩৬,৭০,৫০০/-	৩৫,১১,৫০০/-	আহম্মদ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস
		সি	৩৮,৪৭,৫০০/-	৩৭,৯২,০০০/-	জননী ট্রেডিং
০৪	অফিস ইক্যুইপমেন্ট	এ	৮,৪০,০০০/-	৬,৫৭,০০০/-	এস এস ইন্টারন্যাশনাল
		বি	১০,৩৫,০০০/-	৯,৭০,৬০০/-	এস এস ইন্টারন্যাশনাল
			৪,৯৮,৯১,৫০০/-	**৪,৬৬,৭৫,১০০/-**	

	ট্রেড এর নাম	যে সকল টিটিসির জন্য ক্রয় করা হবে	গ্রুপ	লট	ডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্য	দাপ্তরিক প্রাক্কলন	উদ্ধৃত দর
১.	কম্পিউটার অপারেশন	গোপালগঞ্জ, নড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঝালকাঠি ও চুয়াডাঙ্গা (৫টি টিটিসি আংশিক)	০১	এ	৯০,০০,০০০/-	৯০,০০,০০০/-	৭৩,১২,৫০০/-
				বি	১৮,০০,০০০/-	১৬,৮৭,৫০০/-	১৬,৭৪,০০০/-
		উপ-মোট			**১,০৮,০০,০০০/-**	**১,০৬,৮৭,৫০০/-**	**৮৯,৮৬,৫০০/-**
২.	ইলেকট্রিক্যাল	গোপালগঞ্জ, নড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঝালকাঠি ও চুয়াডাঙ্গা (৫টি টিটিসি সম্পূর্ণ)	০২	এ	৫৫,০০,০০০/-	৫২,৯৫,০০০/-	৪৯,৫৫,০০০/-
				বি	৭০,০০,০০০/-	৬৬,০০,০০০/-	৬৪,৭৫,০০০/-
				সি	৫৮,৪৫,০০০/-	৫৭,৫৫,০০০/-	৫৭,৪৭,৫০০/-
				ডি	৭৬,৪০,০০০/-	৭৬,১০,০০০/-	৭৫,৭৫,০০০/-
		উপ-মোট			**২,৫৯,৮৫,০০০/-**	**২,৫২,৬০,০০০/-**	**২,২৭,৫২,৫০০/-**
৩.	ইলেকট্রনিক্স	গোপালগঞ্জ, নড়াইল, ঝালকাঠি (৩টি টিটিসি সম্পূর্ণ)	০৩	এ	৪৮,৫৪,০০০/-	৪৫,৫১,০০০/-	৪০,০৫,০০০/-
				বি	৩৬,৮৮,৫০০/-	৩৬,৭০,৫০০/-	৩৫,১১,৫০০/-
				সি	৩৮,৫৩,৫০০/-	৩৮,৪৭,৫০০/-	৩৭,৯২,০০০/-
		উপ-মোট			**১,২৩,৯৬,০০০/-**	**১,২০,৬৯,০০০/-**	**১,১৩,০৮,৫০০/-**
৪.	অফিস ইক্যুইপমেন্ট	গোপালগঞ্জ, নড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঝালকাঠি ও চুয়াডাঙ্গা (৫টি টিটিসি আংশিক) এবং পিআইইউ (আংশিক)	০৪	এ	৮,৪০,০০০/-	৮,৪০,০০০/-	৬,৫৭,০০০/-
				বি	১০,৪৬,০০০/-	১০,৩৫,০০০/-	৯,৭০,৬০০/-

		উপ-মোট			**১৮,৮৬,০০০/-**	**১৮,৭৫,০০০/-**	**১৬,২৭,৬০০/-**
সর্বমোট -					**৫,১০,৬৭,০০০/-**	**৪,৯৮,৯১,৫০০/-**	**৪,৬৬,৭৫,১০০/-**

অনামিকা কনসালট্যান্টস
সিএল টাওয়ার, ৩য় তলা, ৭৭২-১এ, বসিলা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
যোগাযোগের নম্বরঃ ০১৪০৬৫২২১২৪, ইমেইলঃ anamica20@gmail.com